উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

পরস্ত্রী হরণে ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য
প্রকাশ্যে পরস্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়িতে। ওই নেতার বিরুদ্ধে আগেও এমন অভিযোগ উঠেছে। » ৩

আত্রেয়ীর বাঁধ ভাঙাও রাজনীতির তর্জার ইস্যু
শুখা মরশুমেই ভেঙেছে নদীবাঁধ। এক বছরের মধ্যে এমনভাবে এই নদীবাঁধের ভাঙন নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন। কেন নদীবাঁধ করতে গিয়ে রডের ব্যবহার করা হল না তা নিয়ে চলছে বিতর্ক। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৪°	২৭°	১৪°	২৭°	১৩°	২৭°	১১°

রানে ফিরলেন বিরাট, জেতালেন শুভমান » ১২

৩০ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 13 February 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 265

কাঠগড়ায় হাসিনা আয়নাঘরে ইউনূস

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গুম, খুন সহ নানাবিধ মানবাধিকার অপরাধে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের তত্ত্বেই শান দিল রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর বা ইউএনএইচসিএইচআর। অন্তর্বর্তী সরকার প্রথম দিন থেকে দাবি করেছিল, গতবছর জুলাই-অগাস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-জনতাকে নির্বিচারে খুন করেছিল হাসিনার সরকার।

এবার ইউএনএইচসিএইচআর জানিয়েছে, ছাত্র আন্দোলন দমনের নামে গতবছর ১ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্টের ভিতর ১৪০০ মানুষকে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের সিংহভাগেরই মৃত্যু বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত এই তথ্য হাতে পেয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তর। নিহতদের মধ্যে ১২-১৩ শতাংশ শিশু ছিল বলেও জানানো হয়েছে। বুধবার জেনেভা থেকে ওই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে।

মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের রিপোর্টে হাসিনাকে বিদ্ধ করার পাশাপাশি তাঁর আমলের কুখ্যাত আয়নাঘর পরিদর্শন করলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ঢাকার কচুখেত ডিজিএফআই এবং উত্তরা ও আগারগাঁওয়ে র‌্যাবের আয়নাঘরগুলি সদলবলে ঘুরে দেখেন তিনি। সেগুলি দেখার পর ইউনূস বলেন, 'যে খুপরির মধ্যে বন্দিদের রাখা হত গ্রামে মুরগির খাঁচাগুলিও তার থেকে বড় হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এভাবে বন্দি রাখা হত। মানুষ হিসেবে সামান্যতম মানবাধিকার থেকেও বন্দিদের বঞ্চিত রাখা হত।'

ইউনূসের সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের একাধিক উপদেষ্টা, ভুক্তভোগী বন্দি এবং দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধিদল। ইউনূসের কথায়, 'আয়নাঘরের ভিতরে খুবই বীভৎস দৃশ্য। এখানে মনুষ্যত্ব বলতে কিছুই নেই। যা হয়েছে তা নৃশংস। এটা কি আমাদের সমাজ। যাঁরা নিগৃহীত হয়েছেন তাঁরাও আমাদের সঙ্গে এসেছেন। বিনা দোষে কতগুলি সাক্ষী নিয়ে হাতে বিস্ফোরক ধরিয়ে সন্ত্রাসী, জঙ্গি বলে রাখা হত।' বাংলাদেশে মোট কতগুলি আয়নাঘর রয়েছে তা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে।

ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, '৭০০-৮০০টি আয়নাঘর *এরপর দশের পাতায়*

বাজেটে নজর গ্রামে, ভোটেও

রাজ্য বাজেট হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। - সংবাদচিত্র

চার শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকে ঢাল করে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট জনমোহিনী করার চেষ্টা চালালেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তবে জনমুখী প্রকল্পগুলির জন্য টাকার সংস্থান কীভাবে হবে, তার কোনও দিশা দেখাতে পারলেন না চন্দ্রিমা। গত বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলেও এবার অবশ্য প্রত্যাশামতো ভাতা বৃদ্ধির কোনও ঘোষণা নেই। তবে কিছুটা হলেও খুশি করার চেষ্টা হয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের।

চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বাড়তি ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘভাতা পাবেন। ফলে তাঁদের মহার্ঘভাতার পরিমাণ দাঁড়াবে ১৮ শতাংশ। এবারের বাজেটে নদী ভাঙন রুখতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে মাস্টার প্ল্যানের জন্য। এছাড়া 'নদী বন্ধন' নামে একটি নতুন প্রকল্প এবারের বাজেটে আনা হয়েছে। তাতে নদী উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁরা প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পেয়ে যাবেন। তার জন্য ৯,৬০০ কোটি টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি ক্রিম রংয়ের ওপর সবুজ কাঁথা স্টিচের শাড়ি পরে এদিন বাজেট পেশ করতে এসেছিলেন চন্দ্রিমা। তাঁর হাতে যে বাজেট ফাইলটি ছিল, সেটিও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে বেত দিয়ে তৈরি। বাজেট পেশের আগে বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে বৈঠকে বসেছিলেন চন্দ্রিমা ও রাজ্যের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র। সেখানে যান মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র। বেলা পৌনে চারটের মধ্যেই অধিবেশন কক্ষে পৌঁছে যান চন্দ্রিমা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভার বাকি সদস্যরাও অধিবেশন কক্ষে আসেন। ৪টে বাজতে ১ মিনিট নাগাদ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ সহ বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন কক্ষে ঢোকেন।

ঘড়ি ধরে বিকাল ৪টে ১ মিনিটে বাজেট ভাষণ দিতে শুরু করেন চন্দ্রিমা। তার আগেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস শাসকদলের বিধায়কদের জানিয়ে যান, বিরোধীরা কোনও প্ররোচনা দিলেও কেউ যেন ফাঁদে পা না দেন। বিরোধীরা চিৎকার করলেও শাসকদলের বিধায়করা যাতে চুপ থাকেন। কবিগুরুর 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো...সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও...' কবিতা দিয়ে বাজেট ভাষণ শুরু করেন চন্দ্রিমা। প্রায় ঘণ্টাখানেকের বাজেটের শেষপ্রান্তে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা নিয়ে চন্দ্রিমার ঘোষণার সময় শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'বেকারদের চাকরি চাই।'

কয়েক মিনিট হইহট্টগোল চালিয়ে অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী অবশ্য তখন চুপই ছিলেন। বিজেপির চিৎকার সত্ত্বেও চন্দ্রিমা বাজেট ভাষণ পড়া বন্ধ করেননি। বিরোধীদের ওয়াকআউটের প্রায় ৫ মিনিট পর চন্দ্রিমার বাজেট ভাষণ শেষ হয়। বাজেট ভাষণ চলাকালীন বিরোধীদের এই ভাবে ওয়াকআউটকে ভালো চোখে দেখেননি মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। বাজেট অধিবেশন শেষের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা *এরপর দশের পাতায়*

রাজ্য বাজেট ২০২৫-'২৬

উত্তরবঙ্গের প্রাপ্তি ৮৬৬.২৬ কোটি (সার্বিক উন্নয়নে)
রাজ্যে মোট বরাদ্দ ৩,৮৯,১৯৪.০১ কোটি

বড় চমক

- সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা ৪ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর
- রাজ্যের সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা বেড়ে হল ১৮ শতাংশ
- কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা ৫৩ শতাংশ
- কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের মহার্ঘভাতার ফারাক রইল ৩৫ শতাংশ

উল্লেখযোগ্য

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বাড়ছে না
- ৭০ হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন। বরাদ্দ ২০০ কোটি
- বাংলার বাড়ি আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে। বরাদ্দ ৯৬০০ কোটি
- নদীবন্ধন নামে নতুন প্রকল্পে ২০০ কোটি। ভাঙন প্রতিরোধ এই প্রকল্পে

অন্যান্য

- গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতে ৪৪ হাজার কোটি
- পথশ্রী প্রকল্পে গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে ১৫০০ কোটি
- কৃষিতে ১০ হাজার কোটি
- কৃষি বিপণনে ৮২৬ কোটি
- স্বাস্থ্য খাতে ২১ হাজার ৩৫৫ কোটি
- উচ্চশিক্ষায় ৬,৫৯৩.৫৮ কোটি
- স্কুলশিক্ষায় ৪১,১৪৩.৭৯ কোটি

হতাশ গৌড়বঙ্গের বণিক মহল

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে উঠে এসেছে নদী ভাঙন বিষয়। নদী-বন্ধন নামের একটি নয়া প্রকল্প গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে। বরাদ্দ করা হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। যা নিয়ে খুশি মালদার মানুষ। কারণ এই জেলা নদী ভাঙন সমস্যায় জর্জরিত। যদিও বাজেটে খুশি নয় মালদার বণিক মহল।

বাজেটে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বিগত ২০০ বছর ধরে গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থার বার বার খাত পরিবর্তন, আমাদের রাজ্যে বিধবংসী নদী ভাঙন সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। এরসঙ্গে ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ এই সমস্যাকে বহুগুণ বাড়িয়ে রাজ্যের মানুষের জীবন-জীবিকা, সম্পত্তির ভয়ংকর ক্ষতিসাধন করছে।'

রাজ্য বাজেটে এই ঘোষণায় খুশি জেলার বণিক মহল। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের জেলা সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু বলেন, 'ভাঙন রোধের জন্য বাজেটে যে ঘোষণা করা হয়েছে তাতে আমরা খুশি। তবে কিছুদিন আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মালদায় এসে আম, রেশম, মাখনা এবং মাশুরুম নিয়ে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বাজেটে সেই সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকায় আমরা হতাশ।'

যদিও মালদা জেলার ভাঙন রোধ আন্দোলনের অন্যতম নেতা মোসরেফুল আনোয়ারের মন্তব্য, 'এর আগেও মালদা জেলার জন্য ১২০ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছিল।

শুধু নদী-বন্ধন প্রকল্পে আশার আলো মালদায়

কিন্তু সেই টাকার বেশিরভাগটাই আমলা থেকে ঠিকাদারদের পকেটে গিয়েছে। আসলে ভাঙন রোধের কাজ করা দরকার কেন্দ্রের। আর রাজ্যের টাকায় পুনর্বাসনের কাজ করা দরকার। খামচে খামচে কোনও কাজ করলে হবে না। দেখা যাক নদী-বন্ধন প্রকল্পে ঠিক কি করা হবে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করলে অবশ্যই ভালো হবে।'

যদিও রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের মন্তব্য, 'রাজ্য সরকার খুব ভালো বাজেট পেশ করেছে। জনমুখী বাজেট। সরকারি চাকরিজীবীদের চার শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি হয়েছে, তারাও উপকৃত হবেন।' তবে বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড: অশোক লাহিড়ির মন্তব্য, 'এই বাজেটটা মাকাল ফলও নয়। এই বাজেটটা দেখতেও ভালো না ভেতরেও ভালো না। ১২৩ পাতার বাজেট দেখে ভেবেছিলাম এটা পড়তে হয়তো সারা রাত লাগবে। এই বাজেট আবার প্রমাণিত করল, তৃণমূল শুধুমাত্র ঘোষণার সরকার।' দক্ষিণ দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ বাগচী জানান, 'এই বাজেট ব্যবসায়ীদের কাছে কার্যত হতাশাজনক। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ও শিল্পের পথে কোনও দিশা দেখাতে পারেনি এই বাজেট। ব্যবসায়ী মহল হতাশ।'

অন্যদিকে পশ্চিম দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক জয়ন্ত সোমের অভিযোগ, 'রাজ্য বাজেটে *এরপর দশের পাতায়*

কুমকুমে চন্দনে... বুধবার মালদায় গঙ্গার ঘাটে। - অরিন্দম বাগ

ওটিপি পাঠিয়ে র‌্যাশনের বদলে অ্যাকাউন্টে টাকা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : র‌্যাশন দোকানে না গিয়ে ঘরে বসে চাল, আটার বদলে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে টাকা। উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে নয়া কৌশলে চলছে অবৈধ কারবার। অভিযোগ, একাংশ গ্রাহক র‌্যাশনের জিনিস তুলে তা খোলাবাজারে বিক্রি করছিলেন। খাদ্য দপ্তরের অভিযান শুরু হতেই নয়া কৌশল নিয়েছেন র‌্যাশন ডিলারদের একাংশ। আপাতত র‌্যাশন সামগ্রী না নিয়ে অনেকে তার বদলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ।

এজন্য উপভোক্তাদের র‌্যাশন দোকানে যেতে হচ্ছে না। পুরো কারবার চলছে বাড়ি আর র‌্যাশন দোকান থেকে। র‌্যাশন সামগ্রী না তুলে তার বদলে কীভাবে টাকা নেওয়ার কারবার চলছে? অভিযোগ, র‌্যাশন ডিলারদের ই-পস মেশিন থেকে উপভোক্তাদের মোবাইলে ওটিপি চলে যাচ্ছে। উপভোক্তারা বাড়িতে বসে সেই ওটিপি ডিলারকে দিয়ে দিচ্ছেন। উপভোক্তার বরাদ্দ সামগ্রী র‌্যাশন দোকানেই রেখে দিয়ে তার বদলে ওই উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ডিলার। তারপর সেই চাল, আটা খোলাবাজার বা কোনও কারবারির কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বেশি দামে। সেই চাল আবার রাইস মিল ঘুরে বস্তাবন্দি হয়ে বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

এই অবৈধ কারবার জেলাজুড়ে চললেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা খাদ্য নিয়ামক সঞ্জীব হালদার। অবশ্য এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক বিপ্লব রায় বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তা ঠিক নয়। এমন কিছু যদি হয়ে থাকে সেই জন্য উপভোক্তারাই দায়ী।'

আবার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের এক সদস্যের দাবি, র‌্যাশনের চাল, আটা বিক্রি নিয়ে খাদ্য দপ্তরে অভিযোগ করা হয়েছিল। অবৈধভাবে কোথায় এসব বিক্রি হয়, সেই তথ্য জানানো হয়। ফড়েরা এখন ভয়ে আর চাল, আটা কিনতে পারছেন না। ডিলারদের একাংশই কিনে নিচ্ছেন বলে শুনতে পাচ্ছি।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অধিকাংশ উপভোক্তা র‌্যাশনের চাল, আটা তুলে তা খোলাবাজারে বিক্রি করে দেন। এই সুযোগটা এখন র‌্যাশন ডিলাররাও নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। র‌্যাশন সামগ্রীর বদলে টাকা কেন নেন? এক উপভোক্তার বক্তব্য, জেলার বেশিরভাগ মানুষ কৃষক। আবাদের পর সরু চালই সবাই খান। র‌্যাশনের মোটা চাল অনেকেই খেতে পছন্দ করেন না। তাই সেই চাল বিক্রি করে টাকা নেওয়া হয়।

দুর্নীতির কিসসা

- র‌্যাশন ডিলারদের ই-পস মেশিন থেকে উপভোক্তাদের মোবাইলে ওটিপি চলে যাচ্ছে
- উপভোক্তারা বাড়িতে বসে সেই ওটিপি ডিলারকে দিয়ে দিচ্ছেন
- উপভোক্তার বরাদ্দ সামগ্রী র‌্যাশন দোকানেই রেখে দিয়ে তার বদলে ওই উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন ডিলার
- সেই চাল, আটা খোলাবাজার বা কোনও কারবারির কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বেশি দামে
- ওই র‌্যাশন সামগ্রী আবার রাইস মিল ঘুরে বস্তাবন্দি হয়ে বাজারে বিক্রি হচ্ছে

রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের নেত্রী তথা পঞ্চায়েত সদস্য সোনা তপ্পের অভিযোগ, 'রায়গঞ্জ ব্লকের একাংশ ডিলার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত গ্রামে গেলেই দেখতে পাওয়া যায় তাদের চারতলা-পাঁচতলা বাড়ি, কয়েকটা বিলাসবহুল গাড়ি। অনেকে আবার নামে বেনামে কোটি কোটি টাকার জমি কিনে রেখে দিয়েছে। আমি চাই এই সমস্ত ডিলারদের বিরুদ্ধে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিন।' রায়গঞ্জের বারো ঘন্টার বাসিন্দা চায়না পাল বলেন, 'আমার পরিবারের একাংশ সদস্যের কার্ড বাড়ি থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে কারওর আবার ১০ কিলোমিটার দূরে ট্রান্সফার করে দিয়েছে ডিলার। সেই মালসামগ্রী কারা তুলছে সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না।'

জমি বিবাদে ধারালো অস্ত্রে ছেলেকে খুন বাবার

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি : দুই কাঠা জমি নিয়ে বিবাদের জেরে বাবার হাতে খুন হল সেজো ছেলে। নৃশংস ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজারের শোভানগর এলাকায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই খুনের ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত বাবা পলাতক বলে দাবি পুলিশের।

মৃতের নাম শেখ সাকিরুল (৪৩)। বাড়ি শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদিয়া এলাকায়। সাকিরুলরা চার ভাই। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই কাঠা জমি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে পরিবারের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল। অভিযোগ, সেই বিবাদের জেরে সাকিরুলের বাবা শেখ তাবরেজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছেলের মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। আজ ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সাকিরুলের।

নিহত তরুণের ছোট ভাই শেখ দুলালের দাবি, 'আমরা দুই ভাই কাজ করে ২ কাঠা জমি কিনেছিলাম। বাবা কিছু জমি বড় ভাইদের নামে করে দিয়েছিল। সেই কারণে সেজো দাদা আমাদের নামেও কিছু জমি দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তা নিয়েই ঝামেলা চলছিল। গতকাল রাতে সেজো দাদা বাড়িতেই ছিলেন। বাবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে গালিগালাজ করছিলেন। জমিজায়গা নিয়ে বিবাদের জেরে বাবা দাদাকে বাড়ির বাইরে ডাকে। এরপরই বাবা বাড়ি থেকে হাঁসুয়া নিয়ে গিয়ে দাদার মাথায় কোপ মারে। তাতেই দাদার মৃত্যু হয়।'

> গতকাল রাতে সেজো দাদা বাড়িতেই ছিলেন। বাবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে গালিগালাজ করছিলেন। জমিজায়গা নিয়ে বিবাদের জেরে বাবা দাদাকে বাড়ির বাইরে ডাকে। এরপরই বাড়ি থেকে হাঁসুয়া নিয়ে গিয়ে দাদার মাথায় কোপ মারে।
>
> **শেখ দুলাল**
> নিহত তরুণের ছোট ভাই

মিলকি ফাঁড়ির পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ঘটনায় পরিবারের তরফে এখনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত বাবা শেখ তাবরেজ। অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশি তল্লাশি জারি রয়েছে। জমি নিয়ে বিবাদে এহেন নৃশংস ঘটনায় তদন্তকারীরা সবদিক খতিয়ে দেখছেন।

খয়রাতি সংস্কৃতিতে সুপ্রিম-ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিনামূল্যে মিলছে র‌্যাশন। কাজ না করেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাচ্ছে মাস পয়লায়! ভোটের আগে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে এই ধরনের 'খয়রাতি সংস্কৃতি' আদতে সমাজের ক্ষতি করছে। এতে মানুষের কাজের ইচ্ছা চলে যাচ্ছে। বুধবার একটি মামলায় এমন মন্তব্য করল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য,

ক্ষতি হচ্ছে জনসমাজের

অনায়াসে সব পেয়ে যাওয়ায় মানুষ আর কাজ করতে চাইছেন না। বিনামূল্যে খাবার পেয়ে গেলে, বিনা শ্রমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভরে গেলে আর পরিশ্রম করার প্রয়োজন কী! সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'এতে কায়িক ও মানসিক শ্রমের মূল্য কমে যাচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে জনসমাজের।'

শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। সেই সংক্রান্ত *এরপর দশের পাতায়*

ও আমার মাহুতবন্ধু রে...

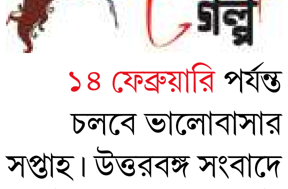

১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভালোবাসার সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই সময়কালে রোজই থাকবে অভিনব এক-একটি ভালোবাসার গল্প। আজ মাদারিহাটের এক অন্য কাহিনী

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : 'ও তো চম্পাকলিকে আমার থেকেও বেশি ভালোবাসে।' বলছিলেন হেনতা। স্বামীকে 'ভাগ' করে নেওয়ার কথা বলছেন বটে, কিন্তু হেনতার মুখে অনাবিল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন রবি বিশ্বকর্মাও। তাঁর বিরুদ্ধেই তো এই 'গুরুতর অভিযোগ' উঠেছে। তবে অভিযোগ একবাক্যে মেনে নিলেন রবি। 'ওর জন্য আমার মন কাঁদে। চম্পাকলিকে ছেড়ে একদিনের জন্যও কোথাও যেতে মন চায় না।'

চম্পাকলির সঙ্গে রবির ভালোবাসার গল্প। - সংবাদচিত্র

রবির সঙ্গে হেনতার বিয়ে হয়েছে ৩০ বছর আগে। বারকয়েক শ্বশুরবাড়ি গিয়েছেন। তাছাড়া আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও অন্য কোথাও স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে যাননি রবি। কারণ ঘুরতে গেলেই তো দেখতে পাবেন না তাঁর আদরের চম্পাকলিকে। সে বেচারা কষ্ট পাবে। *এরপর দশের পাতায়*

গরমিলের অভিযোগে সিল অঙ্গনওয়াড়ির গোডাউন

গাজোল, ১২ ফেব্রুয়ারি : দুর্নীতিকে রেয়াত করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। বুধবার সেই নির্দেশিকাই পালন করলেন গাজোলের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস। একটি আইসিডিএস সেন্টারের গোডাউনে গরমিল ধরা পড়ায় সেই গোডাউনটি সিল করে দেওয়া হয় এদিন। ওই ডিলারকে শোকজ করার জন্য সিডিপিওকে নির্দেশ দেন বিডিও।

এদিন দুপুর থেকে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যান সুদীপ্ত বিশ্বাস। তার সঙ্গে ছিলেন যুগ্ম বিডিও সুব্রত শ্যামল, শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক খোকন বৈদ্য প্রমুখ। প্রথমেই একটি আইসিডিএস সেন্টারের গোডাউন পরিদর্শন করেন তিনি। সেখানে গরমিল ধরা পড়ে। এরপর একটি রেশন দোকানের সামগ্রী পরীক্ষা করেন তিনি। বিডিও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ও জেলা শাসকের নির্দেশে দুর্নীতি রুখতে বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার অভিযান চলছে। আমরা প্রথমে জামতলায় একটি আইসিডিএস এর গোডাউনে অভিযান চালিয়েছি। সেখানে মালপত্রে বেশ কিছু গরমিল ধরা পড়েছে। ওই ডিলারকে আগেও সতর্ক করা হয়েছিল। এদিন ওই গোডাউন আমরা সিল করে দিয়েছি। সিডিপিওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই ডিলারকে শোকজ করতে। জবাব পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'কুলতলিতে একটি রেশন দোকানে যাওয়া হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকরা অভিযোগ করছেন আটার ওজন কম দেওয়া হচ্ছে। আজ পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওজন মোটামুটি ঠিকই আছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে এরকম অভিযান চলবে।'

বুধবার মাঘীপূর্ণিমায় মালদায় ভক্ত সমাগম। - স্বরূপ সাহা

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াকে সাহায্যের আশ্বাস

আজাদ

মানিকচক, ১২ ফেব্রুয়ারি : মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়ার নির্দেশে মঙ্গলবার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিশু রায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে যাবতীয় সাহায্যের আশ্বাস দিলেন মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিঙ্কি মণ্ডল, মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, বিডিও দপ্তরের অন্য কর্তারা। বর্তমানে পরিবার কী কী সরকারি পরিষেবা পাচ্ছে সেবিষয়ে খোঁজ নেন। এদিন পরিবারকে বেশ কিছু সরকারি পরিষেবা তুলে দেন বিডিও।

মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর পঞ্চায়েতের রায়পাড়া এলাকার বাসিন্দা বিশু রায় (১৬)। বাবা রাজমিস্ত্রি ও মা দিনমজুরের কাজ করেন। মাঝেমধ্যে বিশুকে বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষা করতে দেখা যায়। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন মালদা শহরের একটি পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে তাকে দেখেন জেলা শাসক। তার সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনিকভাবে কী ধরনের সাহায্য করা যায়, সেব্যাপারে পদক্ষেপ করার আশ্বাসও দেন। জেলা শাসকের নির্দেশমতো মানিকচকের বিডিও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে নিয়ে বিশু রায়ের বাড়িতে পৌঁছান।

> জেলা শাসক নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেইমতোই তার বাড়ি আসা। পরিবার আবাসের টাকা পেয়েছে। মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়, বিশুও মানবিক ভাতা পায়। র‌্যাশন ডিলারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার বাড়িতে সময়মতো সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার।
>
> **অনুপ চক্রবর্তী**
> বিডিও, মানিকচক

বিডিও অনুপ চক্রবর্তী বলেন, 'জেলা শাসক নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেইমতোই তার বাড়ি আসা। পরিবার আবাসের টাকা পেয়েছে। মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়, বিশুও মানবিক ভাতা পায়। র‌্যাশন ডিলারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার বাড়িতে সময়মতো সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার।' বিডিও বলেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হলে প্রশাসনগতভাবে সেই সমস্যা দূর করা হবে। বিশুর পায়ের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি না সেব্যাপারে উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

মা ছায়া রায় বলেন, 'স্বামী পরিবারে কোনও খরচ দেয় না। আমি কাজে যাওয়ার পর ছেলে আমায় না বলে বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে পড়ে। ছেলে জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী। তবে চিকিৎসা হলে ও সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু আর্থিক কারণে সেটা করা যায়নি। প্রশাসনকে অনুরোধ, ওরা যেন ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।'

বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্সে নিশ্চিত আয়

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : ভারতের বিভিন্ন জীবনবিমা কোম্পানিগুলির মধ্যে অন্যতম বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স নিয়ে এল 'বন্ধন লাইফ গ্যারান্টিড ইনকাম প্ল্যান।' এই জীবনবিমাটি দেশজুড়ে থাকা বন্ধন ব্যাংকের সমস্ত শাখাতে উপলব্ধ রয়েছে। এই প্রকল্পটি বিমা গ্রাহকদের প্রথম মাস থেকেই জীবনবিমা কভারেজের পাশাপাশি নিশ্চিত আয় প্রদান করবে।

প্রকল্পের সূচনা নিয়ে বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্সের এমডি এবং সিইও সতীশ্বর বি বলেন, 'বন্ধন লাইফ ইনসুরেন্স এই প্রকল্প গ্রাহকদের আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস প্রদান করবে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস এবং বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা প্রদানে সাহায্য করবে। আমরা বিশ্বাস করি, যে গ্রাহকরা আর্থিক স্থিতিশীলতা খুঁজছেন এই প্রকল্প তাঁদের চাহিদা পূরণ করবে।'

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫, তারিখ : ২১-০১-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০৩

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫, তারিখ : ২১-০১-২০২৫।
টেন্ডার নং. এম-টিএসকে-২০২৫-০৫ -এর জন্য সংশোধিত টেন্ডার শর্তাবলি জারি করা হয়েছে। বিডারদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

থ্রু পাসিং ট্রেনের কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : জিইএম/২০২৫/বি/৫৯৩২৮২৭; তারিখ : ১০-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "টু প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : ৪ (চার) বছর সময়ের জন্য "ক্লিন ট্রেন স্টেশন" (সিটিএস) স্কিমের অধীনে হল্টের সময় কাটিহার প্ল্যাটফর্মে থ্রু পাসিং ট্রেনগুলির কোচের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার মূল্য : ১৭,৮৭,৪৮,৫২৬.৮০ টাকা; বায়নার ধন : ১০,৪৩,৭৫০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৮.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৩-০৩-২০২৫ তারিখের ১৮.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

ভ্যালেন্টাইন পর্ব

কিস ডে উপলক্ষ্যে পান শটস, রেড ড্রাগন চিকেন তৈরি শেখাবেন সুদীপা করার দত্ত এবং সুরজিৎ দত্ত। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ আমাদের সংসার, ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ নাগপঞ্চমী, বিকেল ৪.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, সন্ধে ৭.৩০ ফাইটার-মারব নয় মরব, রাত ১০.০০ মধুর মিলন, ১.০০ ঈগলের চোখ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মস্তান দাদা, দুপুর ২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৫.৩০ শিমুল পারুল, রাত ৯.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, ১২.০০ বসু পরিবার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ বর আসবে এখুনি, সন্ধে ৬.৪৫ কুলি, রাত ৯.৫০ ডিজে

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪১ খিচড়ি-টু, দুপুর ২.০৩ শাদি মে জরুর আনা, বিকেল ৪.৩৩ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৩০ সনম তেরি কসম, রাত ১০.১০ ঘোস্ট

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.০০ ফিরঙ্গি, দুপুর ২.০০ পেয়ার কিয়া নেহি জাতা, সন্ধে ৭.৩০ বাদশা রাসকাল, রাত ৯.৪৫ রুদ্র অবতার

জি সিনেমা : বেলা ১১.১৯ সূর্যা এস-থ্রি, দুপুর ২.০৯ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৫ আচার্য, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা, রাত ১১.১৪ মহাবলী-টু

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.২৭ পাওয়ার আনলিমিটেড-টু, দুপুর ২.০৪ দৃশ্যম-টু, বিকেল ৫.০৫ সীতা রাম, সন্ধে ৭.৫৮ আভেশম, রাত ১০.৩০ বীরম

এমএনএক্স : দুপুর ১২.১৫ সেট আপ, ১.৩৫ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট, বিকেল ৩.১৫ ড্রাগনবন-ইভোলিউশন, ৪.৪০ ভ্যাম্পায়ার সাক, সন্ধে ৭.৩০ লিটল মনস্টার্স, রাত ৯.০০ হারকিউলিস, ১০.৩৫ সাংহাই নাইটস

দৃশ্যম-টু দুপুর ২.০৪ কালার্স সিনেপ্লেক্স

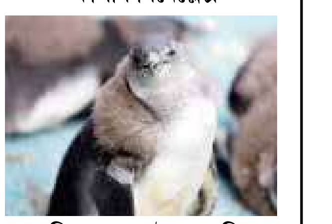

অ্যানিমাল প্ল্যানেট এক্সক্লুসিভ, সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস সন্ধে ৭.২৫ রমেডি নাউ

বোঝেনা সে বোঝেনা বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

মাহিন্দ্রার পরবর্তী প্রজন্ম

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : মাহিন্দ্রার পরবর্তী প্রজন্মের বৈদ্যুতিক উৎস এসইউভিএস, এক্সইভি নাইন ই এবং বিইসিক্স চৌরঙ্গি ও সল্টলেকের এনআর অটো-তে চালু হল। এটা ভারতীয় মোটরগাড়ি শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

ইনগ্লো ও মাহিন্দ্রা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্কিটেকচার দ্বারা পরিচালিত ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গ্রাহকদের মাহিন্দ্রার বৈদ্যুতিক গতিশীলতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

যোগবানি ও টুন্ডলা জংশন-এর মধ্যে মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেন

নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ অনুযায়ী মহাকুম্ভ-২০২৫-এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য ০৫৭১৮ / ০৫৭১৭ যোগবানি - টুন্ডলা জং. - যোগবানি মহাকুম্ভ স্পেশাল ট্রেনগুলি (টিওডি) চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে :

ট্রেন নং.- 05718 যোগবানি থেকে ১৪-০২-২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ

ট্রেন নং.- 05717 টুন্ডলা জং. থেকে ১৬-০২-২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ০১টি ট্রিপ

দিন	আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান	দিন
১৪.০২.২০২৫ (শুক্র)	----	18.40	যোগবানি	02.20	----	১৮.০২.২০২৫ (মঙ্গল)
	19.00	19.05	ফরবেসগঞ্জ	01.20	01.25	
	19.30	19.35	আররিয়া	00.50	00.55	
	19.45	19.50	আররিয়া কোর্ট	00.35	00.40	
	20.55	21.00	পূর্ণিয়া	23.30	23.35	১৭.০২.২০২৫ (সোম)
	21.50	22.00	কাটিহার	22.30	22.40	
	23.52	23.54	খাগাড়িয়া	19.30	19.32	
১৫.০২.২০২৫ (শনি)	08.50	09.00	পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়	10.40	10.50	
	12.45	12.50	প্রয়াগরাজ	06.25	06.30	
	19.00	----	টুন্ডলা জং.	----	21.40	১৬.০২.২০২৫ (রবি)

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজ : নওগাছিয়া, মানসি, বেগুসরাই, বারাউনী জং., হাজিপুর, পাটলিপুত্র, দানাপুর, আরা, বক্সার, মির্জাপুর, ফতেহপুর, গোবিন্দপুরি এবং ইটাওয়া।
গঠন : এসি-২টিয়ার (এক), এসি-৩টিয়ার (দুই), শয়ন শ্রেণি (সতেরো) এবং জিএসএলআর (দুই) = ২২টি কামরা।
জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মাঘীপূর্ণিমায় পুণ্যার্থীদের ভিড়

নিউজ ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি : মাঘীপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে ইংরেজবাজারের সাদুল্লাপুর যেন এক টুকরো মহাকুম্ভ মেলার চেহারা নিল। ৮৩ বছরের লক্ষ্মী মহন্ত জানান, 'সাদুল্লাপুরে স্নান করতে যাচ্ছি। রেলগেটের ওখানে দীর্ঘক্ষণ যানজটে আটকে থাকার পর হাঁটতে শুরু করেছি। পুণ্য হবে কি না জানা নেই।'

কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের বৈষ্ণবনগর থানার গঙ্গা নদীর ধারে খেজুরিয়া ঘাটে ঢল নামল পুণ্যার্থীদের।

এদিকে সকাল থেকেই ফরাক্কা গঙ্গা লাগোয়া বিন্দুগ্রামএলসিটি ঘাট এবং ব্যারেজ তালতলা ঘাটে পুণ্যার্থীদের ভিড় নজরে আসে।

গাজোলে চতুর্দশীর মহানিশায় কুণ্ডেশ্বরী মহাশ্মশানে শ্মশানকালী পুজো এবং মাঘীপূর্ণিমাতে পুণ্যস্নান ঘিরে সরগরম গাজোলের অলতোর কৃষ্ণপুর এলাকা।

মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ৮ নম্বর গঙ্গাজল শ্মশানঘাট সমিতির উদ্যোগে চক্ষু পরীক্ষা, যোগা অনুশীলন, বস্ত্র বিতরণ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

রায়গঞ্জে মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে গুরুধাম সমাধিমঠে পূজ্যপাদ সাংখ্য দ্রোণাচার্য শ্রী শ্রীমৎ স্বামী সনাধি প্রকাশ আরণ্য গুরুদেব মহারাজের ১৪০তম আবির্ভাব দিবসে বিশেষ পূজা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মঠের মঠাধ্যক্ষ স্বামী মৈত্রীপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ এদিন দীক্ষা দান করেন।

পাচারের আগেই গ্রেপ্তার

মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি : দিল্লিতে পাচারের আগেই প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল ফরাক্কা জিআরপি। ধৃতার বাড়ি বৈষ্ণবনগরের কুম্ভীরায়।ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র মিলেছে মালদার বৈষ্ণবনগরের। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ফরাক্কা জিআরপি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে আন্ডারপাস দিয়ে এক তরুণ ফরাক্কা স্টেশনে ঢুকছিল। একই সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এক পুলিশকর্মী। তাঁকে দেখে ওই তরুণ পালানোর চেষ্টা করে। সন্দেহ হওয়ায় ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলেন ওই পুলিশকর্মী। তল্লাশি চালাতেই তার হেপাজত থেকে উদ্ধার হয় চার লক্ষ ৯২ হাজার টাকার জাল নোট। সবগুলি ৫০০ টাকার। তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জাল টাকা উদ্ধার

বৈষ্ণবনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি : ফের বিপুল অঙ্কের জাল নোট উদ্ধারে বড়সড়ো সাফল্য পেল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। বুধবার ভোরে মুর্শিদাবাদ সীমান্তের পিটিএস মোড় এলাকা থেকে ৯৯ হাজার ৬০০ টাকার ভারতীয় জাল নোট সহ একজনকে আটক করে পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন ভোরে পিটিএস মোড় এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। ওই এলাকায় সন্দেহজনকভাবে দুই তরুণকে ঘোরাফেরা করতে দেখলে পুলিশ তাদের আটক করে। তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ৯৯ হাজার ৬০০ টাকার ভারতীয় জাল নোট উদ্ধার হয়। যার সবগুলিই ২০০ টাকার।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৫৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৪৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৪৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পাকুড় গাছ ভেঙে আহত ২

বুনিয়াদপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শতাব্দী প্রাচীন ফাটাকালী পুজো চলাকালীন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মন্দিরের পাশে থাকা প্রাচীন পাকুর গাছ। গুরুতর আহত হলেন পূজা কমিটির সম্পাদকের ছেলে সুজন মহন্ত (২৮)। এছাড়াও আহত হয়েছেন মিনতি সিং প্রামাণিক (৩৫)। তাঁদের আঘাত গুরুতর হওয়ায় বর্তমানে তারা গঙ্গারামপুরে চিকিৎসাধীন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিভিকের দুটি বাইক। এছাড়াও ভেঙে গেছে মন্দিরের সামনে থাকা অতিথিদের বসার প্যান্ডেল। ছিঁড়ে গেছে ইলেক্ট্রিকের তার ভেঙেছে চেয়ার, টেবিলে লোহার তারে ঘেরা প্রাচীর। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ, দমকল ও পুরসভার রেসকিউ টিম। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সুবিশাল গাছের ডাল কেটে কিছুটা অংশ ফাঁকা করে।

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলে Sayan Barman-এর ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB-63 20170989833 dt.10-04-2017 আমার নাম ভুল থাকায় গত 10-02-2025 3rd court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nagendra Barman এবং Nagen Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পেস্টারঝাড়, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। W.B. (C/114603)

আমি বিমল সরকার, পিতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার, ঠিকানা- ওয়ার্ড নং ১, দিনহাটা, কোচবিহার, দিনহাটা এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা বিমল কুমার সরকার নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং ৬৫৭ তাং ১১.০২.২০২৫। বিমল সরকার ও বিমল কুমার সরকার একই ব্যক্তি। (S/M)

এলার্জি টেস্ট

আপনি কি ক্রমাগত হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, শ্বাসকষ্ট বা চামড়ার এলার্জিগত সমস্যায় ভুগছেন? 16ই ফেব্রুয়ারি 2025, 11 A.M. -5 P.M., যোগাযোগ করুন - ডঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ (পালমোনোলজিস্ট)। আনন্দলোক হসপিটাল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। মোঃ 8944972490 /9233516676. (C/114842)

ABRIDGE e-N.I.T NOTICE

e-N.I.T Memo No. 759/ KCK-III BDO, 1 to 2 Dated 12.02.2025, invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. **Last date of Application on 19.02.2025 upto 17:30 pm.** Details are available in the office notice board & **https://wbtenders.gov.innicgep/app.**

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Development Block
Baishnabnagar, Malda.

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri - 734001
N.I.B. NO. 25/2024-25 of Siliguri Mahakuma Parishad

e-bids for Toll collection from Haler Matha to Tarabari More via Sadhan More (length - 7.0 km) at Atharakhai GP in Matigara Block, are hereby invited by the SMP from the intending bonafied bidders.
Start date of submission of bid : 13.02.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 26.02.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No-22, Memo No- 567/ BDO, dated- 12.02.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 25.02.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO
Blg Dev. Block

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ধাইয়ের হাট হাই মাদ্রাসা-এর সংখ্যালঘু ছাত্রাবাসে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য স্ব-নির্ভর দল নির্বাচন করা হবে। ধাইয়ের হাট এলাকাস্থিত ইচ্ছুক স্ব-নির্ভর দল-এর সদস্যরা বিস্তারিত তথ্য জানাতে ও আবেদন করতে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে আগামী ২৮.০২.২০২৫ তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কোচবিহার ১ নং উন্নয়ন ব্লক

ডিব্রুগড়ে ট্যাংকের স্থাপন এবং যোগান

ই-টেন্ডার নং. ডিবি২৫৫০৯৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : পার্ট এ: অনুসূচী অনুসারে প্রতিদিন ৫০ কিলোলিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পোর্টেবল ফেইসেল সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল ফিটিংস, জন্যে ট্যাংকের স্থাপন এবং যোগান। পার্ট বি: অনুসূচী অনুসারে প্রতিদিন ৫০ কিলোলিটার ক্ষমতাসম্পন্ন পোর্টেবল ফেইসেল সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, স্থাপনের জন্যে পাম্প এবং ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল ফিটিংসের স্থাপন এবং যোগান। (ওয়ারেন্টি সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩৬ মাস)। বায়না রাশি: ১,৪৯,৯৭০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ১০-০৩-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই. সিএমএম, ডিব্রুগড়
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ১,৯৪,৮৩,৬৯৫ (টাকা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শত পঁচানব্বই মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকী ঋণদাতা ০৭.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বকালীন এলাহাবাদ ব্যাংক) মালদা প্রধান শাখার সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে ১। মেসার্স মালদা কন্টেইনার ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা- গ্রাম মধুপুর, পুরাতন মালদা মিশন রোড, পশ্চিমবঙ্গ, মালদা-৭৩২১২৮, নির্মাণ ভূমির ঠিকানা- নারায়ণপুর, পোস্ট-মঙ্গলবাড়ি, থানা- মালদা, ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুরাতন মালদা ব্লক, মালদা- ৭৩২১২৮। ২। রাজেশ চৌধুরি (বন্ধকদাতা/অধিকর্তা/জামিনদার)। ৩। চন্দ্রিমা চৌধুরি (বন্ধকদাতা/অধিকর্তা/জামিনদার)। ৪। শ্রীমতী প্রমিলা চৌধুরি (জামিনদার/বন্ধকদাতা) বক্সাটুলি লেন, এন.এস. রোড, থানা-ইংরেজবাজার, মালদা-৭৩২১০১-এর বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ :-	[illegible]	[illegible]
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৬৭, ১২,০০০/- (টাকা সাতষট্টি লক্ষ বারো হাজার মাত্র)	টাঃ ১৬, ১৯,০০০/- (টাকা ষোলো লক্ষ উনিশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৬,৭১,২০০/- (টাকা ছয় লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশো মাত্র)	টাঃ ১,৬১,৯০০/- (টাকা এক লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শো মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ৩৫,০০০ (টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার মাত্র)	টাঃ ১০০০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময় ই-অকশন প্রদানকারী মাধ্যম https://baanknet.com	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত	২৬/০৩/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি [illegible]	আইডিআইবি [illegible]

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt Ltd. অনলাইন দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ। [illegible]

তারিখ : ০৭.০২.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	নথিপত্র (বিক্রয় নোটিশের ছবি)

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, নোডাল আধিকারিক, মোবাইল নং- ৭০০৯৬৯৩৩৪৩) ২) পঙ্কজ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৮৫৭৭৯১৭৭৯৯)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সর্দি ও জ্বরে ভোগান্তি বাড়বে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বড় সমস্যার মুখোমুখি। **বৃষ :** ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ কিছু ঋণ করতে হবে। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। **মিথুন :** বাবা-মাকে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। পেটের অসুখে সমস্যা। **কর্কট :** রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। ভেবে কাজ করুন। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। পেটের ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। **তুলা :** অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের জন্যে আজ শুভদিন। ফেলে রাখা কাজে হাত দিলে, সফল হবেন। **বৃশ্চিক :** অফিসের কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে সবার প্রশংসিত হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে বিনা কারণে ভুল বুঝবেন। **ধনু :** সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **মকর :** পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কোনও মূল্যবান দ্রব্য বিক্রি করতে হতে পারে। **কুম্ভ :** ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। কাউকে গোপন কথা বলে ফেলায় সমস্যা। **মীন :** মায়ের অসুস্থতা সেরে যাওয়ায় স্বস্তি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ২৪ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৩০ মাঘ, সংবৎ ১ ফাল্গুন বদি, ১৪ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৫।২৭। বৃহস্পতিবার, প্রতিপদ রাত্রি ৭।৫২। মঘানক্ষত্র রাত্রি ৯।০। শোভনযোগ দিবা ৭।৪৯। বালবকরণ দিবা ৭।৩০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৭।৫২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ৯।০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৭।৫২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ৭।৫২ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ২।৪০ গতে ৫।২৭ মধ্যে। ২।৪০ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন রাত্রি ৯।০ গতে গর্ভাধান। বিবাহ- সন্ধ্যা ৫।২৭ গতে রাত্রি ৯।০ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।০ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিকিৎসক সংকটের অভিযোগ কর্তাদের কাছে

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক। জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানালেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে আসা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদলের কাছে চিকিৎসক সংকটের কথাই বারবার তুলে ধরছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বুধবার জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনজনের প্রতিনিধি। পাশাপাশি বৈঠক করেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে। প্রতিনিধিদের তরফে হাসপাতালের চিকিৎসক সংকটের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার জেলায় আসেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তিন প্রতিনিধি। গতকালই ঘুরে দেখেন বালুরঘাট জেলা ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ। তিনজনের প্রতিনিধিদলে রয়েছেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের হাসপাতাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভের ডিরেক্টর ডাঃ দীপঙ্কর মাঝি, ডাক্তার সৌম্য দত্ত এবং নার্সিং বিভাগের ফাল্গুনী সরকার। মূলত হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদলের তিন সদস্য।

তিনজন সদস্য তিনটি টিমে

বালুরঘাট হাসপাতাল

ভাগ হয়ে হাসপাতালের বেশিরভাগ বিভাগ ঘুরে দেখেছেন। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস, হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ প্রমুখ। মঙ্গলবার মধ্য রাত পর্যন্ত হাসপাতালের চিকিৎসক ও জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে বিশেষ বৈঠক করেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসক সংকটের প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসে। জেলার তরফে বিষয়টি তুলে ধরা হলে রাজ্য প্রতিনিধিদলের তরফে সংকট দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে গতকাল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনজনের একটি দল এসেছে।' তাঁর আরও দাবি, 'তাঁরা হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছেন। কোথায় কি করা দরকার, কি কি সমস্যা রয়েছে সেগুলো জানিয়েছেন। আমরাও হাসপাতালে চিকিৎসক সংকটের কথাটি জানিয়েছি। প্রতিনিধিরা আমাদেরকে এনিয়ে আশ্বস্ত করেছেন।'

অন্যদিকে, এবিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস জানিয়েছেন, 'আমাদের জেলা হাসপাতালের বহু পরিষেবা ওঁদের ভালো লেগেছে। আমাদের জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক সংকট রয়েছে। সেই বিষয়টিও তাঁদের জানিয়েছি। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মুগ্ধতা।। আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগরে ছবিটি তুলেছেন দীপান্বিতা সেন।

ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট ভ্যানচালক

তপন, ১২ ফেব্রুয়ারি : ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ভ্যানচালক প্রৌঢ়ের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও এক প্রৌঢ়। মৃতের নাম সাকারিয়া সোরেন (৬০) ও আহত প্রৌঢ়ের নাম হীরালাল চৌধুরী (৬৫)। আহত প্রৌঢ়ের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

কুমারগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা সাকারিয়া সোরেন। পেশায় তিনি ভ্যানচালক। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি তপনের নাজিরপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকছিলেন। এদিন সকালে তিনি কাজের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। করদহ এলাকায় পাকা সড়কে উঠতেই করদহ এলাকায় একটি ডাম্পার তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন সাকারিয়া ও হীরালাল। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় তপন গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা সাকারিয়াকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। হীরালালের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। বন্ধ হয়ে পড়ে যানবাহন চলাচল। তপন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। ভিকারায় এলাকা নাকা চেকিং করে ঘাতক গাড়ি আটক করে। সেই সঙ্গে চালককে আটক করে পুলিশ। পাশাপাশি এদিন মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'করদহে ডাম্পারের ধাক্কায় এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। একজন আহত হয়েছেন। ডাম্পার চালককে আটক করা হয়েছে।'

পরস্ত্রী হরণে ধৃত পঞ্চায়েত সদস্য

চিত্র : এআই

তনয়কুমার মিশ্র

মোথাবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রকাশ্যে পরস্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়িতে। ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে আগেও এমন কাণ্ড ঘটানোর অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ, মঙ্গলবার এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে টোটোতে চেপে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন। ওই সময় রাস্তা থেকে এক তৃণমূল নেতা ও তাঁর গুন্ডাবাহিনী ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও ছেলেকে কিডন্যাপ করে। মহিলার স্বামী তাঁদের রক্ষা করার চেষ্টা করলে তৃণমূল নেতা ও তাঁর দলবল তাঁকে আক্রমণ করে। তাঁকে লাথি, ঘুসি মারা হয়। এমনকি প্রাণে মারারও চেষ্টা করা হয়। পরনের জামা ছিঁড়ে ফেলা হয়। অপহৃত মহিলার স্বামী পরে মোথাবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ বুধবার ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

ওই তৃণমূল নেতা একটি পঞ্চায়েতের সদস্য। নিজে বিবাহিত। বর্তমানে তাঁর দুটি সন্তান রয়েছে। গত বছর তাঁর বিরুদ্ধে একই অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় মোথাবাড়ি থানায় ওই তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এবছর ফের একই অভিযোগ উঠলে পুলিশের টনক নড়ে।

মোথাবাড়ি থানার ওসি কুণালকান্তি দাসের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। আজ তাঁকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠানো হয়েছে।' এদিকে, এমন ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের ব্লক যুব সভাপতি তোহিদুর রহমান জানান, 'দল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে। এই অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশকে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। দলের পক্ষেও অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। অভিযোগ প্রমাণ হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যদিও অপহরণের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, দাবি করেছে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁর সাফ কথা, 'আমার সঙ্গে ওই পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সময় হলেই সবাই সবকিছু বুঝতে পারবেন।'

ইটাহারে ধর্ষণে গ্রেপ্তার তরুণ

ইটাহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ইটাহার থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ইটাহার থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের অষ্টমের এক ছাত্রীর সঙ্গে পাশের গ্রামের এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দিনকয়েক আগে ছাত্রীটি ওই গ্রামে তার দাদুর বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানেই গত সোমবার ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টা নাগাদ শৌচকর্মের জন্য বাড়ির বাইরে যায় ওই কিশোরী। অভিযোগ, সেই সময় ওই তরুণ ছাত্রীটিকে জোর করে একটি ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর নাবালিকার চিৎকার শুনে তার মামারা গিয়ে তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। ঘটনার পরের দিন মঙ্গলবার ইটাহার থানায় নির্যাতিতা কিশোরীর মা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরেই পকসো আইনে মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলে পুলিশ।

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে আহত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কুমেদপুর জংশন এবং হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী রাঘবপুর এলাকায় কলকাতা অভিমুখের একটি এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে এক ব্যক্তি পড়ে যান। সে সময় রেললাইনের ধারে রাঘবপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা প্রাতর্ভ্রমণ করছিলেন। তাদের তৎপরতায় ওই ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাকে ভর্তি করা হয়।

ওই ব্যক্তির নাম প্রতীক সামন্ত(২২)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার রামনগর থানা এলাকায়। শিয়ালদাগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে উনি বাড়ি ফিরছিলেন। তবে কীভাবে তিনি গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছেন, সে ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেননি। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

রায়গঞ্জে প্রকাশ্যে মহিলাকে মারধর

রায়গঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : এক মহিলাকে প্রকাশ্য দিবালোকে মারধর করার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল ইটাহার থানা এলাকার একটি গ্রামে। বুধবার এই ঘটনায় প্রভাবশালী নেতা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলা ইটাহারের একটি মোড়ে গাড়ি ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা জমি মাফিয়ারা ওই বধূর ওপর হামলা চালায়। তাঁর পরনের কাপড় ছিঁড়ে নেয়। শুধু তাই নয়, ওই বধূর পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। বেধড়ক মারধরের পর সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ওই গৃহবধূ। এই ঘটনায় ইটাহার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বধূর শাশুড়ি। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর দিনাজপুর সীমান্তে আতঙ্কে বাস

এপারে জমি দাবি চাষিদের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : চোখেমুখে আতঙ্ক নিয়ে ওঁরা কাঁটাতারের ওপারে নিজেদের জমিতে চাষাবাদের জন্যে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। ইদানীং রাতের দিকে থাকা এদেশের খেতের ফসল কেটে নেওয়ায় সক্রিয় বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা। ফসল লুট আর জমি হারানোর আশঙ্কায় বাংলাদেশ সীমানা ঘেঁষা কাঁটাতারের ওপারে কৃষিজমির বিনিময়ে এপারে জমি দেওয়ার দাবিতে সরব হলেন উত্তর দিনাজপুরের সীমান্তে বসবাসকারী কৃষকরা।

সম্প্রতি হেমতাবাদ থানার চৈনগর, মাকরহাট, মহিষাগাঁও, মালন সীমান্তের কৃষকরা এপারে জমির বন্দোবস্ত করার দাবি জানিয়ে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। বাংলাদেশের সীমানা ঘেঁষা ভারতীয় ভূখণ্ডের হাজার হাজার বিঘা কৃষিজমি। ওপারে জমি কেনার সাধারণ ক্রেতা নেই। এক্ষেত্রে কাঁটাতারই কাঁটা। জেলায় ২২৭ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত তারকাঁটা বেড়ায় ঘেরা। বেআইনি অনুপ্রবেশের ঘটনাও বিরল নয়।

সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দা জিতেন বর্মনের অভিযোগ, 'ওপারে জমির ফসল বড় হলেই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা তাদের গবাদিপশুগুলিকে ছেড়ে দেয় আমাদের জমির মধ্যে। জমির ফসল নষ্ট করায় প্রচুর অর্থ ক্ষতি হচ্ছে। তারপর বিএসএফ সময়মতো গেট খুলছে না এখন।' হাসিনা সরকারের পতনের পরবর্তী সময় থেকে এপারের সীমান্তবাসীদের ওপারে নিজেদের কৃষিকাজে প্রতিদিন চরম সমস্যার শিকার হতে হচ্ছে।

হেমতাবাদ এর চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভরতপুর গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মী বর্মন, অনন্ত বর্মন, আক্তার আলি, সাবিনা খাতুন, মিজানুর রহমানদের অভিযোগ, 'ওপারের জমির আবাদি ফসল

> ওপারে জমির ফসল বড় হলেই বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা তাদের গবাদিপশুগুলিকে ছেড়ে দেয় আমাদের জমির মধ্যে। জমির ফসল নষ্ট করায় প্রচুর অর্থ ক্ষতি হচ্ছে। তারপর বিএসএফ সময়মতো গেট খুলছে না এখন।
>
> **জিতেন বর্মন,** বাসিন্দা

বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা রাতে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। একাধিক জায়গায় আলুখেতের আলু তুলে নিয়ে গিয়েছে। কোথাও রকমারি শাকসবজি লুট করে নিয়ে গিয়েছে।' রায়গঞ্জ থানার বিন্দোলের আগাবহর, সনগাঁও, মালদোখণ্ড সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা বাংলাদেশি দুষ্কৃতী ও বিজিবির অত্যাচারে রীতিমতো অতিষ্ঠ।

সম্প্রতি ওই সমস্ত সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দারা ডেপুটেশন দেন বিএসএফের আধিকারিককে। তাদের সাফ জবাব, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক সহ জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকের শরণাপন্ন হয়েছি। কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে ও বিজিবির নির্যাতনে সকলেই রীতিমতো তিতিবিরক্ত। বিএসএফের এক আধিকারিকের দাবি, বাংলাদেশি দুষ্কৃতী আর বিজিবির অত্যাচারে রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দারা। আমরা চাই বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরাও ব্যবস্থা নিক।

জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ

কুমারগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : কুমারগঞ্জের জিগাকুড়িতে জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে গেল দুই পরিবার। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিবাদে জড়িয়ে যায় পরিতোষ সরকার ও পার্থ মহন্ত। দুপক্ষই কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

পরিতোষ সরকারের পনেরো কাঠা জমিতে টমেটো ও শিমের গাছ লাগানো ছিল। অভিযোগ, সোমবার কেউ বা কারা সেই গাছগুলি উপড়ে ফেলে। মঙ্গলবার দুপুরে পার্থ মহন্ত, উদয় মহন্ত এবং জয়ন্ত মহন্ত ওই জমিতে বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেটা দেখে পরিতোষ সরকারের স্ত্রী চন্দনা সরকার ও তার দুই মেয়ে প্রতিবাদ করলে পার্থ মহন্তরা তাদের ওপর চড়াও হয়। লোহার রড দিয়ে তাদের মারধর করে। স্থানীয়রা চন্দনা সরকার ও তাঁর দুই মেয়েকে উদ্ধার করে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরিতোষ সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অন্যদিকে, পার্থ মহন্তের পালটা দাবি, সোমবার জমি পরিমাপ করে লাঠি পুঁতে চিহ্নিত করেছিলেন। মঙ্গলবার দেখেন সেই লাঠি তুলে ফেলা হয়েছে। সেখানে সিমেন্টের পোল বসাতে গেলে পরিতোষ সরকারের পরিবারের সদস্যরা তাকে এবং তার শাশুড়ি বুলবুলি সরকারকে মারধর করে বলে অভিযোগ।

বাদাম নিয়ে ব্যস্ত। বুধবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

পাওনা টাকা নিয়ে ঝামেলা

কুমারগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : কুমারগঞ্জের সাহাবাজপুরে পাওনা টাকা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে গেল দু'পক্ষ।

রবিবার সন্ধ্যায় মঞ্জুরুল মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী মোহনা থেকে সাহাবাজপুর যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় রবিউল সরকার তাঁর পাওনা টাকা চাইতে গেলে দু'পক্ষ কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে যায়। মঞ্জুরুল মণ্ডলের পালটা অভিযোগ, কোনও কারণ ছাড়াই রবিউল তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে গালিগালাজ ও মারধর করেন। ঘটনার পরপরই মঞ্জুরুল মণ্ডল কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মঙ্গলবার রবিউলের বাবা এনতাজুল পালটা অভিযোগ করেন। কুমারগঞ্জ থানা তদন্ত শুরু করেছে।

বন্ধ পুকুর ভরাট

পুরাতন মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি : মালদার হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী পঞ্চায়েতের আনন্দনগরে পুকুর ভরাট রুখল প্রশাসন। মাটি মাফিয়ারা প্রায় তিন বিঘার একটি পুকুরের একাংশ ভরাট করে ফেলে। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ গেলে মঙ্গলবার বিকেলে ব্লক সমষ্টি ভূমি সংস্কার কর্তা তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর স্বপন তরফদার অভিযান চালিয়ে পুকুর ভরাট বন্ধ করে দেন। একই দিনে আইসি শোভন কর্মকারের উপস্থিতিতে পুকুরটি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তথা ভূমি কর্তা স্বপন তরফদার জানান, 'প্রায় তিন বিঘা একটি পুকুর অবৈধভাবে ভরাট করা হচ্ছিল। আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভরাট বন্ধ করি। পুকুরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যারা ভরাট করছিল তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করব।'

বাড়িতে হামলা

পতিরাম, ১২ ফেব্রুয়ারি : এক দম্পতির ওপর বর্বরোচিত হামলার অভিযোগে তপ্ত বোল্লার বড়া।

অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মণ পাল নামে ব্যক্তি বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছিলেন, তখন আচমকা অভিরাম পাল নামে এক ব্যক্তি বাড়ি ঢুকে তাঁর ওপর চড়াও হয়। লক্ষ্মণ পালের স্ত্রী তাঁকে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়। স্থানীয়রা লক্ষ্মণ পালকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, পুরানো বিবাদের জেরে এই হামলা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ আটক

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার গভীর রাতে বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী কুশিদা এলাকা থেকে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ছটি গুলি। ধৃত ব্যক্তিরা হল এহসান আলি (১৯), গৌরব দাস (১৮), এবং নাজিরুল (২৫)। প্রত্যেকের বাড়ি বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী বড়ই পঞ্চায়েতের চয়নপুর এলাকায়।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী কুশিদাহাট এলাকায় ধৃতদের তিনজনকে একটি বাইকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সেসময় পুলিশের একটি অ্যান্টি ক্রাইম রেইড এর দল ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিল। এমন সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর উত্তম মণ্ডলের নেতৃত্বে পুলিশের ওই দল সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এরপরই তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ছয় রাউন্ড গুলি। কীভাবে এই আগ্নেয়াস্ত্র ওই ব্যক্তিদের কাছে এল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তাদের গ্রেপ্তার করে আজ চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, এলাকায় বড়সড়ো অপরাধ সংঘটিত করার উদ্দেশ্য ছিল হয়তো ওই ব্যক্তিদের। বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে লাগাতার অপরাধমূলক কাজকর্ম ঘটে চলেছে।

ছাই ঠাকুরঘর

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রদীপের আগুনে ছাই হয়ে গেল ঠাকুরঘর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটের হোসেনপুর সন্ন্যাস কলোনিতে। সরু রাস্তার কারণে বাড়ি অবধি ঢুকতেই পারেনি দমকলের ইঞ্জিন। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান।

স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। বাড়ির মালিক রঞ্জিতকুমার ঘোষের স্ত্রী মিলি ঘোষ এদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার পর ঘরে বসে টিভি দেখছিলেন। সেই সময় বাইরে আগুন জ্বলতে দেখেন। বাড়ি ইটের হলেও ঠাকুরঘর ছিল টিন ও বেড়ার। যার ফলে দ্রুত আগুন লেগে যায়।

দীপান্বিতা ও রুবেলের পদক প্রাপ্তির আশা

মোথাবাড়ি ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : পরপর দুইবার অংশ নিলেও কোনও পুরস্কার জোটেনি। কিন্তু এবারেও রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণে সুযোগ পেয়েছে দীপান্বিতা দাস। মোথাবাড়ি দামোদরটোলা প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী। এবারে সে কোনও পদক নিয়ে আসবে বলে আশাবাদী সকলেই। এছাড়াও হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মিলনগড়ের কোচপুকুর থেকে দৌড় প্রতিযোগিতায় জেলায় সেরা হয়ে অংশগ্রহণ করতে চলেছে রুবেল হোসেন।

শুধু দীপান্বিতা , রুবেল নয়, জেলা থেকে মোট ৩৪ জন রাজ্য শিশুক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১মার্চ রাজ্য শিশুক্রীড়া উৎসব হবে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি স্টেডিয়ামের মাঠে।

মোথাবাড়ির বাসিন্দা মনোজকুমার মণ্ডলের বড় মেয়ে দীপান্বিতা স্থানীয় একটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। মনোজবাবু একটি একটি কিন্ডারগার্টেন চালানোর পাশাপাশি যোগাসনের প্রশিক্ষক। মনোজবাবুর কথায়,'ছোট থেকেই মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। এর আগেও ও দু'বার রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু কোনও পুরস্কার পায়নি। এবারে দীপান্বিতা কোনও পদক পাবে বলে আমরা আশাবাদী।'

জেলার পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি ডিআই মলয় মণ্ডল। দীপান্বিতার বিষয়েও আশাবাদী ডিআই বলেন,'আমরা সবাই দীপান্বিতার দিকে তাকিয়ে আছি। আশা করছি

রাজ্য ক্রীড়ায় মালদার ৩৪ জন

ও একটা পদক এনে দিতে পারবে।'

রুবেল হরিশ্চন্দ্রপুরের কোরিয়ালি সার্কেলের মিলনগড় প্রাথমিক বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ রফিকুল আলম বলেন, 'রুবেল প্রথম থেকেই বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে পারদর্শিতা দেখিয়েছে। দৌড় ছাড়াও অন্য খেলাতেও সমান দক্ষতা দেখিয়েছে সে। আমরা আশাবাদী ও রাজ্যতেও নজরকাড়া ফল করবে।'

অপরদিকে, রুবেলের বাবা মিরাজুল হক পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। ছেলের সাফল্যে তিনি খুব খুশি। মিরাজুল বলেন, 'ছেলেকে তেমন কোনও সুযোগসুবিধা দিতে পারিনি। দারিদ্র্যের সংসার। তার মধ্যেই ছেলে খুব ভালো ফল করেছে।'

সার্কেল থেকে প্রাথমিকের এক পড়ুয়া রাজ্যে প্রতিনিধিত্ব করবে। এই খবরে খুশি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মণিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা চাই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এভাবেই পড়ুয়ারা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করে সামনে উঠে আসুক।'

মালদা জেলা শিশুক্রীড়া কমিটির সভাপতি বাসন্তী বর্মন জানান, 'জেলার ১৪৬টি অঞ্চল,৩১টি সার্কেল ও ৭টি জোনের সেরা প্রতিযোগীরা খেলায় অংশগ্রহণ করে। সাতটি জোনের মধ্যে কালিয়াচক ও রতুয়ার পারফরম্যান্স খুব ভালো। আশা করি এই শিশুরা রাজ্য ক্রীড়ায় মালদার মান রাখবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা : মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য "মালদা ডিভিসনে মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করার জন্য" সিঙ্গল স্টেজ দুই প্যাকেট পদ্ধতিতে খাবার এবং ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **ক্র. নং, ইউনিট নং, বিড নোটিস নং, স্টেশন ও ক্যাটেগরি, যাদের জন্য সংরক্ষিত, স্থান, ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/আরপি বছরপ্রতি, বায়না অর্থ এবং টেন্ডার ফর্মের মূল্য নিম্নরূপ :** (১) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০১, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০১, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ৪/৫-এ পুরোনো ফুট ওভার ব্রিজের নিকটে মালদা টাউন প্রান্তের দিকে ৫০ মিটার দূরত্বে, ৪,০৭,৮২২ টাকা, ৪৯,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (২) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০২, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০২, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ এফওবি-র নিকটে জামালপুর প্রান্তে ১০০ মিটার দূরত্বে, ৪,২৪,৯০৪ টাকা, ৫১,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৩) বিজিপি-টিইএ-জিএমইউ-এ১-০৫, সি.২৮-বিজিপি-জিএমইউ-এ১-০৫, বিজিপি-এ১, জিএমইউ, পিএফ নং ৬-এ এফওবি-র নিকটে জামালপুর প্রান্তে ১০০ মিটার দূরত্বে, ৩,৪৩,৮৫১ টাকা, ৪১,৫০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৪) এমএলডিটি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০১, সি.২৮-এমএলডিটি-জিএমইউ-এ-০১, এমএলডিটি-এ, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ৪/৫-এ কল. ১৫ এবং এফওবি-র মাঝখানে নিউ জলপাইগুড়ি প্রান্তে, ৯,৫৩,৩৩৩ টাকা, ১,১৪,৫০০ টাকা, ৫,৯০০ টাকা। (৫) এমএলডিটি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০২, সি.২৮-এমএলডিটি-জিএমইউ-এ-০২, এমএলডিটি-এ, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ৬/৭-এ কল. নং ১৫ এবং এফওবি-র মাঝখানে নিউ জলপাইগুড়ি প্রান্তে, ৩,৩৯,১৪১ টাকা, ৪১,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৬) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০১, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০১, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ পিএফ শেডের তলায় কিউল প্রান্তের দিকে, ৩,২৯,৭২০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। (৭) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০২, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০২, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ১-এ সিটিআই অফিসের পাশে, ৩,৭৭,৬৪৪ টাকা, ৪৫,৫০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৮) জেএমপি-টিইএ-জিএমইউ-এ-০৩, সি.২৮-জেএমপি-জিএমইউ-এ-০৩, জেএমপি-এ, জিএমইউ, পিএফ নং ১-এ রিটায়ারিং রুম ও ডরমিটরির প্রবেশ মুখে, ৪,৬৬,২০৭ টাকা, ৫৬,০০০ টাকা, ৩,৫৪০ টাকা। (৯) বিএইচডব্লু-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১, সি.২৮-বিএইচডব্লু-জিএমইউ-বি-০১, বিএইচডব্লু-বি, জিএমইউ, পিএফ নং ২/৩-এ দুটি পিএফ শেডের মাঝখানে মালদা টাউন প্রান্তের দিকে, ২,৭৩,১৯৭ টাকা, ৩৩,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। (১০) এসজিজি-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১, সি.২৮-এসজিজি-জিএমইউ-বি-০১, এসজিজি-বি, জিএমইউ/মহিলা, পিএফ নং ১-এ ভাগলপুর প্রান্তের দিকে জলের ভেন্ডিং মেশিনের কাছে, ৩,২৯,৭২০ টাকা, ৪০,০০০ টাকা, ২,৩৬০ টাকা। **১. দরপ্রস্তাব নথিসমূহ :** আইআরইপিএস পোর্টাল, www.ireps.gov.in-এ টেন্ডারের দরপ্রস্তাব নথিসমূহ পাওয়া যাবে এবং সেটি দরপ্রস্তাব দাখিল করার জন্য ডাউনলোড করা/দেখা যাবে। এনআইটিতে ও টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত টেন্ডার নথির মূল্য এই আইআরইপিএস পোর্টালে অনলাইনে প্রদান করতে হবে : www.ireps.gov.in **২. দরপ্রস্তাব নথি দাখিল :** আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-এ অনলাইনে দরপ্রস্তাব টেন্ডার নথির মূল্যের ই-পেমেন্ট রসিদ সমেত, দাখিল করা যাবে যা করতে ব্যর্থ হলে প্রস্তাবটি সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। **৩. বায়না অর্থ :** এই সংক্রান্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির সামনের অংশে যেরূপ উল্লিখিত আছে সেই রূপ বায়না অর্থ প্রদান করতে হবে। আইআরইপিএস পোর্টাল, www.ireps.gov.in-এ অনলাইনে টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা করতে হবে। **৪. দরপ্রস্তাব গ্রহণ :** প্রত্যেক দরপ্রস্তাব বিজ্ঞপ্তির সম্মুখভাগে উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের মধ্যে দরপ্রস্তাবদাতা অনলাইনে আইআরইপিএস পোর্টাল, www.ireps.gov.in-এ দরপ্রস্তাব দাখিল করবেন। দরপ্রস্তাব ওই একই দিনে আইআরইপিএস পোর্টালে বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। ৫. রেলওয়ে কর্তৃক কোনো কারণ না দর্শিয়ে কোনো বা সকল দরপ্রস্তাব গ্রহণ/বাতিলের অধিকার সংরক্ষিত। ৬. দরপ্রস্তাব নথিতে প্রদত্ত মূল্যায়ন শর্তাবলির ভিত্তিতে যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণকারী দরপ্রস্তাবদাতার প্রস্তাব যাচাই করা হবে। ৭. এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব প্রদান অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **৮. যোগাযোগের ঠিকানা:** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কার্যালয়, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২ জেলা-মালদা (পশ্চিমবঙ্গ)।

MLD-217/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এই খেয়া আর... বাইব কত। বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

বাড়ি ফাঁকা থাকার সময় গলায় ফাঁস

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল মঙ্গলপুর এলাকায়। মৃতের নাম বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৮২)। বাড়ি বালুরঘাট পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধ গতকাল বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন। বিষয়টি পরিবারের নজরে আসতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। পুরো ঘটনা খুঁজে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

ছেলে বিমান মণ্ডল বলেন, 'কী কারণে বাবা আত্মহত্যা করল, তা নিয়ে আমরা ধন্দে রয়েছি।'

বেহাল আইটিআই, শিক্ষকরাই সাফাইকর্মী

দীপঙ্কর মিত্র

পুরু ধুলোর আস্তরণ ক্লাসরুমে। বুধবার ইটাহারে। - সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : সামান্য বেতনের চাকরি। সেটা বাঁচাতেই মরিয়া চেষ্টা। স্টাফরুম থেকে শুরু করে ক্লাসরুম সবটাই পরিষ্কার করা হয়। সাফাইকর্মী নেই। নেই চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, করণিকও। ক্লাস নেওয়া থেকে শুরু করে ক্যাম্পাস পরিষ্কার যাবতীয় দায়িত্ব সামলাতে হয় ৫ জন শিক্ষককেই। ফলে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে অফিস থেকে শ্রেণিকক্ষ ও ওয়ার্কশপগুলি। ক্রমশ পড়ুয়া সংখ্যা কমছে দুর্গাপুর রাজবাড়ি সংলগ্ন ইটাহার গভর্নমেন্ট আইটিআইয়ে।

চারটি বিভাগের ওয়ার্কশপ। পাকা মেঝেতে ছড়িয়ে এক ইঞ্চি পুরু আবর্জনার আস্তরণ। ক্লাসরুমগুলি বেহাল। শৌচাগারগুলিও ব্যবহার অযোগ্য। কোনওরকমে শিক্ষকরা পরিচ্ছন্ন রাখেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাকি অন্য কিছু, বোঝা দায়।

বুধবার ওয়ার্কশপে গিয়ে দেখা গেল ছাত্ররা কাজ করছেন। পাশের ঘরে প্র্যাকটিকাল ক্লাস নিচ্ছেন এক শিক্ষক। চারদিক জঞ্জালে ভরা। পড়ুয়াদের অভিযোগ, ক্লাসঘর পরিষ্কারের জন্য কোনও সাফাইকর্মী নেই। মাঝেমধ্যে শিক্ষকরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন।

ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিক, ফিডার ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য অধ্যক্ষ সহ ছ'জন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক রয়েছেন। একটি বেসরকারি ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে ২০১৬ সাল থেকে এই আইটিআই চলছে। শিক্ষকরা সামান্য বেতন পান। তারপর আবার অনিশ্চয়তা। সবরকম কাজ করতে হয়। কোনও ক্লার্ক বা সাফাইকর্মী নিয়োগ করা হয়নি। শিক্ষকদের আক্ষেপ, '২০১৬ সালে ৭ হাজার টাকা বেতন ছিল। ২০২৫ সালেও একই বেতনে কাজ করতে হচ্ছে।'

এই মুহূর্তে মোট চারটি বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫৩ জন। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, আইটিআইয়ের পাশাপাশি অন্য কলেজে ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করেন। ফলে সপ্তাহে সবদিন পড়ুয়ারা আইটিআইতে ক্লাস করতে আসেন না। চলতি শিক্ষাবর্ষে চারটি বিভাগে ১০৭ জন ভর্তি হয়েছেন। দ্বিতীয় বর্ষে রয়েছেন ৪৬ জন। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাজর্ষী দত্ত এবিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি। পড়ুয়া সুখেন দাসের বক্তব্য, 'এই প্রতিষ্ঠান থেকে রেল সহ অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি হয়েছে।' আরেক পড়ুয়া মিতা রায়ের কথায়, 'একটা চাকরি পাওয়ার আশায় আইটিআইতে পড়াশোনা করছি।' মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির আশ্বাস, 'আইটিআইগুলির নিজস্ব পরিকাঠামো আছে। তাদের সাফাইকর্মী থেকে করণিক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী থাকা উচিত। কেন নেই খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

জলে ডুবে মৃত্যু কিশোরের

কুমারগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। মৃতের নাম রায়হান মণ্ডল (১৫)। বাড়ি কুমারগঞ্জ থানার সমজিয়া পঞ্চায়েতের সুবর্ণশহিদ গ্রামে। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ এই ঘটনা দেখার পর স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে ওই কিশোরকে উদ্ধার করে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক এই কিশোরকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, 'এই কিশোরের মৃগীরোগ ছিল। পুকুরে স্নান করতে নামার পর সম্ভবত হঠাৎ করে সে এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং পুকুরের জলে ডুবে যায়।'

২৫ দিন নিখোঁজ ছাত্রীকে উদ্ধার

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : ২৫ দিন আগে স্কুলে থেকে ফেরার সময় আর বাড়ি ফিরে আসেনি দশম শ্রেণির ছাত্রী। রহস্যজনকভাবে ওই নাবালিকা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করেন। কোথাও সন্ধান না পাওয়ায় কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ ২৫ দিনের মাথায় মঙ্গলবার কুমারগঞ্জের প্রত্যন্ত জায়গা থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে।

মেয়ে উদ্ধার হওয়ায় সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামের ওই পরিবারের সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কুমারগঞ্জ থানার আইসি সমীর তামাং বুধবার বলেন, 'আপাতত এই ছাত্রীকে মালদা হোমে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেছে।'

পতিরাম, কুমারগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় স্কুলে বা টিউশন যাওয়ার পথে রহস্যজনকভাবে নাবালিকা ছাত্রীরা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় অভিভাবকদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে এই সমস্ত ঘটনার মূলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোবাইল, আর বিভিন্ন অ্যাপ অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি মোবাইলের মাধ্যমে নাবালিকাদের সঙ্গে প্রতারণা করে কিছু দালাল তাদের ভিনজেলা তথা ভিনরাজ্যে নিয়ে চলে যাচ্ছে বলেও তদন্তে উঠে আসছে। এজন্য পুলিশ, প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে আরও শিবির করে সচেতনতামূলক অভিযান প্রয়োজন বলে অভিভাবক বা শিক্ষাবিদদের একটা বড় অংশ মনে করছেন।

> উদ্ধার হওয়া নাবালিকার মেডিকেল টেস্টের পর বালুরঘাট সিডব্লিউসিতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে আইনি প্রক্রিয়া মেনে উদ্ধার হওয়া ছাত্রীকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
>
> **সমীর তামাং**
> **আইসি, কুমারগঞ্জ থানা**

পতিরামের ভূমিপুত্র তথা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রিপন সাহার মতে, 'বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয়গুলিতে সাইবার ক্রাইম বা এই ধরনের প্রতারণা বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির তরফে আরও বেশি করে মানুষজনকে সচেতন করতে হবে।' গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক মহসিন আলি মণ্ডলের ধারণা, 'শহরের তুলনায় গ্রামীণ এলাকার বেশিরভাগ শিক্ষার্থী সচেতনতার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে। তাই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এই ধরনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তি দরকার।'

জমি বিবাদে গ্রেপ্তার ২

পতিরাম, ১২ ফেব্রুয়ারি : ঠাকুরপুরায় জমি বিবাদে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত দুইজনকে গ্রেপ্তার করল পতিরাম থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম পায়েল মণ্ডল ও ডলি মণ্ডল। মঙ্গলবার, অভিযুক্তদের বালুরঘাট জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যদেরও শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এক সপ্তাহ আগে ঠাকুরপুরা এলাকায় নিজের জমির উপর দিয়ে অন্যের ট্র্যাক্টর নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদের জেরে আক্রান্ত হয়েছিলেন অলোকা রায় বর্মন এবং তাঁর স্বামী রণেন বর্মন। সেই ঘটনার তদন্তে নেমেই পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

মিড-ডে মিলের রান্নাঘর ধসে যেতে পারে পুকুরে

ঘর বাঁচাতে চরম দুশ্চিন্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। বুধবার তপনে। - বিপ্লব হালদার

তপন, ১২ ফেব্রুয়ারি : পুকুরের মধ্যে যেতে বসেছে মিড-ডে মিলের ঘর। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আবেদন জানিয়েও হয়নি কোনও কাজ। ফলে মিড-ডে মিলের ঘর বাঁচানো নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

তপন ব্লকের দাঁড়ালহাট উচ্চবিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৭৯৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কিছু বছর আগেই গড়ে তোলা হয়েছে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খাবারের জন্য ঘর। সেই ঘরের পাশেই রয়েছে পুকুর। প্রতি বছর বর্ষার সময় পুকুরপাড় ভাঙতে ভাঙতে মিড-ডে মিল খাবারের ঘরের পাশে এসে ঠেকেছে। ফলে ঘরের অধিকাংশ দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। মেঝেতে ধস নামায় পুকুরে ঝুঁকে গিয়েছে ঘরের একাংশ। বিপজ্জনক এই ঘর যে কোনওদিন জলের মধ্যে চলে যেতে পারে। চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

দাঁড়ালহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রথীরঞ্জন নাথ বলেন, 'পুকুরপাড় মেরামতির জন্য বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করেছি। বর্ষার আগে পুকুরপাড় মেরামতি খুবই জরুরি। না হলে ঘর ভেঙে পড়বে পুকুরে।'

তপন ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষের আশ্বাস, 'খুব তাড়াতাড়ি পুকুরপাড় মেরামত করা হবে।'

মৎস্যজীবীদের লাইফজ্যাকেট

বৈষ্ণবনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবরের জেরে লাইফজ্যাকেট পেল মৎস্যজীবীরা। কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের ১০ জন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের লাইফজ্যাকেট তুলে দেন ব্লক প্রশাসন।

সংগঠনের মালদা জেলা শাখার সহ সভাপতি মহম্মদ ইউনূস আলি বলেন, 'আমরা শুধু লাইফজ্যাকেট পেয়েছি। মালদাতেও ফাইবার বোট ও লাইফ বয়ার দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

১৫ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম দাবি নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়। আর্থিক সংকটের কারণে বড় নৌকা ও আধুনিক সরঞ্জামের বদলে করোগেট টিনের তৈরি ১০ ফুটের ছোট ডিঙি নিয়ে উত্তাল গঙ্গায় যেতে হয় কালিয়াচক ব্লকের বহু মৎস্যজীবীদের। যার জন্য হামেশাই নৌকাডুবি ঘটে।

দশ হাতের কালীপুজো

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিসপুরে শুরু হল ঝুপশি কালীমাতার পুজো। সাড়ে দশ হাত মায়ের পুজোকে কেন্দ্র করে আজ থেকে বসেছে বিরাট মেলা। আগামী এক সপ্তাহ এই মেলা চলবে। মায়ের কোনও মন্দির না থাকায় অস্থায়ী মণ্ডপ করে পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজো ও মেলাকে ঘিরে দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন। এই মেলাকে ঘিরে কয়েকদিন উৎসবের চেহেরা নেয় চিঙ্গিশপুরে।

অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষিকার পরিবারকে সাহায্য

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

সরকারি সাহায্য তুলে দিচ্ছেন বিডিও সম্বল ঝা। - সংবাদচিত্র

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত খবরের জেরে অঙ্গনওয়াড়ি শিক্ষিকার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এমন নির্দেশ আসতেই বালুরঘাট ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা ছুটে যান চিঙ্গিশপুর পঞ্চায়েতের দহঘাট দুর্গাপুর এলাকায় মৃত শিক্ষিকা কৃষ্ণা শীলের বাড়িতে। পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফ থেকে আজ মৃতার পরিবারের হাতে দু'লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে শিক্ষিকার ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করার আশ্বাস প্রশাসনের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে শিক্ষিকার পরিবার।

মৃতার ছেলে সুদর্শন শীল বলেন, 'আজ প্রশাসনের তরফ থেকে দু'লক্ষ টাকা ব্যাংক মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের পাশে থাকার সবরকম আশ্বাস দিয়েছেন ব্লক প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এতে কিছুটা হলেও ভরসাও পাচ্ছি।'

বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি তাঁদের পাশে রয়েছে। পাশাপাশি ছেলের চাকরির জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

বালুরঘাট ব্লকের বিডিও সম্বল ঝা বলেন, 'সরকারি সহযোগিতার জন্য ওই শিক্ষিকার পরিবারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথি আমরা নিয়েছি। তাঁদের পাশে ব্লক প্রশাসন সব সময় রয়েছে।'

শুক্রবার চিঙ্গিশপুর পঞ্চায়েত ডাঙাপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না করার সময় অগ্নিদগ্ধ হন শিক্ষিকা কৃষ্ণা শীল। ওই দিন রাতেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এদিকে ওই শিক্ষিকার মৃত্যুর পরেই পরিবার ও সারা বাংলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সমিতির তরফ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছিল এই মৃত্যুর দায় প্রশাসনকে নিতে হবে।

প্রকৃতি শিবির

কুশমণ্ডি, ১২ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে মঙ্গলবার কচড়া, খাগাইল টঙ্কনাথ সরকার, নাহিট হাইস্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স ও কুশমণ্ডি প্রাইমারি স্কুলের ৯০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে কালিয়াগঞ্জের ধামজা ফরেস্টে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির হয়। মঞ্চের সম্পাদক আশিস দাস ছাড়াও গাইড হিসেবে ছিলেন বিজ্ঞানকর্মী রণজিৎ নিয়োগী, অজিত পোদ্দার প্রমুখ।

মুরগি বিলি

রতুয়া, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিভিন্ন গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বনির্ভর করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্ত দপ্তরের উদ্যোগে মুরগির ছানা বিতরণ করা হল। বুধবার রতুয়া ১ ব্লক চত্বরে চারটি গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে একহাজার মুরগির ছানা বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রতুয়া ১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো, জয়েন্ট বিডিও সমর মুর্মু, রতুয়া ১ ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের আধিকারিক ডঃ দীপক দে ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্ত দপ্তরের সুপারভাইজার অনুপম সাহা প্রমুখ।

নারীশক্তি কমিটি গঠন

গঙ্গারামপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে গঠিত হল নারীশক্তি যোগা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। রাজ্য কমিটির নির্দেশ মতো এই জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। এদিনের কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির চেয়ারপার্সন পঙ্কজ ভগত, যুগ্ম সম্পাদক চন্দ্রা মল্লিক ও বনানী দে, ডঃ অভিজিৎ সরকার, ডাঃ সুদীপ্ত তরফদার, জেলা কমিটির সম্পাদিকা মৌসুমী পুতাতুণ্ড, বিদ্যাভারতীর যোগ প্রশিক্ষক তরুণ সরকার প্রমুখ।

বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কর্মশালা

কুমারগঞ্জে চলছে বাল্যবিবাহমুক্ত কর্মশালা। - বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : ২০২৫ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহমুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার লক্ষ্যে কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েত ভবনে একদিনের গ্রামভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ও ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা, পঞ্চায়েত সদস্য, স্বনির্ভর মহিলা সংঘের নেত্রী, কিশোরী মেয়েরা, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, আইসিডিএস কর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

কর্মশালায় আলোচিত হয় কীভাবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা যায় এবং কীভাবে এটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিটি গ্রাম সংসদে সচেতনতা প্রচার শুরু হবে। প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের এই প্রচার কার্যক্রমে যুক্ত করা হবে, যাতে সমাজে একটি শক্তিশালী বার্তা পৌঁছায়। পাশাপাশি শিশুশ্রম বন্ধ, শিশু পাচার প্রতিরোধ, যৌন নির্যাতন বন্ধ এবং শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক প্রচার ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সভায় মধ্যরামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক তথা শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমান জানান, 'এই কর্মসূচি সফল করতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। কর্মশালার শেষে উপস্থিত সকলেই বাল্যবিবাহ বন্ধের শপথ গ্রহণ করেন এবং একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।'

জল সংযোগে বৈঠক

কুমারগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : কুমারগঞ্জ ব্লকের প্রায় ৪৪ হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শুরু হয়েছে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ। গত কয়েকমাস ধরে জল জীবন মিশন প্রকল্পে মাটি খুঁড়ে পাইপ পাতার কাজ চলছে জোরকদমে। এই কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হল কুমারগঞ্জ ব্লকের কনফারেন্স হলে।

কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাসের উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের জল জীবন মিশনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেক্রেটারি, নির্মাণ সহায়ক, জল জীবন মিশনের আধিকারিক সহ ব্লকের অন্যকর্মীরা। এদিনের বৈঠকে কাজের অগ্রগতি এবং আগামীদিনের কাজের গতিপ্রকৃতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

শোভাযাত্রায় পাপিয়া

কুমারগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জ ধাদলপাড়ায় সোমবার থেকে শুরু হয়েছে রামেশ্বরের পুজো। মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে শুরু হওয়া এই উৎসব চারদিন ধরে চলবে। বুধবার উদয়াস্ত মহাযজ্ঞ চলবে।

গোপালগঞ্জ আত্রেয়ী ঘাট থেকে আত্রেয়ী নদীর জল নিয়ে আসার মাধ্যমে পুজোর সূচনা হয়। শোভাযাত্রায় অংশ নেন কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় সহ আরও অনেকে। উপস্থিত ছিলেন টলিউড অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী ও বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী বিপাশা দে।

নেইয়ের পাহাড় ডিঙিয়ে সফল রবির উড়ান

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

মেডেল জয়ী রবি। এই চালাটাই ওর শুরু ঠিকানা (ডানে)। বুধবার পতিরামে তোলা সংবাদচিত্র।

পতিরাম, ১২ ফেব্রুয়ারি : বছরখানেক আগে মা মারা গিয়েছেন। বাবা বাধ্য হয়ে ত্রিপল ঘেরা ফাঁকা ঘরে তিন ছেলেকে রেখে উত্তরপ্রদেশে যান। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে। অনিশ্চিত জীবন। প্রশাসনের সহযোগিতায় আট মাস আগে আশ্রয় পায় বালুরঘাটের একটি সরকারি হোমে। এবার আট বছরের সেই শিশুই জেলাস্তরের প্রাথমিক স্পোর্টসে জিমনাস্টিক্সে প্রথম হয়ে রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পেল।

কুমারগঞ্জের বড়ম ভুঁইয়াপাড়ার আট বছরের শিশু রবি ভুঁইয়া। এক সময় ত্রিপল ঘেরা ঘরে দুই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দিন কাটাত। সেখান থেকে তার এই উত্থান। বছরখানেক আগে এক অগ্নিকাণ্ডে তাদের মা মারা যান। পুড়ে যায় বাড়ির সবকিছু। বাবা বাধ্য হয়ে তিন ছেলেকে ত্রিপল দিয়ে ঘেরা ফাঁকা ঘরে রেখে উত্তরপ্রদেশে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চলে যান। তিন ভাই শুধুমাত্র গ্রামের স্কুলের মিড-ডে মিলের ভরসায় বেঁচে ছিল। এরপর উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাত ধরে এই ঘটনা প্রকাশ করলে প্রশাসন সক্রিয় হয়। জেলা শাসক থেকে বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সকলে উদ্যোগ নেন। তিন ভাইকে সরকারি হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। দুই জন যায় বালুরঘাটে, আর সবচেয়ে ছোট দুই বছরের ভাইয়ের ঠাঁই হয় তিওরের হোমে।

নতুন জীবনে রবির প্রতিভার বিকাশ ঘটে। বালুরঘাট হোমে থাকার সময় শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভালোবাসা ও যত্নে বেড়ে ওঠে সে। জিমনাস্টিক্স নাচের প্রতি তার আগ্রহ তৈরি হয়। শিক্ষক শুভঙ্কর সাহেব রায়ের প্রশিক্ষণে সে দক্ষ হয়ে ওঠে। একের পর এক প্রতিযোগিতার ধাপ পেরিয়ে এবার জেলা পর্যায়ে জয় ছিনিয়ে নিয়ে রাজ্যস্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে সে।

তার এই সাফল্যে খুশি তার পুরোনো গ্রামের স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে গ্রামবাসী, প্রশাসনের কর্মকর্তারা ও হোমের কর্তৃপক্ষ। রবির গল্প প্রমাণ করে যে, সঠিক পরিচর্যা ও সুযোগ পেলে প্রতিকূলতা কাটিয়ে শিশুরা ভবিষ্যতে বড় কিছু করতে পারে।

রবির উচ্ছ্বাস, 'আমরা হোমে খুব ভালো আছি। শিক্ষক ও দাদা-দিদিরা আমাদের ভালোবাসে। ওখানেই আমি জিমনাস্টিক্স শিখেছি।' কঠিন বাস্তবতার মধ্যে থেকেও অদম্য ইচ্ছাশক্তি, সুযোগ ও সঠিক দিক নির্দেশনা যে একটি শিশুর জীবন বদলে দিতে পারে, রবি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বেআইনি ভুটভুটি, টোটোতে সমস্যা

কুমারগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : পতিরাম ও কুমারগঞ্জে মাত্রাতিরিক্ত মালবাহী টোটো ও নম্বরবিহীন ভুটভুটির দাপট দিন দিন বেড়েই চলেছে। অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারির অভাব এর কারণ। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহু টোটোতে মালের বস্তা তোলা হয় কখনও ১৫ কেজি, কখনও ২০ কেজি। ফলে পিকআপ ভ্যানের চাহিদা কমে যাচ্ছে। এই সব টোটো রাস্তার দুই পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় যান চলাচলেও অসুবিধা হচ্ছে। ভুটভুটির আকার এমনই যে সন্ধ্যার পর দূর থেকে সেগুলিকে দেখলে সাধারণ মোটর সাইকেলের মতো মনে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পথচারী ও অন্যান্য গাড়ি চালকের বুঝতে ভুল হয়। কয়েক বছর আগে পতিরামে এমনই এক দুর্ঘটনায় দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছিল।

টোটোচালকদের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাবও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। অধিকাংশ চালক ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন নন। যেখানে-সেখানে, যখন-তখন দাড়িয়ে পড়ে। কুমারগঞ্জের বাসিন্দা আসরাফ মণ্ডল ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'টোটো চলুক, কিন্তু কিছু নিয়ম তো মানতে হবে! নম্বরহীন টোটো কমাতে হবে। জানতে হবে ট্রাফিক নিয়ম। প্রশাসন চুপ করে থাকলে বিপদ বাড়বে।'

৭৫-এর প্রস্তুতি

বুনিয়াদপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : বংশীহারী উচ্চবিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রাক্তনী, বিদ্যালয়ের কমিটি ও শিক্ষকদের নিয়ে প্রথম বৈঠক হল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। আগামী ২০২৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি হবে। এদিন বৈঠকে ৩১০ জনকে নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত ঘোষ, পরিচালন কমিটির মেম্বার মানিক মণ্ডল প্রমুখ।

আবেদন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের মানহানির মামলায় সংশোধন চেয়ে আবেদন করলেন রাজ্যপালের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী।

ত্রিবেণিতে পুণ্যস্নান

বুধবার মাঘীপূর্ণিমায় হুগলির ত্রিবেণিতে কুম্ভস্নান করলেন ৫০ হাজারের বেশি পুণ্যার্থী। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন তাঁরা। ছিলেন নাগা সন্ন্যাসীরাও।

ট্রেনে আগুন

বুধবার ভোর ৪টে ১০ মিনিট নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা আপ নৈহাটি লোকালে আগুন ধরে যায়। ওভারহেডের তার থেকে দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনে কেউ না থাকায় বড় ক্ষতি হয়নি।

প্রতুলকে দেখতে

বুধবার বাজেট পেশের পর অসুস্থ সংগীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলেন।

৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা কমাতে সুনির্দিষ্ট সদর্থক পদক্ষেপের কোনও দিশা মিলল না বুধবারের বাজেটে। বাজেটকে জনমুখী ও ভবিষ্যতের দিশারি বলে মন্তব্য করেছে বণিকসভাগুলি। যদিও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে মোটেই খুশি নন ডিএ আন্দোলনকারীরা। এদিকে, রাজ্য বাজেটের বিরোধিতায় ওয়াক-আউট করে বিধানসভার লবিতে পোস্টার হাতে সরব হলেন বিজেপি নেতারা।

বিএ কমিটির বৈঠক বয়কটে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী ■ বামেদের চোখে দিশাহীন বাজেট

বাজেট পেশের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং অমিত মিত্র। - পিটিআই

ঋণের বোঝা থাকলই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের ঘাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা কমাতে সুনির্দিষ্ট সদর্থক পদক্ষেপের কোনও দিশা মিলল না বুধবারের বাজেটে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরে এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে উলটে কেন্দ্রের ঋণ নিয়ে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন সাংবাদিকদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর পালটা প্রশ্ন, 'কেন্দ্রের ঘাড়ে কত ঋণের বোঝা তার খোঁজ রাখেন কি?'

সম্ভবত এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি বলেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্বটা তাঁর পাশে বসে থাকা মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্রের দিকে ঠেলে দিলেন। ঋণ পরিশোধে রাজ্যের কী পদক্ষেপ সেই তথ্যে না গিয়ে অমিত দাবি করলেন, 'এই মুহূর্তে কেন্দ্রের ওপর ঋণের বোঝার পরিমাণ ১ কোটি ৪১ লক্ষ ১৩১ হাজার কোটি টাকা। মাথা পিছু জিডিপিতে কেন্দ্র পিছিয়ে। সেই তুলনায় রাজ্য অনেকটাই এগিয়ে। অমিতবাবুর কথার মাঝে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে থামিয়ে বলেন, 'আমরা ৮০ হাজার কোটি টাকা করে শোধ দিচ্ছি।' যদিও এই নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে তাঁরা দু'জনেই কেন্দ্রের ওপর ঋণের বোঝার প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

বাজেট নিয়ে এদিন তাঁর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী' সহ সামাজিক প্রকল্পগুলি নিয়ে সোচ্চার হলেন বটে, তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকার পরিমাণ বাড়বে কি না সরাসরি তার উত্তরে গেলেন না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য কত অর্থ খরচ হচ্ছে সেই দাবিতেই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, 'এই মুহূর্তে রাজ্যের ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিতে সরকারের খরচ ৫০ হাজার কোটি টাকা। সর্বশেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আরও প্রায় ১৬ লক্ষ আবেদন এসেছে। খতিয়ে দেখে সেইসব আবেদনও মঞ্জুর করা হবে। এর ফলে সরকারের ওপর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু রাখতে আরও আর্থিক বোঝা সরকারকে নিতে হবে সেটাই মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন।

তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ সম্ভবত বাড়তে পারে ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে। ভোটের কথা ভেবেই এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে বলেই অর্থ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকের ধারণা। এমন আভাস দিয়েই তাঁর মন্তব্য, 'একসঙ্গে সরকার কি সব ঘোষণাই করে দেবে? ভোটটা তো আছে, দেখুন তার আগে কী হয়। তবে নিঃসন্দেহে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রাজ্য সরকারের ওপর একটা বিশাল চাপ।'

সরকারি কর্মচারীদের বাজেটে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি করা হলেও ভবিষ্যতে অবশ্য সরকার ধাপে ধাপে আরও ডিএ বাড়াবে এটা মুখ্যমন্ত্রী পরে এড়িয়ে যাননি। তাঁর কথায়, 'আপাতত ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হল। পরে আমরা ধাপে ধাপে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করব।' মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের ওপর অর্থ দপ্তরের ওই শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'আবার হয়তো সরকার কয়েক মাস পরে আরও এক কিস্তি মহার্ঘভাতা ঘোষণা করবে। এটা বিশেষ ভাবনায় আছে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের।'

কেন্দ্রের এত বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্য সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থে বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়নে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি প্রকল্পে রাজ্য তার নিজের টাকায় কীভাবে খরচ চালাচ্ছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'বাজেটে মহিলাদের জন্যই শুধু প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্র ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রাখে না। রাজ্য সরকার কথা দিলে তা রাখে। কেন্দ্র রাজ্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা দূরে থাক, উলটে বিরোধিতা করে। প্রাপ্য টাকা দেয় না।'

শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে সরকারের দেউচাপাঁচামি, প্রস্তাবিত আইটি হাব, ওএনজিসির তেল খনন, ৬টি অর্থনৈতিক করিডর সহ একাধিক প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরি হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে সরকারের আগের একাধিক বাজেট বিবৃতিতে মোট কত লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করা হলেও এদিন এবারের বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে তার কোনও উল্লেখ মেলেনি।

> **মমতা উবাচ**
>
> ■ কেন্দ্রের ঘাড়ে কত ঋণের বোঝা তার খোঁজ রাখেন কি
>
> ■ আপাতত ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানো হল। পরে আমরা ধাপে ধাপে আরও বাড়ানোর চেষ্টা করব
>
> ■ বাজেটে মহিলাদের জন্যই শুধু প্রায় ৫০ শতাংশ অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে

মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে অখুশি প্রতিবাদীরা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধিতে মোটেই খুশি নন ডিএ আন্দোলনকারীরা। কেন্দ্রের তুলনায় এখনও ৩৫ শতাংশ কম মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা। এই যুক্তিতে তীব্র ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। গত ২ বছর ১৭ দিন ধরে কেন্দ্রের সমান মহার্ঘ ভাতার দাবিতে শহিদ মিনারের পাদদেশে আন্দোলন করছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। দাবি না মেটা পর্যন্ত এই আন্দোলন থেকে তারা সরবে না বলে ঘোষণা করেছে। অচিরেই 'রাজ্যের বঞ্চনা'-র প্রতিবাদে পথে নামতে চলেছে তারা।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'বলা হচ্ছে, ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ফারাক ৩৫ শতাংশে দাঁড়াবে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কারণ কেন্দ্র খুব শীঘ্রই আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করবে। ফলে পার্থক্য সেই ৩৯ শতাংশই থাকবে।' ভাস্কর জানান, রাজ্য বাজেটে শূন্যপদ পূরণের কোনও কথা বলা হয়নি। আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়েও কিছু বলা হয়নি। এই সমস্ত ক্ষেত্রের কর্মীদের নিয়ে শীঘ্রই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে। ধর্মতলার অবস্থান মঞ্চ থেকে ওঠার কোনও সম্ভাবনাই নেই। দু-বছরের বেশি সময় ধরে ধর্মতলায় অবস্থান চলছে। প্রয়োজনে ২০ বছর আন্দোলন চলবে।

কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ-এর সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়ও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, '৪ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিতে কোনও লাভ হবে না। আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই থাকব। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আরও ১ কিস্তি মহার্ঘ ভাতা শীঘ্রই ঘোষণা করবে।' রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক এই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এত আর্থিক বৈষম্যের মধ্যেও রাজ্যের মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রী যে সরকারি কর্মীদের আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করেছেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। এর ফলে সরকারি কর্মীরা আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন।'

ঘাটালের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে, উচ্ছ্বসিত দেব

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। তার পরই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ঘাটালের সাংসদ তথা অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেব। তিনি বলেন, 'ঘাটালের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আমি তো ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না বলে ঠিক করেছিলাম। অনেকে মনে করেছিলেন, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার ভোট নেব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এই মাসের শেষের দিকে প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।' অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার রাজ্য বাজেট ঘোষণার সময় অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এতেই উচ্ছ্বসিত ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব।

এর আগে একাধিকবার ঘাটালবাসীর সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এও অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য অর্থ দেয়নি। দেব বলেন, 'বিরোধীদের অনুরোধ করব তারা এই বিষয়টিকে রাজনীতির দিক থেকে না দেখে যেন সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। জমি অধিগ্রহণ ও যাবতীয় কাজে দলমতনির্বিশেষে সহযোগিতা করে। সংসদে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য আর কোনও আবদার করব না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোনও টাকা চাইব না। এর আগেও অনেক অনুরোধ করেছি, আর করব না।' শুধু ঘাটালের সাংসদ নন, এই বরাদ্দ ঘোষণার পর উচ্ছ্বাসে পথে নেমেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

অভিযোগ অর্থনীতিবিদ-বিধায়কের

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা নিয়ে সরব অশোক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেট পেশের পরই উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনের মানুষকে বঞ্চনার জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অধিবেশনকক্ষে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাকে যখন টেবিল চাপড়ে হর্ষধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত শাসকদল, তখনই উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে বঞ্চনা সহ রাজ্য বাজেটের বিরোধিতা করে ওয়াকআউট করে বিধানসভার লবিতে পোস্টার হাতে সরব হল বিজেপি।

শুভেন্দুর মতে, উত্তরবঙ্গের নদীভাঙন, সেচ, পাহাড় ও চা বাগানের সামগ্রিক উন্নয়নে এই বাজেটে কোনও ঘোষণা নেই। গৌড়বঙ্গ তথা মালদা থেকে কোচবিহার-উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য একটা বাক্য নেই এই বাজেটে। পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলির অন্যতম সমস্যা পানীয় জল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা। এই বাজেটে সেই বিষয়ে কোনও বরাদ্দ হয়নি। পাহাড়ের গোর্খা, তামাং, ভুটিয়া, রাই, রাজবংশী সহ জনজাতি ও আদিবাসী মানুষের জন্য যেমন কোনও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ করা হয়নি, ঠিক তেমনই পশ্চিমাঞ্চলের কুর্মি, মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। মতুয়াসমাজকেও চূড়ান্ত বঞ্চনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি তাঁর বক্তব্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের নামমাত্র বাজেট বৃদ্ধিতে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জন্য আমার অনেক প্রত্যাশা ছিল। কারণ, বরাবরই উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে এই সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের জন্য সীমিত বাজেট বৃদ্ধি করা হল। তাঁর দাবি, পর্ষদের বরাদ্দ এমনিতেই ছিল না। বাজেটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি না হওয়ায় আগামীতে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন রুদ্ধ হবে। কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'ভেবেছিলাম যে বঞ্চনার অভিযোগ রয়েছে, এই সরকার তার অন্তিম বাজেটে কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ত করবে।'

রাজ্য বাজেটের বিরোধিতায় বিধানসভা লবিতে প্রতিবাদ বিজেপির। বুধবার।

চা শিল্পে ইনকাম ট্যাক্সে ছাড় দেওয়ার বিষয়ে লাহিড়ির সংযোজন, মানুষ তখনই কর দেয়, যখন তাঁর ব্যবসা থেকে লাভ হয়। যদি আয়ই না থাকে তাহলে আর কর ছাড় দিয়ে কী লাভ হবে? লাহিড়ির মতে, আসলে চা শিল্পের সমস্যাটা অনেক গভীরে। তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার কোনও চেষ্টাই হয়নি এই বাজেটে।

বিজেপির মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও একইভাবে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনায় সরব হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'এই সরকারের প্রস্থানের পথ প্রশস্ত হল এই বাজেটের মধ্য দিয়ে।' তাঁর মতে, বিশেষত স্বাস্থ্যের বিষয়ে উত্তরবঙ্গের প্রতি এই সরকারের উদাসীনতা অপরিসীম। ক্যানসার, হার্ট ও নার্ভের মতো জটিল চিকিৎসায় উত্তরবঙ্গের জন্য এই বাজেটে কিছু ঘোষণা থাকবে, এমনটাই প্রত্যাশা ছিল উত্তরবঙ্গবাসীর। কিন্তু সেই প্রত্যাশার ছিটেফোঁটাও মেলেনি। তিনি আরও বলেন, 'চা শিল্পকে প্রোমোটার, ডেভেলপার সহ রিয়েল এস্টেট মালিকদের হাতে তুলে দিতে ইতিমধ্যেই টি-ট্যুরিজম-এর নামে যে চক্রান্ত শুরু করেছে এই সরকার, বিজেপি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আগামীতে চা সহ উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে বঞ্চনার প্রতিবাদে গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে আন্দোলন তীব্র হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শংকর।

স্বাগত জানাল বণিকসভা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের বাজেটকে স্বাগত জানাল বণিকসভাগুলি। বুধবার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এ বছরের রাজ্য বাজেট পেশ করেন। সেই বাজেটকে জনমুখী ও ভবিষ্যতের দিশারি বলে মন্তব্য করেছে বণিকসভাগুলি।

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি অমিত সারোগি রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'কৃষি, শিল্প ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যই রাজ্যের জিডিপি ৬.৮০ শতাংশ হয়েছে। যেখানে জাতীয় জিডিপি ৬.৩৭ শতাংশ। রাজ্যের শিল্পবৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ হয়েছে, যেখানে দেশের শিল্পবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ।' চা শিল্পে আয়কর দেওয়ার সময় একবছর বৃদ্ধি করে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত করাকেও স্বাগত জানিয়েছেন সারোগি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ১২২৮.৭৮ কোটি বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

> এই বাজেট সাধারণ মানুষের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।
>
> **এনজি খৈতান**

> কৃষি, শিল্প ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যই রাজ্যের জিডিপি ৬.৮০ শতাংশ হয়েছে।
>
> **অমিত সারোগি**

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব সিং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে জনমুখী বাজেট পেশ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এই বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা, পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

বাজেটের মাঝে বিক্ষোভ বিজেপির

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ হওয়ার আগে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে বসেছিল বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ সহ শাসকদলের কমিটির সব সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। বিজেপি বিধায়কদের কেউই ওই বৈঠকে যাননি। বিএ কমিটি সহ বিধানসভার অন্যান্য কমিটির বৈঠকগুলিতে বিজেপি বিধায়কদের এই অনুপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মমতা বলেছেন, 'লোকসভায় আমাদের সাংসদরা সব কমিটির বৈঠকেই উপস্থিত থাকেন। এমনকি আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, আমাদের বিধায়করা বিধানসভার সব কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু বিজেপি সেই শিষ্টাচার দেখাচ্ছে না। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়।'

তবে বিজেপির সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র আকার নিয়েছে বাজেট ভাষণ চলাকালীন গেরুয়াশিবিরের ওয়াকআউটের ঘটনায়। এদিন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ভাষণের শেষপ্রান্তে গিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। তখন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'বেকারদের চাকরি চাই'। কিন্তু বিরোধীদের হইহট্টগোল সত্ত্বেও বাজেট ভাষণ চালিয়ে যেতে থাকেন চন্দ্রিমা। কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করেন। চন্দ্রিমার বাজেট ভাষণের শেষে এই নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ বলেন, 'বাজেট ভাষণ চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা যেভাবে হইহট্টগোল করতে করতে অধিবেশনকক্ষ ত্যাগ করলেন, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।'

তবে মুখ্যমন্ত্রী বা বিধানসভার অধ্যক্ষের ক্ষোভ ও নিন্দাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, 'পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা বিধায়ক অশোক লাহিড়ির নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি তাঁকে। এটা মুখ্যমন্ত্রীও জানেন, অধ্যক্ষও জানেন। সেই কারণেই আমরা বিধানসভার কোনও কমিটির বৈঠকে হাজির থাকছি না।'

> পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমরা বিধায়ক অশোক লাহিড়ির নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথা অনুযায়ী পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি তাঁকে। এটা মুখ্যমন্ত্রীও জানেন, অধ্যক্ষও জানেন। সেই কারণেই আমরা বিধানসভার কোনও কমিটির বৈঠকে হাজির থাকছি না।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

বাজেট পেশের পর, সাংবাদিক সম্মেলনের আগের মুহূর্তে। বুধবার।

ভাঁওতাবাজির বাজেট : সুকান্ত

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার বিধানসভায় সরকারের ডিএ ঘোষণার বিপরীতে রাজ্যের বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের প্রশ্ন তুলে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে বিজেপি। হাতে বেকারদের জন্য কাজের দাবিতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করে বিধানসভায়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দলের বিধায়কদের মুখে তখন স্লোগান, চোর মমতা হায়, হায়। চাকরি চুরির সরকার আর নেই দরকার। পরে শুভেন্দু বলেন, 'এই সরকার দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। তাই এরা কোনও চাকরি বা কর্মসংস্থান করতে পারবে না। '২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এসে পূর্ণাঙ্গ বাজেট করে প্রতি ঘরে চাকরি দেবে।'

রাজ্য বাজেটের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এই বাজেটে রাজ্যের ২ কোটি ১৫ লাখ বেকার তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আরজি কর রাজ্য নারী নির্যাতনের জেরে দলের মহিলা ভোটব্যাংকের ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে ডিএ-র মতোই রাজ্য বাজেটে মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বাড়ানো হতে পারে বলে অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে সরব হয়েছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এই বাজেটে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতার বরাদ্দ বাড়েনি। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও সদ্য ক্ষমতায় আসা দিল্লির বিজেপি সরকারের দৃষ্টান্ত দিয়ে এরাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বৃদ্ধিতে সরব হয়েছেন তিনি।

বিধায়ক অশোক লাহিড়ি বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে সরকার টাকা খরচ করতেই পারে। কিন্তু সেই খরচে সামঞ্জস্য থাকা দরকার, যা এই সরকার করে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যা করেন, সেটা এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী করেন না। এটাই তফাত।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'দুর্মূল্যের বাজারে ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির নামে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে কার্যত প্রতারণা করল এই সরকার।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটা ভাঁওতাবাজির বাজেট।'

বাজেটকে দিশাহীন বাজেট বলে দাবি করেছে সিপিএম। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'এবারের রাজ্য বাজেট এককথায় দিশাহীন। এই বাজেটে মানুষের দুর্দশা কাটার কোনও লক্ষণ নেই। আছে কিছু বুজরুকি। সামাজিক সুরক্ষার নামে দান খয়রাতি করতে গিয়ে সরকার যেভাবে বাজার থেকে ঋণ নিচ্ছে, তাতে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোনও অর্থই আর বেঁচে থাকবে না।' সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বাজেটে সরকারি কর্মীদের প্রাপ্তির চেয়ে অপ্রাপ্তি বেশি।'

টলিপাড়ার দ্বন্দ্ব হাইকোর্টে

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : টালিগঞ্জের সিনেপাড়ায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পরিচালক বিদুলা ভট্টাচার্য। প্রায়শই ফেডারেশন ও পরিচালকদের মতবিরোধের জেরে স্টুডিওগুলিতে শুটিং বন্ধ থাকে। এই পরিস্থিতিতে টলিপাড়ার কাজের পরিবেশ কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই বিষয়টি এবার হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে।

আবেদনকারী পরিচালকের অভিযোগ, ফেডারেশনের একাংশের কারণে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের নির্দিষ্ট করে দেওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। ফলে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। ফেডারেশনের একাংশের স্বেচ্ছাচারিতার ফল ভুগতে হচ্ছে তাঁদের। তাই সুস্থ পরিবেশে কাজের জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ চাইছেন তিনি। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরের সপ্তাহে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

'আমার আজ দ্বিতীয় জন্মদিন'

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : সাড়ে তিন বছর পর কংগ্রেসে ফিরলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসে যোগদান করেই তিনি মন্তব্য করেন, 'অরাজনৈতিক ভুল করেছিলাম। ক্ষমা চাইছি। আমার কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়া উচিত হয়নি। আমি খুশি যে আমায় আবার কংগ্রেসে যোগদান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রাহুল, সোনিয়া, প্রিয়াংকা গান্ধি সমর্থন না করলে আমি দলে যোগ দিতে পারতাম না।'

প্রণব-পুত্র কংগ্রেসে ফিরছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, এআইসিসি পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য সহ শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগদান করেন অভিজিৎ। জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে কংগ্রেসের ভূমিকা প্রসঙ্গে এদিন অভিজিৎ বলেন, 'কংগ্রেসের কোনও বিকল্প নেই। কংগ্রেস ছাড়া ভারতবর্ষকে একজোট করা সম্ভব নয়। দিল্লির নির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা। আমাকে দলে যে কাজ দেওয়া হবে সেই কাজ করব। প্রত্যন্ত জায়গায় গিয়ে যারা কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে গিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনার কাজ করব। আমার আজ দ্বিতীয় জন্মদিন।' সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করতে পারে কংগ্রেস।

ফল প্রকাশে মামলা

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ওবিসি মামলার কারণে জটিলতা তৈরি হয়েছে ২০২৩ সালের টেট-এর ফলপ্রকাশে। হাইকোর্টে এমনটাই জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী। ২০২৩ সালের টেট-এর ফলপ্রকাশ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এই মামলায় আবেদনকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর দাবি, ফলপ্রকাশ না হলে তাঁরা কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারছেন না। পর্ষদের তরফে আইনজীবী সুবীর সান্যাল আদালতে জানান, বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের ওবিসি সার্টিফিকেট সংক্রান্ত মামলার রায় দেয়। ওই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সেই জটিলতার কারণে ফলাফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

অসন্তুষ্ট দুই বিচারপতি

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ। বুধবার গল্ফগ্রিন থানার একটি মামলায় তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ তদন্তকারী আধিকারিককে আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। ওই আধিকারিকের ভূমিকায় বিচারপতি ঘোষ মন্তব্য করেন, 'দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে না পারলে বদলি হয়ে বেঙ্গল পুলিশে চলে যান।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০ মাঘ ১৪৩১

পদত্যাগের আড়ালে

২১ মাস ভ্রাতৃঘাতী হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা মণিপুরকে আরও একবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে হঠাৎ পদত্যাগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। এই পদত্যাগের নানাবিধ কারণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে বারবার তাঁর পদত্যাগের দাবি উঠলেও তিনি কর্ণপাত করেননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-রাও সেই দাবিতে খুব গা করেননি।

এর মধ্যে মণিপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বীরেন সিংয়ের পদত্যাগ স্বেচ্ছায় বলা যাবে না। মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের পর তাঁর আচমকা পদত্যাগের নেপথ্যে মণিপুরের হিংসা বন্ধ করতে না পারার আত্মগ্লানিই মূল কারণ- সেটাও বলা যাবে না। বরং এই পদত্যাগের নেপথ্যে মণিপুরে বিজেপি শাসিত সরকারের পিঠ বাঁচানোর প্রবল দায় স্পষ্ট।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের চাপেই বীরেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ মেইতেই-কুকি সম্প্রদায়ের হিংসার মোকাবিলায় রাজ্যের প্রধান প্রশাসক হিসেবে প্রথম দিন থেকে ব্যর্থতার কারণে তাঁকে অনেক আগেই অপসারণের প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে বিরোধীদের দাবি উপেক্ষা করেছে কেন্দ্র এবং বীরেন সিং। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে মণিপুরে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

উত্তর-পূর্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র বুধবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার আগে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলেন। বীরেনের বদলে কাকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আনা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শেষপর্যন্ত নতুন কাউকে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হলে এ যাত্রায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে মণিপুর। যদি তা না হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন অবধারিত।

১০ ফেব্রুয়ারি থেকে মণিপুর বিধানসভার অধিবেশন শুরুর কথা থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী পদে বীরেনের ইস্তফার কারণে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা ওই অধিবেশন বাতিল ঘোষণা করেছেন। মণিপুরের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস বিধানসভার এই অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার পরিকল্পনা করেছিল। মোদি-শা'র শিরদাঁড়ায় শীতল স্রোত বইয়ে মণিপুরে বিজেপিতে বীরেন সিংয়ের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী ওই অনাস্থা প্রস্তাবে সায় দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

বিধানসভার সমীকরণ দ্রুত বদলাতে থাকায় বিজেপির পক্ষে মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখা মুশকিল মনে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বীরেনের পদত্যাগ মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখার প্রশ্নে গেরুয়া শিবিরকে খানিকটা স্বস্তি দিয়েছে। যদিও এত কাণ্ডের পরও মণিপুরে শান্তির হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বরং মেইতেই বনাম কুকিদের জাতিগত হিংসা মণিপুরকে ভিতর থেকে বিভাজিত করে ফেলেছে।

মোদি-শা'র কাছে বীরেনের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকেও মণিপুরে ক্ষমতা ধরে রাখা অধিক জরুরি। সেজন্য প্রয়োজনে হাজার বীরেনকে ছেঁটে ফেলতেও দ্বিধা হবে না তাঁদের। অশান্তির ২১ মাসের সময়কাল সামান্য না হলেও তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একবারের জন্যও মণিপুর নিয়ে কোনও শব্দ খরচ করেননি। তিনি রাশিয়া গিয়েছেন। ইউক্রেনে গিয়েছেন। দুই দেশের যুদ্ধে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অন্য অনেক দেশে সফর করেছেন। একাধিক দেশের শীর্ষ নাগরিক সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু রাহুল গান্ধি সহ বিরোধী শিবিরের অনেক নেতার বারবার দাবি সত্ত্বেও মণিপুরে একবারের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

বোর্ডের পাশাপাশি জীবনের পরীক্ষায় সফল হতে পরীক্ষা পে চর্চায় পড়ুয়াদের যিনি ভোকাল টনিক দিতে পারেন, হিংসাপীড়িত মণিপুরকে শান্ত এবং স্বাভাবিক করতে তাঁর মন কি বাতে কিছু বলার সময় হয় না। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরদিনের মতো যে বিভেদের বীজ বপন হয়ে গিয়েছে, তার থেকে মুক্তির দিশা এখনও পর্যন্ত দেখাতে পারেননি মোদি-শা। আগামীদিনেও তাঁরা এই কাজটি করবেন কি না অনিশ্চিত।

বীরেন সিংয়ের পদত্যাগের নাটকে নয়াদিল্লির বিজেপি নেতারা পুলকিত হলেও মণিপুরবাসীর জীবনে পরিবর্তনের কোনও আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। সংকল্প, সাধন বা প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যে কোনও দুঃখ-দৈন্য-দুর্বিপত্তিকে সানন্দে বরণ করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত মানুষ সেই আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

মিথ্যের ইট গেঁথেই পতন ওয়ালের

দিল্লির যুদ্ধ আসলে ছিল দুই হিন্দুত্ববাদী দলের। 'আমি সাধু, বাকিরা চোর' বলা কেজরিওয়ালের ফেরা খুব কঠিন।

প্রসূন আচার্য

দুটো বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল? সাম্রাজ্য বিস্তারে পুঁজির সংঘাতে বা দ্বন্দ্বে।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেন হারলেন? সহজ উত্তর হচ্ছে ক্ষমতা দখলের জন্য দুই হিন্দুত্ববাদী দলের মধ্যে সংঘাতে।

সেক্ষেত্রে ঠিক ভুল যাই হোক, একটি রাজনৈতিক দল জিতল। যারা আজ প্রধান হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে গোটা বিশ্বে পরিচিত। এবং মনে রাখতে হবে, ২৭ বছর পরে! অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদির দিল্লি দখলের প্রায় ১১ বছর পরে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ।

আর ক্রমাগত মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মানুষকে প্রভাবিত করে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগের পাহাড় সাজিয়ে, তার ওপরে রাজার মতো বসে থেকে, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিদেশের টাকায় একটা এনজিও থেকে দল হয়ে ওঠা অরাজনৈতিক নেতার একদিন যা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। কেজরিওয়াল হেরেছেন। এবং এই সংকট থেকে তাঁর পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো মুশকিল।

গত কয়েকদিনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের অনেক নেতাই আঙুল তুলে বলেছেন, কংগ্রেস আসলে ভোট কেটে হারিয়ে দিল! জোট হলে হারত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে উদ্ধব শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউথ, অনেকেই এই কথা বলেছেন। একদা বিজেপির সঙ্গে সুখে ঘর করা আদতে জাতীয় কংগ্রেস বিরোধী এই দুই আঞ্চলিক দলের নেতারাও খুব ভালো করে জানেন, রাজনীতিতে দুয়ে দুয়ে চার হয় না। পাঁচও হয় বা ছয় হয়। তাই, আম আদমি পার্টি সাড়ে ৪৩ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়েছে, আর কংগ্রেস ৬ শতাংশের কিছু বেশি- এই দুটো যোগ করলে বিজেপির সাড়ে ৪৫ থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে মানেই বিজেপির হেরে যেত- বিষয়টা এমন সহজ নয়।

পরিসংখ্যান বলছে, কংগ্রেস আর আপ দুই দলের ভোটের যোগফল করলে, ১৪ আসনে বিজেপির থেকে বেশি। তার মানে যদি ধরে নেওয়া হয়, জোট হলে এই ১৪ আসন বিজেপি হারত, তার থেকে মূর্খামি কিছু হয় না। কারণ, জোট হলে মানুষ একভাবে ভোট দেয়। না হলে অন্যভাবে।

আচ্ছা, এই আপ-দরদিরা কিন্তু একবারও বলছেন না, আজ থেকে প্রায় ৬ মাস আগে দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করে দেন, দিল্লির ভোট আপ একাই লড়বে। এর পরে ধাপে ধাপে সবার আগে প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করতে থাকেন কেজরি। তাঁর এবারের পরামর্শদাতা টিম কিন্তু আইপ্যাক। অর্থাৎ অনেক আঁটঘাঁট বেঁধেই কেজরি নেমেছিলেন।

২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি পেয়েছিল ৩৮ শতাংশ ভোট। কিন্তু আসন মাত্র ৮টি! কংগ্রেস ৪ শতাংশ ভোট পেলেও কোনও আসন জেতেনি। আর আপ সাড়ে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬২টি আসন জিতেছিল। অর্থাৎ সোজা হিসেবে দুটি বিধানসভার ৫ বছরের হিসেবে ভোটে আপের ভোট কমেছে ১০ শতাংশ। আর বিজেপির ভোট বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৭ শতাংশ। কংগ্রেস বেড়েছে ২ শতাংশ।

অর্থাৎ সোজা হিসেবে দিল্লিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আপের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে ভীষণভাবে।

লোকসভায় যেহেতু আপ এবং কংগ্রেস জোট হয়েছিল, আর বিজেপি বিপুল ভোটে সবক'টি লোকসভা জিতেছিল, তাই এই হিসেব ধরা হচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হল, কেন কেজরির জনপ্রিয়তা কমল?

কলকাতায় কয়েক মাস আগে আপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত ভূষণ এসেছিলেন। পরবর্তীকালে একনায়ক অরবিন্দ তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেন। একান্ত আলাপচারিতায় প্রশান্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অরবিন্দ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? বলেছিলেন, 'এত বড় ধুরন্ধর, মিষ্টি মিষ্টি করে মিথ্যা কথা বলে মানুষের মন জয় করার মতো শিক্ষিত রাজনীতিক আমি জীবনে দেখিনি। ওর পুরোটাই মুখোশ। মাঝে মাঝে বসে ভাবি, মানুষ চিনতে এত বড় ভুল কী করে করেছিলাম!' শুধু প্রশান্ত ভূষণ নন, যোগেন্দ্র যাদব, সাংবাদিক আশুতোষ থেকে সকলেই এই ভুল করেছিলেন।

এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অরবিন্দর পুরোনো কথার কিছু ক্লিপিংস ঘুরছে। যে কেউ চাইলেই দেখতে পাবেন। বিদেশের টাকায় কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপশন' মুভমেন্টের সময় কীভাবে তিনি, আন্না হাজারে, কিরণ বেদি সবাই মিলে বৈঠক করেছেন, সেই ছবিও ঘুরছে।

কীভাবে মঞ্চ থেকে অরবিন্দ একের পর এক মিথ্যে কথা বলেছেন। সব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে বই আছে। ক্যারাভান ম্যাগাজিনে বিস্তারিত রিপোর্ট আছে।

'নিজে সাধু আর অন্যরা চোর' এই ক্যাচলাইন সঙ্গে নিয়ে গদিতে বসেছিলেন কেজরি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়তে শুরু করে। দ্বিতীয় দফার সরকার গড়ার পরে আরও স্পষ্ট হয় ব্যাপারটা।

পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে দিল্লির দাঙ্গায় কেজরির ভূমিকা। সব থেকে মানুষ মারা যায়, আহত হয়, বাড়ি পোড়ে মুসলিম মহল্লায়। কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন নিশ্চেষ্ট। এর পরে ২০০০ সালের ভোট জিতেই সোজা চলে যান হনুমান মন্দিরে পুজো দিতে। মনে রাখবেন, আপ কিন্তু কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির বিরোধিতা করেনি। এমনকি এনআরসি এবং সিএএ-রও বিরোধিতাও করেনি। অর্থাৎ এইবার ভোটের আগে মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে শুধু মোদির গুরু আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে চিঠি লেখাই নয়, প্রতিটা পদক্ষেপে একজন আদ্যন্ত হিন্দুত্ববাদী নেতার যা যা করা উচিত, গত ১০ বছরে অরবিন্দ তাই তাই করেছেন। এমনকি মোদি যেমন নিজেকে 'নন বায়োলজিক্যাল' বলে দাবি করেন, গুজরাটের ভোটে তাঁকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে অরবিন্দ বলেছিলেন, 'সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের অংশ!'

অথচ পরবর্তীতে আমরা দেখেছি, একের পর এক আপের মন্ত্রী দুর্নীতির দায়ে জেলে গিয়েছেন। এমনকি অরবিন্দ পর্যন্ত। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া জেলে ছিলেন। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, 'সবাই চোর আর আমি সাধু' এই ক্যাচ লাইন কত মিথ্যে ছিল।

বাকি রইল দিল্লির বায়ু দূষণ আর যমুনা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ, যমুনা সাফাই। দুটো কাজেই কেজরি চরম ব্যর্থ। যেটুকু সরকারি কর্মীদের ভোট সঙ্গে ছিল, সেটাও বাজেটে ১২ লক্ষ টাকা অবধি কর ছাড় দিয়ে মোদি তুলে নিয়েছেন। সব থেকে বড় কথা, মূলত বিহার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে কেজরির ভোট এবং আসন দুই ভীষণভাবে কমেছে। এখানে গরিব এবং মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বাস করেন। তাঁদের মধ্যেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অরবিন্দ সম্পর্কে।

ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এনজিও করা কেজরির ডিক্টেটরশিপে চলা পার্টি হেরেছে। আগামীদিনে কিন্তু কেজরির এই দলের অবস্থা আরও সঙ্গিন হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

প্রশান্ত ভূষণকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অরবিন্দ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? বলেছিলেন, 'এত বড় ধুরন্ধর, মিষ্টি মিষ্টি করে মিথ্যা কথা বলে মানুষের মন জয় করার মতো শিক্ষিত রাজনীতিক আমি জীবনে দেখিনি। ওর পুরোটাই মুখোশ। মাঝে মাঝে বসে ভাবি, মানুষ চিনতে এত বড় ভুল কী করে করেছিলাম!' শুধু প্রশান্ত নন, যোগেন্দ্র যাদব, সাংবাদিক আশুতোষ থেকে সকলেই এই ভুল করেছিলেন।

আজ

১৮৭৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সরোজিনী নাইডু।

১৯৬৪

শিল্পী অসিতকুমার হালদার আজকের দিনে প্রয়াত হন।

আলোচিত

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৯৪টি স্কিম আছে আমাদের। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। আমাদের থেকে টুকলি করে অনেক রাজ্য লক্ষ্মীর ভান্ডার চালু করেছে। ক্ষমতায় আসার পর আমরা ইলিশ মাছের রিসার্চ সেন্টার তৈরি করেছি। আর ওপারের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

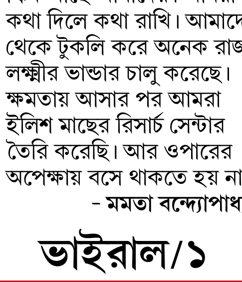

জবলপুরের একটি মেডিকেল কলেজে জাতীয় চিকিৎসা সম্মেলন হচ্ছিল। খাবার তৈরির জায়গায় বাথরুমের কমোডের পাশের কল থেকে জল আনার ভিডিও ভাইরাল। বিতর্ক শুরু হলে স্বাস্থ্য বিভাগ তদন্তে নামে। কর্তৃপক্ষের দাবি, এই জল বাসন ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ভাইরাল/২

জে কে রাউলিং-সৃষ্ট হ্যারি পটারের বিপরীতে থাকা কাল্পনিক চরিত্র লর্ড ভলডেমর্টের মতো সেজে একজন ব্যক্তি রাজস্থানী গান 'রঙ্গিলো মারো ঢোলনা'র তালে ঘুরে ঘুরে নাচছে। ভিডিও ভাইরাল। নেটমহলে হাসির ঝড়।

জনমন জনমত

এখন সন্ধে হলেই যত সমস্যা

৭ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'পুলিশের ভূমিকায় কাউন্সিলার' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। ছোটবেলায় নেশা বলতে বুঝতাম বা দেখতাম বিড়ি খাওয়া। তরুণরা লুকিয়ে বিড়ি টানত আর বয়স্কদের দেখলে হাত পেছনে নিয়ে চুপ করে ফেলে দিত। আর বয়স্করা মনের সুখে দাওয়ায় বসে অথবা চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজস্ব অভিমত রাখতেন, অপরেরটা শুনতেন। শুনতে শুনতে বিড়ি শেষ হয়ে গেলে আরেকটা বের করে ঝাড়ফুঁক করে আরেকজনের জ্বলন্ত বিড়ি চেয়ে নিয়ে, দারুণ স্টাইলে সেখান থেকে আগুন ধার নিয়ে, নিজের বিড়িতে আগুন জ্বালিয়ে নিতেন।

আজ সেই চেনা ছবি হারিয়ে গিয়েছে। এখন ছোট-বড় বেশিরভাগই নেশায় আসক্ত। এ নেশা ধূমপানের নয়, তরলের। আজকাল সন্ধ্যা হলেই সমস্যা, দিনভর দেখা মানুষকে সন্ধ্যায় চেনা দায়! নেশা কোথায় হয় না? বিয়েবাড়ি, পিকনিক, পুজো, এমনকি দেহ সৎকার করতে গিয়েও সর্বত্রই এখন বসছে নেশার আসর। রোধ করবেন কে? দোষ কার? এই সব ভাবতে গিয়ে বা ভাবতে থাকলে ধীরে ধীরে সমাজ একদিন তলিয়ে যাবে।

যাইহোক, দুজন কাউন্সিলার যে এই ভয়াবহ আসর রুখতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কুর্নিশ জানাই। এভাবে যদি প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে হয়তো কিছুটা হলেও সুফল পাওয়া যাবে। সবাই এগিয়ে আসুন। সবাই মিলে নবপ্রজন্মের জন্য নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চেষ্টা করি।

আরতি ধর, শোভাগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার।

কুশমণ্ডিতে জলনিকাশির ব্যবস্থা নেই

জলনিকাশির সুষ্ঠু সুন্দর উপযোগী পরিকল্পনা আজও কুশমণ্ডির কোনও কর্তৃপক্ষই করে উঠতে পারল না। যা আছে তার কোনও বাস্তবতা নেই। বর্ষায় কুশমণ্ডির অনেক জায়গায় জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এনিয়ে অনেকেই উদাসীন। চৌরাস্তার পশ্চিম দিকে বর্ষার জল নেমে যাওয়ার একটা জায়গা যা নাহাল নামে পরিচিত সেখানে যত্রতত্র নির্মাণকাজ করার ফলে আগের মতো জল বইবার অবস্থা নেই। ফলে জল দাঁড়িয়ে সকলের ভোগান্তির একশেষ।

এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জলনিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার আর্জি জানাই।

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তুরে ভ্যালেন্টাইন হাওয়ায় কিছু প্রশ্ন

প্রেম দিবস নিয়ে জেলাতেও প্রচুর চর্চা। নয়া প্রজন্মের সম্পর্কে যত্নের শিহরন নেই বলেই কি এত সম্পর্ক ভাঙার গল্প?

মাধবী দাস

নয়ের দশকের বাংলা ব্যান্ড পরশপাথরের সেই নাড়িয়ে দেওয়া গান – 'ভালোবাসা মানে আর্চিস গ্যালারি... ভালোবাসা মানে চৌরাসিয়ার বাঁশি' গুনগুন করতে করতে ফ্ল্যাশব্যাকে গেলে মনে পড়ে যায়, কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের সেই আর্চিসের দোকানটিতে উপচে পড়া ভিড়। এখন সেটা জাং-জুয়েলারির দোকান। ডিজিটাল কার্ড এসে গ্রিটিংস কার্ডকে ইতিহাসের পাতায় পৌঁছে দিয়েছে।

তখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা সপ্তাহ নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না। বিশ্বায়নের বাজার, ব্যবসা ধরে রাখতে টেডি-চকোলেটকে আবেগের মধ্যমণি করে দিতে পারলেও কার্ডশিল্প আজ লুপ্তপ্রায়। বিক্রিবাটা তেমন না থাকলেও কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কিছু দোকানে এখনও গ্রিটিংস কার্ড পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি সেই আবেগকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। তবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র আবেগ উপচে পড়ছে সব জেলাতেই। শুধু শহর নয়, গ্রামেও। তারপর একটা কথা থেকে যায়।

কয়েক বছর আগেও ডিসেম্বর মাস এলে বড়দিন আর ফার্স্ট জানুয়ারি উদযাপনের মাধ্যম ছিল গ্রিটিংস কার্ড। কাছের বন্ধু, দূরের বন্ধু, প্রিয় শিক্ষকদের নামে কার্ড কেনার ফাঁকে লুকিয়ে চুরিয়ে কেনা হত মনের মানুষের জন্য। তাছাড়াও জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী ভ্যালেন্টাইন্স ডে সুন্দর হয়ে উঠত বিভিন্ন উপহারের পাশে অতর্কিতে একটি গ্রিটিংস কার্ড পেয়ে। সেইসব কার্ডে থাকত লাভ সাইন, আবেগঘন কিছু ছবি, এক গোছা গোলাপ আর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া বিষয়ভিত্তিক কোটেশন। মনের কথার প্রতিনিধিত্ব করত সেইসব উদ্ধৃতি।

বাহারি কার্ডের বেশ কয়েকটা ফোল্ড থাকত। মধুর শিল্পনৈপুণ্য আকৃষ্ট করত সংবেদনশীল মনকে। আবার কিছু ব্যয়সাপেক্ষ মিউজিক্যাল কার্ড খুললেই সুরেলা কণ্ঠে বেজে উঠত 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', কিংবা 'আই লাভ ইউ'। কেউ কেউ আবার আবেগ জড়িয়ে স্কেচপেন-কাঁচি-আর্টপেপার নিয়ে নিজে হাতে বানিয়ে, ছন্দোবদ্ধ কিছু আবেগ উপহার দিত। বইখাতা আদানপ্রদানের মাধ্যমে চালান হয়ে যেত বিধিনিষেধের দলিলসম গ্রিটিংস কার্ড।

দেওয়া-নেওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেলে, প্রাপক ও প্রেরকের নাম কেটে অভিভাবকদের চোখের আড়ালে ইতিউতি সংরক্ষণ নিয়ে চলত কর্মযজ্ঞ। ধরা পড়লে ঘাম ছুটত জবাবদিহি করতে। কিছুদিন চলত কোনটা বেশি দামি, কোনটা বেশি অভিনব- এইসব কাসুন্দিচর্চা। এই ছোট ছোট অপরাধের মধ্যে যে অনুভূতির লালন ছিল, তা হয়তো নেই। অনেকেই বলে থাকেন, বর্তমান প্রজন্মের খুল্লম খুল্লা সম্পর্কে যত্নের সেই শিহরন নেই বলেই এত সম্পর্ক ভাঙার গল্প- শুধু আসা যাওয়া, শুধু স্রোতে ভাসা!

নবীন প্রজন্মের কয়েকজনের সঙ্গে গ্রিটিংস কার্ডের প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। অনেকে সাফ জানিয়ে দিল, 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপে যা বলা যায়, তা বলতে এত ঝক্কি পোহানোর কোনও মানেই হয় না।'

এভাবে আবেগও যেন বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে ডিজিটাল কার্ডের কাছে। ডিজিটাল কার্ড আসার পর আর নববর্ষ, জন্মদিন বা বছরের বিশেষ দিনগুলো নয়, সকাল-বিকাল-দুপুর, সপ্তাহের প্রতিটা বার গ্রিটিংস কার্ডের ছবি এসে মোবাইলের মেমরির মতো আমাদের অনুভূতির মেমরিরও বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। স্মৃতি আকড়ে বেঁচে থাকা কিছু মানুষ এখনও হয়তো অনলাইন থেকে অর্ডার করে গ্রিটিংস কার্ড এনে প্রিয়জনকে স্মৃতি উসকে দিতে চান আজও, তবু একথা বলাই যায় ভালোবাসা মানে এখন আর আর্চিস গ্যালারি নয়!

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। শিক্ষক-সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৪

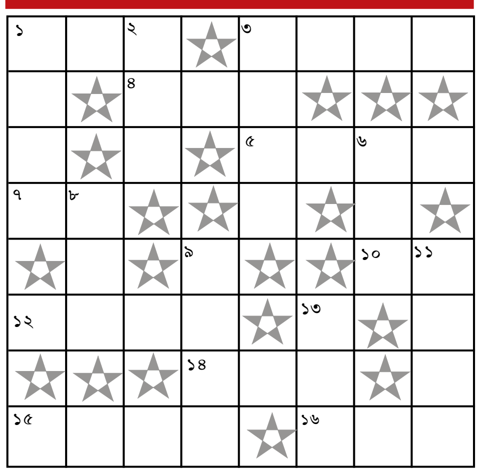

পাশাপাশি : ১। তাঁত বোনার পেশা, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান ৩। অপেক্ষাকৃত কোনও ছোট এলাকা সংক্রান্ত ৪। ডেউয়া গাছের ফল ৫। চোখ বেঁধে ছোটদের খেলা ৭। যা পড়ে লোকে শিক্ষিত হয় ১০। যে কন্দ খেলে গলা ধরে ১২। হামেশা, হামেহাল ১৪। পাখির বাসা ১৫। পরের ধন হরণকারী ১৬। দেখভাল বা কুদৃষ্টি।

উপর-নীচ : ১। রাজা বা জমিদারকে যে অকারণে প্রশংসা করে ২। হুঁকোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৩। শেরওয়ানি জাতীয় লম্বা জামা ৬। এক ধরনের বহুমূল্য রত্ন ৮। শেন ও কিছু করার ব্যাপারে যার সম্মতি আছে ৯। যেখানে গোরুর গোবর দিয়ে সার তৈরি করা হয় ১১। ভেঙে টুকরো টুকরো ১৩। সূর্যের পরিক্রমার পথ।

সমাধান ■ ৪০৬৩

পাশাপাশি : ২। হুকুমত ৫। হুবহু ৬। বকধার্মিক ৮। গড় ৯। চিক ১১। জিয়নকাঠি ১৩। শার্দূল ১৪। জলপান

উপর-নীচ : ১। বহুরূপী ২। হুহু ৩। মধুক ৪। সায়ক ৬। বড় ৭। ধারক ৮। গর্দান ৯। চিঠি ১০। অমূলক ১১। জিঞ্জির ১২। কাহিল ১৩। শান।

বিন্দুবিসর্গ

ফ্রান্সে সাভারকার স্মরণ মোদির

মার্সেই, ১২ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা যাওয়ার আগে ৩ দিনের ফ্রান্স সফরে গিয়ে বুধবার মার্সেইয়ের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শহরে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকারের ভূমিকা নিয়ে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্সেইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ফ্রান্সের এই শহর থেকেই বীর সাভারকার দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়েছিলেন। সেইসময় সাভারকারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি মার্সেই শহর তথা ফরাসিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বীর সাভারকারের সাহস বহু প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে।'

সাভারকারের ফ্রান্সে পদার্পণকে কোনও কোনও ঐতিহাসিক 'দ্য গ্রেট এস্কেপ' বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯১০-এ লন্ডনে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন সাভারকার। তাঁকে এইচএমএস মোরিয়া নামে একটি ব্রিটিশ জাহাজে করে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজ থেকে পালিয়ে যান সাভারকার। আশ্রয় নেন ফ্রান্সের মার্সেইয়ে। ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর প্রত্যর্পণ দাবি করে ব্রিটিশ সরকার। প্রাথমিকভাবে সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছিল ফ্রান্স। যার জেরে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক কূটনৈতিক টানাপোড়েন চলে। অবশেষে ব্রিটেনের প্রবল চাপে ফ্রান্স সাভারকারকে হস্তান্তরে রাজি হয়।

এদিন সেই সাভারকারকে মোদি স্মরণ করায় দৃশ্যতই খুশি শিবসেনা-ইউবিটি। উদ্ধব ঠাকরের দলের সাংসদ সঞ্জয় রাউত সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'বীর সাভারকারের ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে ফেলা অনুচিত। প্রধানমন্ত্রী মার্সেই গিয়ে ঠিক করেছেন। তাঁর উদ্যোগের প্রশংসা করা উচিত। আমাদের কাছে এটা গর্বের ব্যাপার।' রাউত আরও লিখেছেন, 'সাভারকারের আদর্শ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু তিনি যে একজন উঁচু দরের স্বাধীনতা সংগ্রামী, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

ভারতে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সাভারকার। রত্নগিরি জেলে থাকাকালীন হিন্দুত্ব নামে যে বইটি তিনি লিখেছিলেন, তা আরএসএস-বিজেপির আদর্শগত ভিত্তি বলে গণ্য হয়। বিপরীতে সাভারকারের হিন্দুত্ববাদের কড়া সমালোচনা করেছেন রাহুল গান্ধি সহ কংগ্রেসের বহু নেতা। এই পরিস্থিতিতে মোদির মার্সেই সফর যে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

জেডি ভান্সের সঙ্গে কথা নমোর

প্যারিস, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রতিরক্ষা-সংস্কৃতি থেকে তথ্যপ্রযুক্তি, ভারত-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক আদানপ্রদানের ইতিহাস বহু দশকের পুরোনো। সেই সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চলতি ফ্রান্স সফর। ৩ দিনের সফরে বীর সাভারকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফ্রান্সের মার্সেই শহরে নতুন ভারতীয় কনস্যুলেটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে মোদিকে ঘিরে প্রবাসী ভারতীয়দের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মোদির কনভয় মার্সেইয়ের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দু-পাশে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। তাঁদের উদ্দেশে হাত নাড়তে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। বুধবার তিনি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সঙ্গে সহ সভাপতি হিসাবে অংশ নেন আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্মেলনে।

এই সম্মেলনে আমেরিকার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তবে এআই প্রযুক্তি বিকাশের সমান্তরালে প্রধানমন্ত্রীর ফ্রান্স সফরে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ এবং স্টার্টআপ বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে।

কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও পারমাণবিক জ্বালানি এবং স্টার্টআপ নিয়ে আলোচনা করেছেন মোদি। সূত্রের খবর, এআই সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্সের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। সেখানে পরমাণু শক্তি ও ভারত-মার্কিন সাবমেরিন-বিধ্বংসী বিমান চুক্তি নিয়ে আলোচনা ফের শুরু করার ব্যাপারে দু-পক্ষ একমত হয়েছে।

হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেছেন। দুই নেতা এবং মার্কিন সেকেন্ড লেডি ঊষা ভান্স একসঙ্গে কফি উপভোগ করেছেন।

পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন পারমাণবিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারতকে তার শক্তি উৎসে বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করা।'

ফ্রান্স সফরে দৃশ্যত সন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি ও প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ সিএমএ-সিজিএম-এর কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেছি, যা শিপিং এবং লজিস্টিক্সে শীর্ষস্থানীয়। ভারত তার সামুদ্রিক ও বাণিজ্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করছে। আমাদের দেশ শিল্পপতিদের সঙ্গে সহযোগিতা, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' তিনি আরও লেখেন, 'ভারত-ফ্রান্স সরবরাহ, স্থায়িত্ব এবং বিশ্ব বাণিজ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে, যা আমাদের একটি উন্নত সামুদ্রিক ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও শক্তিশালী করে।'

ভারতীয় তরুণ-তরুণীদের অটোগ্রাফ দিতে ব্যস্ত নরেন্দ্র মোদি। পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ। মার্সেই শহরে।

মোদির বিমানে হুমকি, ধৃত

মুম্বই, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনদিনের ফ্রান্স সফর সেরে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। তার আগে তাঁর বিমানে জঙ্গি হামলার হুমকি দেওয়া ফোন পেল মুম্বই পুলিশ। ফোনটি এসেছে পুলিশের কন্ট্রোল রুমে। ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তদন্তে নেমে পড়ে। এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে ফোনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সে মানসিকভাবে স্থিতিশীল নয়। ফোনটি এসেছিল মঙ্গলবার।

আদালতে আততায়ীর মুখোমুখি রুশদি

নিউ ইয়র্ক, ১২ ফেব্রুয়ারি : তিন বছর আগে মারাত্মক ছুরি হামলার পর ফের সেদিনের সেই আততায়ী হাদি মাতারের সঙ্গে প্রথমবার দেখা হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক সলমন রুশদির।

২০২২ সালের অগাস্টে নিউ ইয়র্কের আর্টস ইনস্টিটিউটের মঞ্চে রুশদির ওপর হামলা হয়। হামলা চালান বছর ছাব্বিশের তরুণ হাদি মাতার। মঙ্গলবার (স্থানীয় সময়) নিউ ইয়র্কের এক আদালতে হত্যার চেষ্টায় অভিযুক্ত ওই তরুণের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেখানেই বিচারক ডেভিড ফোলের এজলাসে রুশদি মুখোমুখি হন হাদির।

এদিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুশদি সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, 'তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয়েছিল আমি মারা যাচ্ছি। এটাই ছিল সেই সময় আমার মনোভাব।' ওই সময় হামলাকারীকে আটকানোর জন্য যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের জন্যই তিনি প্রাণে বেঁচে যান বলে জানিয়েছেন বুকারজয়ী লেখক।

ভারতীয় কাশ্মীরি মুসলিম পরিবারের সন্তান রুশদি সাক্ষী দিতে গিয়ে হামলাকারীর মুখোমুখি হলেও তাঁর নাম মুখে আনেননি। নিজের স্মৃতিকথা 'নাইফ' বইতেও তিনি 'দ্য এ' বলে উল্লেখ করেছেন হামলাকারীকে।

রুশদি আদালতে বলেন, প্রথমে কেউ তাঁকে ঘুসি মারছে মনে হলেও পরেই টের পান, রক্তে তাঁর পোশাক ভিজে যাচ্ছে। হামলাকারী ১০ ইঞ্চি লম্বা ছুরি দিয়ে বারবার আঘাত করেছিলেন তাঁকে। রুশদির ভাষায়, 'উনি আমাকে বারবার মারছিলেন। আঘাত করছিলেন এবং কোপাচ্ছিলেন।' আদালতে এদিন হাজির ছিলেন রুশদির স্ত্রী র‍্যাচেল এলিজা গ্রিফিথসও।

ইঙ্গিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষায়

দুর্নীতিতে তলিয়ে ভারত ৯৬ নম্বরে

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা শিল্পায়নের চেয়ে ভারতে ঢের বেশি কথা হয় দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া নিয়ে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু কথার সঙ্গে বাস্তবের মিল কই? নেই। বরং যতদিন যাচ্ছে দুর্নীতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ভারত। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় সেই ইঙ্গিতই মিলেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন বলছে, গত এক বছরে দুর্নীতি সূচকের নিরিখে আরও তিন ধাপ নীচে নেমে গিয়েছে ভারত। বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে তার ঠাঁই হয়েছে ৯৬ নম্বরে। গত বছর ছিল ৯৩ নম্বরে।

জার্মানির বার্লিনে অবস্থিত সমীক্ষক সংস্থার প্রকাশিত ২০২৪ সালের 'করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স (সিপিআই) অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ডেনমার্ক। এরপরেই রয়েছে ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং নিউজিল্যান্ড।

দুর্নীতি সূচক (সিপিআই) তালিকায় ১৮০টি দেশ ও অঞ্চলকে সরকারি খাতের দুর্নীতির ধারণা অনুযায়ী শূন্য থেকে ১০০ স্কেলে স্থান দেওয়া হয়, যেখানে '০' সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত এবং '১০০' সর্বাধিক স্বচ্ছ। ২০২৪ সালে ভারতের স্কোর ৩৮, যা ২০২৩ সালে ছিল ৩৯ এবং ২০২২ সালে ছিল ৪০।

ভারতের পড়শি দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান ১৩৫তম, শ্রীলঙ্কা ১২১তম এবং বাংলাদেশ ১৪৯তম স্থানে রয়েছে। চিনের অবস্থান তুলনামূলকভাবে ভালো, ৭৬তম।

সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী, তথাকথিত উন্নত দুনিয়ার অনেক দেশের দুর্নীতির সূচক গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৯ পয়েন্ট থেকে ৬৫-এ নেমে ২৪তম স্থান থেকে ২৮তম স্থানে চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের অবস্থানও ২৫তম এবং জার্মানি ১৫তম স্থানে নেমে এসেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ সুদান ৮ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা পেয়েছে। এর পরেই রয়েছে সোমালিয়া (৯ পয়েন্ট), ভেনেজুয়েলা (১০ পয়েন্ট) এবং সিরিয়া (১২ পয়েন্ট)।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার প্রচেষ্টা বিশ্বজুড়ে ব্যাহত হচ্ছে। দুর্নীতির জন্যই ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের। এছাড়া দুর্নীতি সর্বব্যাপী হয়ে ওঠায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিস্থিতি। দুর্নীতি আজ সমস্ত দেশে মানবিক উন্নয়নের মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নতুন জীবনে পা রাখা হল না মুকেশ সিংয়ের

শ্রীনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি : আর কয়েকটা দিন পরই সাতপাঁকে বাঁধা পড়তে চলেছিলেন সেনাবাহিনীর নায়েক শহিদ মুকেশ সিং মানহাস। কিন্তু তা আর হল না। মঙ্গলবার জঙ্গিদের পুঁতে রাখা শক্তিশালী আইডি বিস্ফোরণে শহিদ হন মুকেশ। সেই বিস্ফোরণে আরও একজন সেনা জওয়ান শহিদ হন। জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর সেক্টরে টহল দেওয়ার সময় বিস্ফোরণের বলি হন তিনি। ২৯ বছরের মুকেশ সিং মানহাস বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে দু'সপ্তাহ-র ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। পরিজনেরা এখনও বিয়ের প্রস্তুতি সারতে ব্যস্ত। দুই দিদি বিবাহিত। ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁরাও মাতোয়ারা।

সাড়ে ন'বছর চাকরি করার পর বিয়ে করছেন মানহাস। সিয়াচেন, পঞ্জাব, কাশ্মীরের মতো জায়গায় সেনার কাজে দুর্দান্ত সফল। পরিজনদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও গর্বিত। শুধু গুলি চালনাতেই নয়, ক্রিকেটেও সমান দর মানহাস। গ্রামের ছেলেদের ক্রিকেট খেলার জন্য একটা পিচ তৈরির পরিকল্পনাও নিয়ে ফেলেছিলেন। স্বভাবতই বিয়ের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের পারদের মাত্রা বাড়ছিল গ্রামেও। বুধবার এক নিমেষে তা ঝিম মেরে গেল। মানহাসের কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে গেল সাম্বার ব্রি কামিলা গ্রাম।

এল অ্যান্ড টি কর্তা বিতর্কে

চেন্নাই, ১২ ফেব্রুয়ারি : ৯০ ঘণ্টা কাজের নিদান দিয়ে একবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন এল অ্যান্ড টি চেয়ারম্যান এসএন সুব্রহ্মণিয়াম। এবার বিভিন্ন সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পের কারণে কর্মচারীরা নিজেদের এলাকার বাইরে কাজে যেতে চান না বলে নতুন বিতর্ক বাধিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ে একটি সভায় তিনি বলেন, 'শ্রমিকরা এখন সুযোগ পেলেও বাইরে যেতে চান না। হয়তো স্থানীয় অর্থনীতি ভালো হচ্ছে। সরকারি প্রকল্পগুলির কারণেই হয়তো এমনটা হচ্ছে।' পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে শ্রমিকের অভাব নিয়ে এল অ্যান্ড টি-কর্তা বলেন, 'পরিযায়ীদের ক্ষেত্রে ভারত অদ্ভুতরকমের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। বহু মানুষ কাজের জন্য অন্যত্র যেতে রাজি হন না। গরিব কল্যাণ যোজনা, মনরেগা, জনধন ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মতো সরকারি সুবিধা পাওয়ার কারণে কেউই নিজেদের কর্মস্থল ছেড়ে যেতে রাজি হন না।'

যৌনাঙ্গে ডাম্বেল ঝুলিয়ে র‍্যাগিং ধৃত ৫

তিরুবনন্তপুরম, ১২ ফেব্রুয়ারি : মেডিকেল কলেজ, না গুয়ানতানামো বে বন্দিশিবির! একটি সরকারি নার্সিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ধরন দেখলে শিউরে উঠতে হয়।

নবাগত পড়ুয়াদের পোশাক খুলিয়ে চলত মারধর। যৌনাঙ্গে ডাম্বেল বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। এখানেই শেষ নয়, জ্যামিতি বাক্স থেকে কম্পাস নিয়ে গেঁথে দেওয়া হত শরীরে। মারধর করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হত দিনের পর দিন। এভাবেই র‍্যাগিংয়ের শিকার হতেন কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। শেষমেশ থাকতে না পেরে মুখ খোলেন নির্যাতিত তিনজন। তারপরই গ্রেপ্তার করা হয় তৃতীয় বর্ষের পাঁচ পড়ুয়াকে।

ঘটনাটি কেরলের কোট্টায়ামের একটি সরকারি নার্সিং কলেজের। সেখানে বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে টানা তিন মাস নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত বছরের নভেম্বর মাস থেকেই র‍্যাগিং শুরু হয়েছিল। প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের শরীরের নানা জায়গায় ধারালো জিনিস ফুটিয়ে দেওয়া, বেধড়ক মারধর, এমনকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখা সহ নানা ধরনের বিকৃত যৌন হেনস্তা করা হত। এরপর ক্ষতস্থানে লোশন লাগিয়ে সেই লোশন মুখে মাখিয়ে দেওয়া হত, যাতে সারা গা জ্বলে যেত। বাধা দিতে গেলে সেই লোশন পড়ুয়াদের মুখেও ঢেলে দেওয়া হত।

র‍্যাগিংয়ের ভিডিও রেকর্ড করে পড়ুয়াদের ব্ল্যাকমেল করত অভিযুক্তরা। তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুললে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার হুমকি দিত সিনিয়ার পড়ুয়ারা। তিন মাস মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করলেও শেষে আর থাকতে না পেরে প্রথম বর্ষের নির্যাতিত এক পড়ুয়া প্রথমে বাড়িতে সব জানান। এরপর আরও দুই নির্যাতিত পড়ুয়াকে নিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগ পাওয়ার পরই র‍্যাগিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তৃতীয় বর্ষের পাঁচ অভিযুক্ত পড়ুয়াকে। অভিযোগ, সিনিয়ররা জুনিয়রদের থেকে টাকাও তুলত মদ কেনার জন্য। যারা টাকা দিতে অস্বীকার করত, তাদের মারধর করা হত।

গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত পড়ুয়াদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। বুধবার তাদের আদালতে তোলা হলে প্রত্যেকের পুলিশি হেপাজত হয়।

অভিযুক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

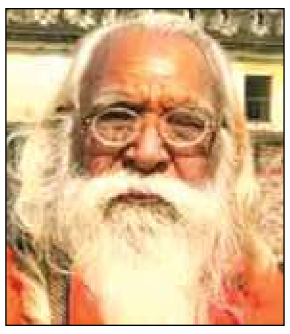

প্রয়াত রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : চলে গেলেন অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস। বুধবার লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার আগে ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। ২০ বছর বয়স থেকেই রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের কাজ করে আসছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আচার্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মহন্ত সত্যেন্দ্র দাসজির মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ভগবান শ্রীরামের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর অমূল্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। আমি তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের শক্তি দিতে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করছি। ওম শান্তি।' শোকপ্রকাশ করেন অমিত শা, যোগী আদিত্যনাথ।

সদ্যোজাতর মাথা খুবলে খেল কুকুর

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : শিউরে ওঠার মতো ঘটনা উত্তরপ্রদেশের ললিতপুরে। এক মৃত সদ্যোজাতের মাথা খুবলে খেল কুকুরের দল। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ললিতপুর মেডিকেল কলেজ চত্বরে। দায় এড়িয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আঙুল তুলেছেন পরিবারের দিকে।

জানা গিয়েছে, রবিবার মেডিকেল কলেজের মহিলা বিভাগে জন্ম হয় শিশুটির। অবস্থা ভালো না থাকায় তাকে স্পেশাল কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মীনাক্ষী সিং জানান, শিশুটির কিছু জন্মগত ত্রুটি ছিল। মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিকশিত হয়নি, মেরুদণ্ডও তৈরি হয়নি। বিকালেই মৃত্যু হয় তার। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়।

সদ্যোজাতের মাথা কুকুরে খুবলে খাওয়ার খবর সামনে আসতেই সরকারি হাসপাতাল চত্বরে এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা। স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, প্লাস্টিকের ব্যাগে করে শিশুটির দেহ পরিবারই সেখানে ফেলেছিল। দেহে থাকা হাসপাতালের ট্যাগ দেখেই শিশুটিকে শনাক্ত করা হয়। ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের একটি মেডিকেল টিম গঠন করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আলোকিত... মাঘীপূর্ণিমায় প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের ভিড়।

মহাকুম্ভে স্নান দেড় কোটিরও বেশি ভক্তের

লখনউ, ১২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার ভোরে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে মাঘীপূর্ণিমার পুণ্য অর্জনে সঙ্গমে ডুব দিলেন এক কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ। স্নানরত পুণ্যার্থীদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে বর্ষিত হল ২০ কুইন্টাল গোলাপের পাপড়ি। এদিনের স্নানের মধ্যে দিয়ে মাসব্যাপী কল্পবাসের পরিসমাপ্তি ঘটল। একই সঙ্গে শুরু হল প্রায় ১০ লক্ষ কল্পবাসীর মহাকুম্ভ থেকে প্রস্থান। অনুমান করা হচ্ছে প্রায় আড়াই কোটি পুণ্যার্থী কুম্ভে ডুব দেবেন।

কমল মূল্যবৃদ্ধির হার

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় কমে হল ৪.৩১ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে এই হার ছিল ৫.২২ শতাংশ। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৫.১ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৬.০২ শতাংশ হয়েছে। ডিসেম্বরে এই হার ছিল ৮.৩৯ শতাংশ এবং ২০২৪-এর জানুয়ারিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৩ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের খুচরো মূল্য কমায় তা সার্বিক মূল্যবৃদ্ধির হার কমাতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার লক্ষ্যমাত্রা হল মূল্যবৃদ্ধির হার ২-৬ শতাশের মধ্যে বেঁধে রাখা। সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অনেকাংশেই সফল হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত সপ্তাহেই রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছে আরবিআই। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে থাকলে আগামী দিনে রেপো রেট আরও কমানো হতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন বিশেজ্ঞরা।

মূল্যবৃদ্ধির হার কমলেও শিল্প বৃদ্ধির হার কমেছে। বুধবার কেন্দ্র জানিয়েছে, ডিসেম্বরে শিল্প বৃদ্ধির হার কমে ৩.২ শতাংশ হয়েছে। নভেম্বরে এই হার ছিল ৫.২ শতাংশ।

তেজস সরবরাহে সাফাই হ্যালের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : সময়মতো তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে না পারার জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা হ্যালের সমালোচনা করেন বায়ুসেনার প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং। বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি যা, তাতে হ্যালের ওপর আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। হো যায়েগা বললে কিছু হয় না।'

২০২৩ সালের অক্টোবরে তেজসের মার্ক-১ ফাইটার জেটের দু'আসনবিশিষ্ট নয়া প্রশিক্ষণ সংস্করণটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়েছিল বায়ুসেনার হাতে। প্রাথমিকভাবে বেঙ্গালুরুর সংস্থা হ্যালকে ৪০টি যুদ্ধবিমান এবং পরে ৮৩টি তেজস কেনার জন্য বরাত দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম বরাতের যুদ্ধবিমানের সবক'টি এখনও পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর ইয়ালেহাঙ্কা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে তিনি হ্যাল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন।

ঢিলেমির জন্য নয়, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণেই ভারতীয় বায়ুসেনাকে সময়মতো তেজস যুদ্ধবিমান সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি বলে সাফাই দিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'হিন্দুস্থান এরোনটিক্স লিমিটেড' (হ্যাল)।

হ্যালের চেয়ারম্যান ডিকে সুনীল তেজসের সরবরাহে দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'মানছি, বায়ুসেনা প্রধানের উদ্বেগ অযৌক্তিক নয়। তবে আমি বলতে চাই, তেজস সরবরাহে বিলম্বের কারণ আলসেমি নয়। আমাদের প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা ছিল, যা এখন সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।' চলতি বছরের শেষে তিনটি তেজস যুদ্ধবিমান সেনাবাহিনীকে দেওয়া হবে। আগামী তিন বছরের মধ্যে বরাত অনুযায়ী সব যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে দেওয়া হবে বলেও জানান হ্যালের চেয়ারম্যান।

গাজা দখল করবে আমেরিকা, হুংকার ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১২ ফেব্রুয়ারি : ইজরায়েল নয়, আমেরিকাই গাজা দখল করবে। প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে তৈরি হবে ঝাঁ চকচকে রিসর্ট এবং অফিস। মঙ্গলবার জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লার সঙ্গে বৈঠকের পর হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমরা জায়গাটি (গাজা) দখল করতে চলেছি। আমরাই এটি নিয়ন্ত্রণ করব। যাতে শান্তি বজায় থাকে সেটা নিশ্চিত করা হবে। কেউ প্রশ্ন তুলবে না। আমরা খুব ভালোভাবে যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করব।'

দিনকয়েক আগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক শেষে গাজার প্যালেস্তিনীয়দের প্রতিবেশী দেশ জর্ডন ও মিশরে স্থানান্তরের কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। সেই প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছিল হামাস ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। সেই সময় নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটে ট্রাম্প জানান, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাকে নতুন করে গড়ে তুলতে সেখানকার বাসিন্দাদের অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার অবশ্য স্পষ্ট করেই নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ট্রাম্প।

আমেরিকা কি গাজা কিনে নেবে? এক প্রশ্নে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উত্তর, 'গাজা আমাদের কিনতে হবে না... ওটা আমাদের কাছেই থাকবে। কেনার কোনও ব্যাপার নেই। এটি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। আমরা এর দখল নেব, আমরা ধরে রাখব, শেষপর্যন্ত এটিকে লালন-পালন করব। গাজায় মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এটি মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্য হতে চলেছে। আমি মনে করি এটি একটি হিরা হতে পারে।' গাজার প্যালেস্তিনীয়দের জন্য ভূমি বরাদ্দ করতে জর্ডন ও মিশর রাজি হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের মতে, আমেরিকা দীর্ঘদিন ধরে জর্ডন ও মিশরকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য করছে। ভবিষ্যতেও করবে। আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তারা প্যালেস্তিনীয় অভিবাসীদের গ্রহণ করবে। ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা যখন আন্তর্জাতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে তখন হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাতিলের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইজরায়েল।

প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, শনিবারের মধ্যে হামাস জঙ্গিরা পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো ৩৩ জন ইজরায়েলি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে না দিলে ফের অভিযানে নামবে তাঁর বাহিনী। এবারের গাজা অভিযান হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা পর্যন্ত চলবে। অন্যদিকে, হামাসের অভিযোগ, যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত মানছে না ইজরায়েল। প্যালেস্তিনীয়দের উত্তর গাজায় ফিরতে বাধা দিচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। এমনকি গাজা ভূখণ্ডে ত্রাণ পর্যন্ত ঢুকতে দিচ্ছে না তারা। ইজরায়েল যুদ্ধবিরতির যাবতীয় শর্ত পালন না করা পর্যন্ত সেদেশের নাগরিকদের মুক্তি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে হামাস।

ফের রুদ্রমূর্তিতে

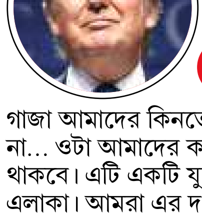

গাজা আমাদের কিনতে হবে না... ওটা আমাদের কাছেই থাকবে। এটি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। আমরা এর দখল নেব, আমরা ধরে রাখব, শেষপর্যন্ত এটিকে লালনপালন করব।

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাড়িতে বেশি করে মক টেস্ট দাও

২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিকে আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী নন্দিতা মোদক মোট ৯৩ শতাংশ এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্য এসেছে আলোচনা করলেন তিনি।

আমার সকল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ভাইবোনদের উদ্দেশে বলছি, তোমাদের পরীক্ষা চলেই এসেছে, পাঠ্যবইটি খুব ভালো করে পড়েছ তো? যদি এখনও ভালো করে পড়া না হয়ে থাকে, তবে এখন থেকেই জোরকদমে পড়া শুরু করে দাও। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে হলে তোমাদের সকলকে প্রতিটি বিষয়ের প্রাথমিক ধারণাগুলি ভালোভাবে বুঝতে হবে। পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়তে হবে। প্রথমেই একটি রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ধরে পড়তে হবে। তোমার যে বিষয়টি কঠিন বলে মনে হয় সেটিকে এড়িয়ে চললে হবে না, সেটি গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। প্রতিদিন একটি করে মক টেস্ট দিতে হবে।

তোমরা সকলে পাঠ্যবইয়ের যে সমস্ত জায়গা কঠিন বলে মনে হয় সেটি highlight করে রাখবে, যেন পরীক্ষার আগে চোখে পরে এবং রিভিশন দিতে পারো।

টপার্স টিপস

আমি প্রত্যেকটি বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছি। সব বিষয়কে মুখস্থ না করে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। আমি এডুকেশন বিষয়টিকে একেবারে আত্মস্থ করেছিলাম। শেষে বইয়ে এমন কোনও জায়গা ছিল না যে আমি মনে রাখার চেষ্টা করিনি। সমস্ত বিষয় তোমাদের বুঝে পড়তে হবে। যদি তোমরা না বুঝে পড়ো তাহলে সেটি খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে।

বেশি টেনশন করবে না, শরীর যেন সুস্থ থাকে সেদিকে নজর রাখবে। সুস্থ শরীর ও ভালো মন তোমাদের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

এই একটা মাস নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্টফোন ইত্যাদি থেকে দূরে রাখো। দেখবে এর ফল ভালো হবে। আমি নিজে সংকল্প করেছিলাম এবং আমি পরীক্ষার আগে কোনও স্মার্টফোন ব্যবহার করিনি। আমার ফোকাসটা সবসময় পড়ার দিকেই ছিল। প্রতিদিন আমি বিগত বছরের প্রশ্নপত্রের উপর তিন ঘণ্টার পরীক্ষা দিতাম সেইজন্য পরীক্ষার হলে আমি ঠিক সময় উত্তর লিখতে পেরেছি।

তোমরা প্রশ্নের উত্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখার চেষ্টা করবে, অযথা বেশি লিখে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এমনভাবে গুছিয়ে লিখবে যেন অল্পসময়েই তোমরা প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারো। প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে উদাহরণ লেখার চেষ্টা করবে সবসময়।

সবসময় খেয়াল রাখবে পরীক্ষার খাতা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। পরীক্ষক যেন খাতা দেখে খুশি হন। পয়েন্ট করে দুই রকমের কালি দিয়ে লেখার চেষ্টা করবে। বিভাগীয় প্রশ্নের উত্তরগুলো পরপর লেখার চেষ্টা করবে। খাতায় বেশি কাটাকাটি করবে না। সবশেষে বলি বিগত বছরের প্রশ্নপত্র খুব ভালো করে অনুশীলন করো, এতে প্রশ্নের ধরন বুঝতে সুবিধা হবে এবং মডেল টেস্টের মাধ্যমে অনুশীলন করো, এতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো এবং ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখো।

পদার্থবিদ্যার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী এবছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী Unit ধরে ধরে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হল।

উচ্চমাধ্যমিক ২০২৫

Unit 1 : স্থির তড়িৎ

১. সমবিভব তল কী? প্রমাণ করো তড়িৎ বলরেখা সমবিভব তলকে লম্বভাবে ছেদ করে।

২. তড়িৎ দ্বিমেরুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ওপর কোনও বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও বিভব নির্ণয় করো।

৩. গাউসের উপপাদ্য বিবৃত করো। এই উপপাদ্যের সাহায্যে একটি দীর্ঘ ঋজু সুষমভাবে আহিত সরু তারের নিকটবর্তী বিন্দুতে (অথবা আহিত পাতলা খোলকের ওপরে, ভিতরে ও বাইরের কোনও বিন্দুতে) তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করো।

৪. গাউসের উপপাদ্য থেকে কুলম্বের সূত্র প্রমাণ করো।

৫. একটি সমান্তরাল পাত ধারকের ধারকত্বের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো।

৬. একটি সমান্তরাল পাত ধারকের সমান্তরাল পাতদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব d। ওই পাতদ্বয়ের মধ্যে 't' (t<d) বেধের একটি কুপরিবাহী পাত প্রবেশ করালে ধারকত্ব কী হবে, তা নির্ণয় করো।

৭. 'a' বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দুতে যথাক্রমে +q, +q, -q ও -q আধান থাকলে ওই বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয়ের ছেদবিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্র প্রাবল্য ও বিভব নির্ণয় করো।

৮. বায়ু মাধ্যমে রক্ষিত একটি ঘনকের ভিতরে একটি আধান q আছে। ঘনকের প্রতিটি তল দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্স কত হবে?

৯. কোনও স্থানের তড়িৎবিভব $V=3x^2+2y^2+7z^2$, (2,3,5) বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো।

১০. একটি তড়িৎ দ্বিমেরুকে সুষম তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হলে সেটির স্থিতিশক্তির মান নির্ণয় করো। P দ্বিমেরু ভ্রামক বিশিষ্ট তড়িৎ দ্বিমেরুটিকে সুষম তড়িৎক্ষেত্রে তার সুস্থির অবস্থান থেকে 180^0 কোণে ঘোরালে কত কৃতকার্য হবে?

Unit 2: চল তড়িৎ

১. অনুপ্রবাহ বেগ কাকে বলে? মুক্ত ইলেক্ট্রনের অনুপ্রবাহ বেগ বা বিচলন বেগ বা তাড়না বেগের ধারণা থেকে ওহমের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করো ?

২. তড়িৎবর্তনী সংক্রান্ত কির্সফের সূত্র দুটি বিবৃত করো। কির্সফের কোন সূত্র আধানের সংরক্ষণ নীতি ও কোন সূত্র শক্তির সংরক্ষণ নীতি মেনে চলে?

৩. কির্সফের সূত্র ব্যবহার করে হুইটস্টোন ব্রিজের প্রতিমিত অবস্থা প্রতিষ্ঠা করো।

৪. মিটার ব্রিজের কার্যনীতিটি লেখো। মিটার ব্রিজের প্রান্তীয় ত্রুটি কী ও এটি কীভাবে দূর করা যায়?

৫. পোটেনশিওমিটারের সাহায্যে কীভাবে একটি প্রদত্ত কোশের অভ্যন্তরীণ রোধ পরিমাপ করা হয়?

৬. কয়েকটি তড়িৎকোশ প্রথমে শ্রেণি ও পরে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করে R রোধ বিশিষ্ট বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হল। কী শর্তে উভয়ক্ষেত্রেই সমান প্রবাহমাত্রা পাওয়া যাবে?

৭. একটি তারকে টেনে তার দৈর্ঘ্যের n গুণ করা হল। মূল তারটির রোধ R হলে বর্ধিত তারের রোধ কত হবে?

৮. উষ্ণতার সঙ্গে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অতিপরিবাহী পদার্থের রোধাঙ্কের পরিবর্তন কেমন হয় তা লেখচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

৯. ভিন্ন উপাদানের দুটি তারের দৈর্ঘ্য, ব্যাস ও রোধাঙ্ক প্রত্যেকে 2:1 অনুপাতে আছে। এদের মধ্যে একটি তারের রোধ 20 ওহম হলে অপরটির রোধ নির্ণয় করো।

১০. সান্ট বলতে কী বোঝায়? বর্তনী চিত্রের সাহায্যে গ্যালভানোমিটারে ব্যবহৃত সান্টের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

Unit 3 : প্রবাহীর চৌম্বক প্রবাহ এবং চুম্বকত্ব

১. B মানের সুষম চৌম্বকক্ষেত্রে A ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি আয়তাকার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে I তড়িৎপ্রবাহ পাঠানো হলে কুণ্ডলীর ওপর প্রযুক্ত টর্কের রাশিমালা নির্ণয় করো।

২. বায়ো-সাভার্ট সূত্রের সাহায্যে r ব্যাসার্ধের একটি কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে I তড়িৎপ্রবাহ হলে বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন চৌম্বক আবেশ নির্ণয় করো।

৩. বায়ো-সাভার্ট সূত্রের সাহায্যে দীর্ঘ ঋজু অসীম দৈর্ঘ্যের তারের r দূরত্বে অবস্থিত কোনও বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র নির্ণয় করো।

৪. হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে e আধানের ইলেক্ট্রন r ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষে v গতিতে ঘুরে চলেছে। ইলেক্ট্রনে উদ্ভূত চৌম্বক ভ্রামকের মান নির্ণয় করো। এর থেকে বোর ম্যাগনেটনের রাশিমালাটি লেখো।

৫. 0.3 T সুষম চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপিত একটি দণ্ড চুম্বক, যার অক্ষ চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে 30^0 কোণে থাকলে 0.06 Nm টর্ক অনুভব করে। দণ্ড চুম্বকটির চৌম্বক ভ্রামক কত?

সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্কের রাশিমালাটি লেখো।

৭. পরস্পর d দূরত্বে অবস্থিত দুটি দীর্ঘ সমান্তরাল তারের মধ্য দিয়ে একই দিকে যথাক্রমে i ও i' তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। তারগুলির মধ্যে একক দৈর্ঘ্যে যে বল ক্রিয়া করবে তার রাশিমালা নির্ণয় করো। উক্ত রাশিমালা থেকে 1 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহের সংজ্ঞা দাও।

৮. কোনও স্থানের বিনতি কোণ বলতে কী বোঝায়? পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন স্থানে ভূচুম্বকের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশদ্বয় সমান হবে?

ভূপৃষ্ঠে কোনও স্থানে ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক প্রাবল্য উল্লম্ব উপাংশের $1/\sqrt{3}$ গুণ হলে ওই স্থানের বিনতি কোণ কত?

৯. নিম্নলিখিত ধর্মগুলির ভিত্তিতে তিরশ্চৌম্বক, পরাচৌম্বক ও অয়শ্চৌমক পদার্থের মধ্যে তুলনা করো –

(i) চৌম্বক প্রবণতা (ii) চৌম্বক ভেদ্যতা (iii) চৌম্বক বলরেখা।

১০. 25 ওহম রোধ বিশিষ্ট একটি গ্যালভানোমিটার 1 mA তড়িৎপ্রবাহ নিরাপদভাবে বহন করতে পারে। গ্যালভানোমিটারটিকে 0 – 5 V পাল্লার ভোল্টমিটারে পরিণত করতে হলে গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে কত মানের রোধ কীভাবে যুক্ত করতে হবে?

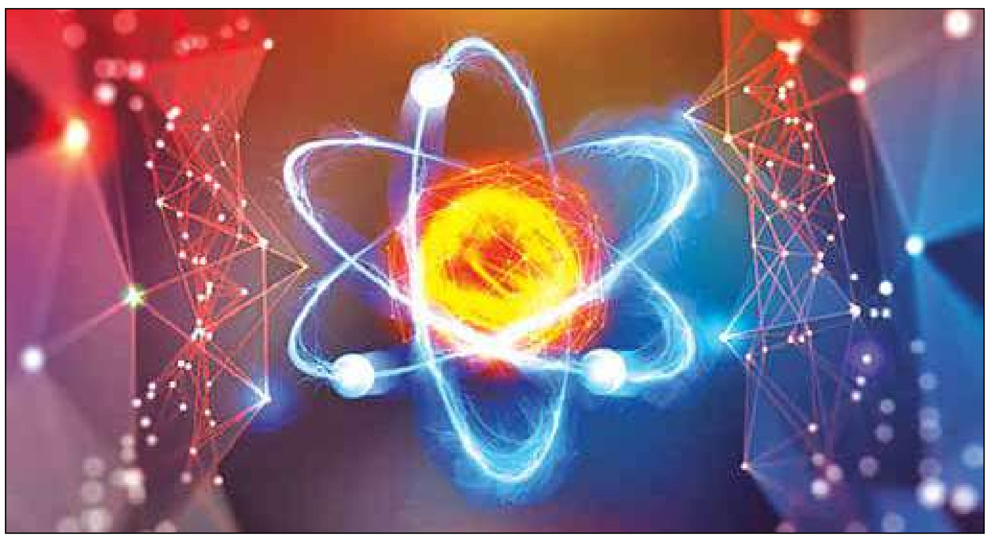

Unit 4: তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ

১. প্রমাণ করো LCR শ্রেণি বর্তনীতে অনুনাদী কম্পাঙ্ক $=1/\sqrt{(LC)}$

২. একটি কুণ্ডলীর স্বাবেশাঙ্ক 10 mH। কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ 25 A/s হারে পরিবর্তিত হলে কুণ্ডলীটিতে কত তড়িৎচালক বল আবিষ্ট হবে?

২. শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের সাহায্যে লেঞ্জের সূত্রটি ব্যাখ্যা করো।

৩. 1.5 m ব্যবধানে রাখা সমান্তরাল রেললাইনের ওপর দিয়ে 100 km/h বেগে একটি ট্রেন ছুটে গেলে রেললাইন দুটির মধ্যে আবিষ্ট তড়িৎচালক বল নির্ণয় করো। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ, $H=3.6\times10^{-5}$ T এবং বিনতি কোণ = $\tan^{-1}(1.036)$।

৪. ঘূর্ণিপ্রবাহ বলতে কী বোঝো? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

৫. একটি পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের সমীকরণ :

$e = 200 \sin(1000 t)$ V। এর rms মান ও কম্পাঙ্কের মান নির্ণয় করো।

৬. L স্বাবেশাঙ্কবিশিষ্ট I প্রবাহমাত্রা বহনকারী আবেশ কুণ্ডলীতে সঞ্চিত শক্তির রাশিমালা নির্ণয় করো।

৭. একটি বর্তনীর রোধ 50 ওহম, আবেশাঙ্ক 5 mH এবং ধারকত্ব 100 মাইক্রো ফ্যারাড। প্রযুক্ত পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের কোন কম্পাঙ্কে বর্তনী আবেশবিহীন রোধযুক্ত বর্তনীর ন্যায় ব্যবহার করবে?

৮. ওয়াটবিহীন প্রবাহ কী ?

৯. 50 পাকের একটি ঘন সন্নিকট তারের কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহমাত্রা 15 A ও কুণ্ডলীর ব্যাসার্ধ 0.25 m হলে কুণ্ডলীর কেন্দ্রে চৌম্বকক্ষেত্রের মান নির্ণয় করো।

১০. একটি সাইনধর্মী পরিবর্তী তড়িৎচালক বলের rms মান ও অর্ধচক্রে গড় মান নির্ণয় করো।

Unit 5 : তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ

১.তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের চৌম্বকক্ষেত্রের বিস্তার 2×10^{-7} Wb/m^2 হলে তড়িৎক্ষেত্রের বিস্তার কত হবে?

২. শূন্য মাধ্যমে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগের রাশিমালাটি লেখো।

৩. তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গে E ও B-এর সম্পর্কটি লেখো।

৪. শূন্যস্থানে 5×10^{12} Hz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট কোনও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এবং এই তরঙ্গটির দুটি ব্যবহার লেখ?

৫. নীচের তরঙ্গগুলিকে ক্রমবর্ধমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী সাজাও –

বেতার তরঙ্গ, X-রশ্মি, অবলোহিত আলো,গামা রশ্মি।

৬. দুটি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের নাম লেখো। এদের ধর্মের একটি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লেখো।

৭. দেখাও যে, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে তড়িৎক্ষেত্রের জন্য গড় শক্তি ঘনত্ব ও চৌম্বকক্ষেত্রের জন্য গড় শক্তি ঘনত্ব পরস্পর সমান।

৮. পয়েন্টিং ভেক্টর বলতে কী বোঝায়? এর রাশিমালাটি লেখো।

৯. তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের কোনও বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রের বিস্তার 3 V/m। ওই বিন্দুতে তরঙ্গগতির শক্তি ঘনত্ব ও তীব্রতা নির্ণয় করো।

১০. সরণ প্রবাহমাত্রা কাকে বলে? সরণ প্রবাহমাত্রার রাশিমালা লেখো।

Unit 6: আলোকবিজ্ঞান

১. একটি অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রমাণ করো

1/v+1/u= 1/f ; যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থযুক্ত।

অবতল দর্পণের সমীকরণ থেকে নিউটনের সমীকরণ প্রমাণ করো।

২. f_1 ও f_2 ফোকাস দৈর্ঘ্যের দুটি উত্তল লেন্সকে সংস্পর্শে রাখা হল। সমবায়টির তুল্য ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

20 cm ও 30 cm ফোকাস দৈর্ঘ্যের দুটি উত্তল লেন্সকে সমাক্ষীয়ভাবে পরস্পর স্পর্শ করিয়ে একটি লেন্স সমবায় গঠন করা হল। সমবায়টির তুল্য ফোকাস দৈর্ঘ্য ও তুল্য ক্ষমতা কত?

৩. একটি বস্তু ও পর্দার মধ্যে একটি উত্তল লেন্স রাখা আছে। লেন্সের দুটি অবস্থানে পর্দায় বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হল। যদি সদবিম্ব দুটির দৈর্ঘ্য L_1 ও L_2 এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য L হয় তাহলে প্রমাণ করো $L=(L_1L_2)^{1/2}$

৪. স্থায়ী ব্যতিচারের শর্তগুলি কী ?

ইয়ং-এর দ্বি-রেখাছিদ্র পরীক্ষায় ঝালর প্রস্থের রাশিমালা নির্ণয় করো।

৫. প্রিজম থেকে রশ্মি নির্গত না হওয়ার জন্য আপতন কোণের সীমাস্থ মান নির্ণয় করো।

৬. একক রেখাছিদ্র দ্বারা ফ্রনহফার অপবর্তনের অপবর্তন ঝালরে কেন্দ্রীয় চরম পটির বেধ নির্ণয় করো। পোলারয়েড কী? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

৭. হাইগেনসের নীতির সাহায্যে আলোর প্রতিফলন (অথবা প্রতিসরণ)-এর সূত্রগুলি প্রমাণ করো।

৮. বায়ুতে কাচ নির্মিত একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য 20 cm। লেন্সটিকে জলে ডোবানো হলে এর ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে? (কাচ ও জলের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 3/2 ও 4/3)

৯. যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কীভাবে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তা একটি রশ্মিচিত্রের সাহায্যে দেখাও এবং বিবর্ধনের রাশিমালাটি লেখো।

১০. ব্রুস্টারের সূত্রটি বিবৃত করো।

প্রমাণ করো, কোনও আলোকরশ্মি যদি সমবর্তন কোণে প্রতিফলকের ওপর আপতিত হয় তবে প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি পরস্পরের মধ্যে সমকোণ উৎপন্ন করে।

Unit 7 : পদার্থের দ্বৈত সত্তা এবং বিকিরণ

১. আলোকতড়িৎ ক্রিয়া সংক্রান্ত নিবৃত্তি বিভব বলতে কী বোঝো? নিবৃত্তি বিভব কি আপতিত আলোর প্রাবল্য ও কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল?

২. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ায় নিবৃত্তি বিভবের সঙ্গে আপতিত আলোর কম্পাঙ্কের লেখচিত্রটি আঁকো। এই লেখচিত্র থেকে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক ও সংশ্লিষ্ট ধাতুর কার্য অপেক্ষক কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

৩. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার কার্য অপেক্ষক কাকে বলে? প্রারম্ভ কম্পাঙ্কের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

৪. ডি-ব্রগলি প্রকল্পটি লেখো। ডেভিসন ও জার্মারের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করো।

৫. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখ। আলোক ইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

৬. 500 eV গতিশক্তিসম্পন্ন একটি ইলেক্ট্রনের ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

৭. একটি ধাতব পাতকে 2×10^{-7} m তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একবর্ণী আলোক দ্বারা আলোকিত করা হল। নির্গত ফোটোইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি eV এককে কত? ধাতুর প্রারম্ভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য 4×10^{-7} m।

৮. একটি ধাতুর কার্য অপেক্ষক 4 eV। সর্বোচ্চ কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ ওই ধাতু থেকে ফোটোইলেক্ট্রনের নিঃসরণ ঘটাতে পারবে?

৯. একটি মুক্ত ইলেক্ট্রনের গতিশক্তি দ্বিগুণ হলে তার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত গুণ হবে?

আলোকতড়িৎ প্রবাহমাত্রার উপর আপতিত আলোর তীব্রতা ও কম্পাঙ্কের প্রভাব কীরূপ?

১০. একই বিভব পার্থক্যের অধীনে একটি প্রোটন ও একটি আলফা কণাকে ত্বরিত করা হল। প্রোটন ও আলফা কণার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত?

(চলবে)

অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি

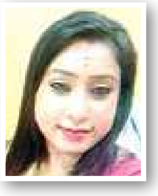

সঞ্চিতা মণ্ডল, *শিক্ষক*
কেদারনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাগডোগরা শিলিগুড়ি

অধ্যবসায় শিক্ষার্থীর সহজাত ক্ষমতা, দক্ষতা, গুণাবলি ও উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। প্রতিভা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের মিলিত প্রয়াসে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তেমনি অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।

পরীক্ষার আগে কীভাবে প্রস্তুতি :

* পড়াশোনা করার সময়সূচি তৈরি করতে হবে।

* মনকে সতেজ রাখতে প্রত্যেকটি টপিক পড়ার পর কিছুক্ষণ বিরতির প্রয়োজন।

* গুরুত্বপূর্ণ নোটের বিশেষ পয়েন্টগুলি দাগিয়ে, মুখস্থ করে লিখে ফেলতে হবে।

* মকটেস্ট বারবার দিতে হবে। ফলে সময়মতো পরীক্ষা শেষ করার অভ্যাস তৈরি হবে।

* যে বিষয়টি পড়া হয়েছে সেই বিষয় আয়নার সামনে অথবা পরিবার, বন্ধুদের কাছে মুখস্থ দাও। সম্পূর্ণ মুখস্থ না হলে নিজের মতো করে পয়েন্ট মাথায় রেখে গুছিয়ে বলতে হবে।

* গ্রুপ ডিসকাশনেরও বিশেষ দরকার। এর ফলে অনেক অজানা তথ্য উঠে আসবে, একঘেয়েমিও দূর হবে।

* স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করতে রিভিশনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বারবার রিভিশন বিষয়টিকে মনের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

নিজেকে সুস্থ রাখার টিপস :

* অতিরিক্ত টেনশন করা চলবে না, মনকে শান্ত এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে ধ্যান, ব্যায়াম খুবই উপযোগী।

* পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে, পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াও জরুরি।

* ঘুমোনোর পূর্বে কোনও ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করা উচিত নয় যা মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে।

নম্বর তোলার কৌশল :

* যে কোনও বিষয়েই পাঠ্যবই খুব ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। ফলে বাংলা ,ইতিহাস, ভূগোল, শিক্ষাবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর খুব সহজেই দিতে পারবে। পাশাপাশি রচনাধর্মী উত্তর লেখার ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে।

* সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন কেন, কে, কীভাবে এসবের উত্তর একসঙ্গে না দিয়ে প্যারা করে ভেঙে লিখবে।

* রচনা লেখার ক্ষেত্রে গঠনপ্রণালীর দিকে নজর দিতে হবে। বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ধারণা, ভাষাগত মাধুর্য এবং ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শুদ্ধ বানান, যুগোপযোগী শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করতে হবে।

* গণিত, ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ের সূত্র লিখে ধ্রুবক রাশি উল্লেখ করা এবং সংকেত সঠিকভাবে লিখবে।

সবশেষে তোমাদের বলব, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ভয়কে জয় করে সহজ-সরলভাবে আনন্দের সঙ্গে পরীক্ষার প্রস্তুতি নাও।

ইংরেজি কবিতার প্রস্তুতি

সঞ্চিতা কর্মকার, *শিক্ষক*
মিল্কি উচ্চবিদ্যালয়, ইংলিশ বাজার মালদা

একাদশ শ্রেণি ইংরেজি

My Last Duchess: Alfonso, the Duke of Ferrara-র সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত Dramatic monologue 'My Last Duchess' Victorian যুগের প্রসিদ্ধ কবি Robert Browning-এর এক নিখুঁত সৃষ্টি। Duke হলেন বক্তা এবং শ্রোতা একজন বার্তাবাহক যিনি কাউন্টের মেয়ের সঙ্গে Duke-এর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। কবিতাটির প্রকৃত শিরোনাম ছিল 'Italy'। পরবর্তীকালে কবিতাটির প্রথম লাইন থেকে শিরোনামটি নেওয়া হয়েছে – 'That's my last Duchess painted on the wall'.'My Last Duchess' – এই তিনটি শব্দ সমগ্র কবিতার মৌলিক বিষয়বস্তু ও 'My' শব্দের পুনরাবৃত্তি ডিউকের রক্ষণশীলতাকে তুলে ধরে। Duchess হলেন ডিউকের মালিকানাধীন ও অর্জিত। ডিউকের অধিকারবোধ বা megalomania তাঁর শেষ স্ত্রীকে তাঁর কাছে অন্যান্য সম্পত্তির মতো করে তোলে। 'Duchess' শব্দটি ডিউকের মৃত স্ত্রীর নামহীন উপস্থিতি ও ভিক্টোরিয়া যুগের অসংখ্য নামহীন duchess-এর প্রতিনিধি। অন্যদিকে, ডিউক একজন ব্যক্তি ও একটি শ্রেণির প্রতিনিধি। তিনি মার্জিত রুচি ও নিষ্ঠুরতার, আভিজাত্য এবং স্বার্থপরতার, ভদ্রতা এবং অহংকারের এক মিশ্রণ। তিনি একদিকে সম্পদ, মর্যাদা ও অহংকার এবং অন্যদিকে প্রতারণা, মালিকানা, ক্ষমতা, লোভ, হিংসা, হৃদয়হীনতা, কপটতা, দম্ভ, রুচি এবং শৈল্পিক বোধের বিষয়বস্তুকে মূর্ত করেছেন। তাঁর ক্ষমতা ও অহংকার এবং অধিকারের অনুভূতি ভিক্টোরিয়া অভিজাততন্ত্র এবং ইতালীয় রেনেসাঁস-এর প্রভাবকে মেলে ধরে।

এই poem থেকে কিছু প্রশ্ন নীচে দেওয়া হল –

1) What duality do you find in the personality of the Duke? (Marks 2)

2) What type of a lady was the Duchess? (Marks 2)

3) What characteristic trait of the Duke's character can be discerned when he refers to the bronze statue of Neptune? (Marks 2)

4) 'This grew; I gave commands/ Then all smiles stopped together' – Explain the lines. (Marks 2)

5) Analyse 'My Last Duchess' as a dramatic monologue. (Marks 6)

6) Compare and contrast the characters of the Duke and the Duchess. (Marks 6)

7) How does the poem present a patriarchal society and gender bias in that society? (Marks 6)

8) 'As if she ranked/ My gift of a nine-hundred-years-old name/ With anybody's gift' – Who is the speaker? Why, according to the speaker, should his gift be treated differently? (Marks 6)

ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

চন্দ্রাণী সরকার, *শিক্ষক*
নেতাজি উচ্চবালিকা বিদ্যালয় শিলিগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক প্রস্তুতি

পূর্ব প্রকাশের পর

চতুর্থ অধ্যায়

১. উডের ডেসপ্যাচ কী?

উত্তর : ভারতীয় বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যে সুপারিশ করেন, তাকেই বলে উডের ডেসপ্যাচ।

২. কে, কবে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : দয়ানন্দ সরস্বতী, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের নাম কী?

উত্তর : স্যর জেমস উইলিয়াম কোলভিল।

৪. শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা?

উত্তর : উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যানকে শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলা হয়।

৫. কে, কবে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান?

উত্তর : লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক, ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটান।

৬. নব্যবঙ্গীয় কারা?

উত্তর : উনিশ শতকে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে যে প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলনে যুক্ত ডিরোজিওর অনুগামীদের বলা হত নব্যবঙ্গীয়।

৭. কে, কবে নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

৮. গুলামগিরি গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর : জ্যোতিবা ফুলে।

৯. আধুনিক চিনের জনক কাকে বলা হয়?

উত্তর : সান - ইয়াত - সেন।

১০. সান ইয়াত সেনের আদর্শ কী ছিল?

উত্তর : সান ইয়াত সেনের আদর্শ ছিল সান মিন চু আই অর্থাৎ জনজাতীয়তাবাদ, জনগণতন্ত্রবাদ এবং জনজীবিকাবাদ।

১১. সাউকার কাদের বলা হত?

উত্তর : দাক্ষিণাত্যের সুদখোর মহাজনদের সাউকার বলা হয়।

১২. দলিত কারা?

উত্তর : ব্রিটিশ ভারতে নিম্নবর্গের পিছিয়ে পড়া অস্পৃশ্য হিন্দু জাতিকে দলিত বলা হয়।

১৩. কে, কবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৪. কবে, কোথায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়।

১৫ . চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কাদের বলা হয়?

উত্তর : চিনের শ্রমিকদের বিদেশে কাজে পাঠানোর আগে নিয়োগকর্তা বা এজেন্টরা শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় কাজ করার এক চুক্তিতে আবদ্ধ করত। এই ধরনের শ্রমিকরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নামে পরিচিত।

পাঁচ ও পঞ্চাশের নিবিড় বাঁধন

আয়ুষ্মানের মুশকিল আসান দিয়া

শ্যামলী তালুকদার
শিক্ষিকা, মালদা

আজ ২৯ মাঘ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে বিজয়ার। গত নয় মাসে সে দেখেছে কীভাবে প্রতিটা দিন লড়াই করেছে তার একমাত্র কন্যা নিজের সন্তানকে পৃথিবীতে আনার জন্য। শারীরিক অস্থিরতায় একটা রাত চোখ বুঝতে পারতনা মেয়ে। যত্নে ত্রুটি ছিলনা। বহুদিন একঘেয়ে জীবনে আলুনি হয়ে পড়েছিল। নাতি হোক বা নাতনি তাকে ঘিরে নতুন করে স্বপ্ন দেখে বিজয়া।

সকাল ৯.৫০। নার্স ও.টি থেকে বেরিয়ে জানাল-'ছেলে হয়েছে'।

সাথে সাথে বাইরের পরিবেশ উৎফুল্লতায় ভরে উঠলো। সবার মাঝে যে মানুষটি এই মুহূর্তের জন্য সবচেয়ে বেশি অপেক্ষা করেছিল সে মানুষটা হঠাৎ অদৃশ্য। সে আগে থেকেই কোন ওয়ার্ডে মেয়ে থাকবে কোন বেডে তার নাতি শোবে তার তদারকি করতে নার্সের পেছন পেছন দৌড় দিয়েছে। তার এই পাগলামিতে সবাই একটু অপ্রস্তুত,যদিও তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ফুটফুটে এক আলো এসেছে তার ঘরে।

দিন যায় এইভাবে দুজন প্রবীণ আর নবীন প্রাণ একাত্ম হয়ে পরস্পরের প্রশ্রয়ে বড় হয়ে চলে। আয়ুষ্মান। বিজয়ার মেয়ে শ্রাবণী যত্ন করে তার ছেলের নাম রেখেছিল আয়ুষ্মান। যদিও বিজয়ার কাছে সে অরণ্য। অরণ্য দিনে দিনে বড় হয় আর দিয়ার সাথে তার রসায়ন আরও গভীর হতে থাকে। দুর্দান্ত দুষ্টুমির জন্য মা যখন তাকে বকে

দিদার আদরে মুখে হাসি আয়ুষ্মানের।

> কেন? দিয়া বাড়ি।

সে বলে-'আমি চলে যাব,আমায় বের করে দাও বাড়ি থেকে'। মা বলে-'কোথায় যাবি তুই? 'তার স্পষ্ট জবাব- 'কেন? দিয়া বাড়ি।'

শ্রাবণী নিজের ঠেলে আসা হাসিকে যতটা সম্ভব গম্ভীরভাবে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে।

দিয়া বাড়ি আর দিয়া যে তার আয়ুষ্মানের কাছে মুশকিল আসান তা এই ছোট্ট ৫ বছরের জীবনে সে বুঝে গিয়েছে। এক বৃষ্টির দিনে আয়ুষ্মান চুপ করে সবার আড়ালে বর্ষার প্রথম বৃষ্টির মজা লুটেপুটে নেয়। তার এই মজার ফল পরের বেলা থেকেই তাকে কড়াই-গন্ডায় মেটাতে হয়।রাতে তার ধুম জ্বর।জ্বরের ঘোরে ছেলে শুধু তার দিয়ার কাছে যাওয়ার বায়না ধরে।একে ছেলের জ্বর ছাড়েনা,তার উপর এমন অন্যায় আবদার।এই আবদার তার মাতৃত্বের অহংকার কে কোথাও যেন খর্ব করে। বিপরীতধর্মী চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত শ্রাবণী মনস্থির করে যাই হোক এবার সে নিজেই তাকে সুস্থ করবে। অসুস্থ ছেলের জিদকে সে প্রশ্রয় দেবেনা। খুব সুকৌশলে সে ছেলের অসুস্থতার খবর বাবার বাড়িতে চেপে যায়। এদিকে

ছেলের জ্বরের প্রকোপ কমলেও সে দুর্বল ও মনমরা হতে থাকে দিনে দিনে। শ্রাবণীর শ্বশুরবাড়ির সকলেই বিষয়টা লক্ষ করে,কিন্তু শ্রাবণীর রাগের মুখে কেউ পড়তে চাইনা। ছেলের ভাবের এমন পরিবর্তন দেখে শেষে তাকে নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় শ্রাবণী। শরীরের তেমন কোন গোলযোগ না দেখে অবশেষে ছেলের বিষয়ে সমস্তটা জানতে চাই শিশুবিশেষজ্ঞ। শ্রাবণীর সব কথা শুনে তাকে সত্বর বিজয়ার সাথে যোগাযোগ করতে বলে ডাক্তারবাবু।ফিরে এসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকে ফোন করে সবটা জানায় শ্রাবণী।কথা শেষ না হতেই ছুটতে ছুটতে এক কাপড়ে বিজয়া হাজির হয়। উদ্ভ্রান্ত মাকে দেখে শ্রাবণী নিজে খানিকটা লজ্জায় পড়ে। কিন্তু বাড়ির থমথমে পরিবেশ দিদা ও নাতির সাক্ষাৎ হতেই যেন অন্তর্হিত হয়। সিংহভাগ রোগ সেরে যায় আয়ুষ্মানের এক সাক্ষাতেই। হঠাৎ করে নিজের নুইয়ে পড়া ছেলের এমন অনুকূল পরিবর্তনে সত্যিই অবাক হয়ে যায় শ্রাবণী। সে বোঝে মায়েরও অতিরিক্ত কিছু সম্পর্ক থাকে। আত্মার সম্পর্ক হয়তো নাড়ির সম্পর্ক থেকেও ধনী। শ্রাবণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর ভাবে 'বেঁচে থাকুক এই ভালোবাসাগুলো'...

ভারত ভ্রমণকারীকে সংবর্ধনা

রায়গঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : ৫০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে নজর কেড়েছেন মহারাষ্ট্রের নাসিকের ত্রম্বকেশ্বর গ্রামের ৩১ বছর বয়সি শচীন রঙ্গনাথ শিন্ডে। সোমবার রাতে রায়গঞ্জে এসে পৌঁছাতেই তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করল বিশ্ব বাংলা প্রতিবন্ধী সমিতির সদস্যরা।

শচীন জানান, ছোটবেলাতেই বাঁ পা ও বাঁ হাত পুরোপুরি জটিল পোলিও রোগে অসাড়। এরকম পরিস্থিতিতে মায়ের মৃত্যু এবং বাবা দূরে সরে যাওয়ায় অনাথ হয়ে পড়ি। পড়াশোনাও হয়নি, তাই স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে কাজ করতাম।

তাঁর কথায়, '২০১২ সালে সাইকেলে চেপে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ সহ উত্তর ভারত ভ্রমণ করি। তারপর ২০১৭ সালে সাইকেল নিয়ে নেপালে যাই। তারপর গত বছর জুন মাসের ২৬ তারিখ জমানো টাকা পকেটে ভরে ঘর ছেড়ে বের হই। বিগত ৮ মাসে ভারতে অনেক কিছু দেখেছি ও শিখেছি।'

প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে এভাবে ভারত ভ্রমণে বের হওয়ার প্রশংসা করে সংবর্ধনা প্রদান করে বিশ্ব বাংলা প্রতিবন্ধী সমিতি। সংগঠনের সম্পাদক গৌর সরকার বলেন, 'আমাদের তো এই মানসিকতারই লোক চাই। এতে আমরাও মানসিকভাবে শক্তি পাব।'

তৃষ্ণার বারি...

দাদুর হাতে জলপান। বুধবার সাদুল্লাপুর গঙ্গাঘাটে। - স্বরূপ সাহা

আত্রেয়ীর বাঁধ ভাঙাও রাজনীতির তর্জার ইস্যু

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : শুখা মরশুমেই ভেঙেছে নদী বাঁধ। এক বছরের মধ্যে এমনভাবে এই নদীবাঁধের ভাঙন নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন। কেন নদী বাঁধ করতে গিয়ে রডের ব্যবহার করা হল না সেই প্রশ্ন উঠেছে। মূলত এমনভাবে অপরিকল্পিত বাঁধ গড়ে আসলে বছর বছর কাটমানি খাওয়ার রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপি জেলা সভাপতির। যাঁরা এমন অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক বলেও দাবি তুলেছে বিজেপি।

বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর দাবি, 'এক বছর আগে যখন এই বাঁধ নির্মাণের কাজ হচ্ছিল, তখনই আমরা সেখানে বিক্ষোভ দেখিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলাম। কিন্তু আমাদের দাবির কর্ণপাত না করে অপরিকল্পিতভাবে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্ষায় এমন ঘটনা ঘটলে কত মানুষের প্রাণহানি হতে পারত।'

> বছর বছর সংস্কারের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করে আসলে কাটমানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগে তদন্ত হোক, তারপর সংস্কারের টাকা বরাদ্দ হোক।
>
> **স্বরূপ চৌধুরী**
> জেলা সভাপতি, বিজেপি

আত্রেয়ীর জল ধরে রাখতে নদী বরাবর তৈরি হওয়া দুই মিটার উচ্চতার ড্যামটি ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একবছরের মধ্যেই প্রায় ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ড্যামের একাংশ ভেঙে পড়ে। গত রবিবার রাতে আত্রেয়ীর পশ্চিমপাড় অর্থাৎ চকভৃগুর দিকে ড্যামের পাশেই নির্মিত বাঁধ কংক্রিটের সিঁড়ি ভেঙে জলে তলিয়ে যায়। পরে নদীর উপর নির্মিত স্লুইস গেট ও ড্যামের লোহার কংক্রিটও ভেঙে পড়েছে। যা নিয়ে হইচই বালুরঘাট শহরে। আর এই বাঁধ নির্মাণের প্রক্রিয়া নিয়েই উঠতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন।

একই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদেরও। তাঁদের মতে, বাঁধ নির্মাণের সময় থেকেই অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁরা। সেই সময় পুলিশ সহ নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এখন প্রমাণ হয়েছে সেদিন গ্রামবাসীরাই সঠিক কথা বলেছিলেন।

এদিকে আত্রেয়ী নদীর পশ্চিম প্রান্তে বালির বস্তা দিয়ে জল আটকানোর চেষ্টা শুরু হলেও, নদীর মাঝখানে থাকা বস্তাগুলি সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গতকালের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রমিককে কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। সেচ কর্তাদের মতে, আত্রেয়ী বাঁধ তৈরির সময় নদীর মাঝে রাখা হয়েছিল প্রচুর বালির বস্তার স্তূপ। তৈরি হয়ে যাওয়ার পর জল ছেড়ে দেওয়ায় ওই বালির বস্তাগুলি ডুবে গিয়েছিল। সেগুলো না সরানোর কারণেই পশ্চিমদিকে ক্রমশ বাড়ছিল জলের চাপ। সেই চাপেই বাঁধে এই বিপত্তি ঘটে।

কম্পোজিট গ্র্যান্টের অর্থ দাবি শিক্ষকদের

রায়গঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আইটিসি প্রোজেক্ট চালু এবং কম্পোজিট গ্র্যান্টের অর্থ প্রদানের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উত্তর দিনাজপুরের জেলা কমিটি। এদিন সর্বশিক্ষা মিশনের জেলার ডিইও-র মাধ্যমে রাজ্যের প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, 'জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষক না থাকায় হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডের মার্কস এন্ট্রিতে সমস্যা হচ্ছে। তাই জেলার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আইটিসি প্রোজেক্ট চালু করে কম্পিউটার ও তার প্রশিক্ষক দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ২০২৪ এর মতো ২০২৫ সালের কম্পোজিট গ্র্যান্টের অর্থ এখনও ঢোকেনি। সেই বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।'

বিয়েবাড়ির ভাড়ায় যাচ্ছে বেসরকারি স্কুলবাস

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : নম্বর প্লেট ছাড়াই চলছে বেসরকারি স্কুলের বাস। তাতেই যাতায়াত করছে পড়ুয়ারা। এমনকি বাসগুলি বিয়ে বা অনুষ্ঠানেও ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ইতিমধ্যে তারা জেলা পরিবহণ দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এবার স্কুলবাস ও পুলকারগুলির জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। পরিবহণ, পুলিশ, শিক্ষা দপ্তর ও অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করে এই গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পুলকারগুলিকে আলাদা করে হলুদ ও নীল রং দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। বৈধ কাগজ থাকাও বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক পড়ুয়ার জন্য থাকবে সিট বেল্ট। কাচ হতে হবে বাইরে থেকে দৃশ্যমান। ব্যাগ রাখার জায়গা, ফার্স্ট এইড বক্স থাকা বাধ্যতামূলক। একইসঙ্গে প্রতি স্কুলে একজন করে ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজার থাকবেন। তিনি নিকটবর্তী পরিবহণ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। কিন্তু রায়গঞ্জ শহরে পুলকার বা স্কুল বাসগুলিতে এসবের ব্যাপার নেই। এছাড়াও নতুন বাস বা পুলকার এনে নম্বর প্লেট ছাড়াই চালানো হচ্ছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায় কে নেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সঞ্জীব রায় নামে এক অভিভাবকের বক্তব্য, 'আমার ছেলেমেয়ে প্রতিদিন স্কুল বাসে যাতায়াত করে। কিন্তু বাসগুলি একেবারে সরকারি নিয়ম মেনে চলে না।' একটি বেসরকারি স্কুলের মালিক নীরদ রায়ের দাবি, 'নিয়ম মেনে আমাদের পুলকারগুলি ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে চলাচল করে। নম্বর প্লেট বা পারমিটবিহীন কোনও পুলকার চলে না।'

উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্লাবন প্রামাণিকের কথায়, 'বেশ কয়েকটি স্কুলবাস আজও নম্বর প্লেট ও পারমিট ছাড়াই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে ও আসছে। ওই বাসে দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কে নেবে?' তাঁর আরও মন্তব্য, 'স্কুল বাসগুলিকে বিয়েবাড়িতে খুব কম টাকায় ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। এভাবে হয় না। জেলা পরিবহণ দপ্তরকে অভিযোগ জানানো হলেও এখনও বন্ধ হয়নি।'

বিষয়টি নিয়ে কড়া জবাব দিয়েছেন জেলা পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সুশান্ত অধিকারী। তাঁর কথায়, 'এভাবে কোনওমতেই স্কুলবাস চালানো যাবে না। বিয়ে বা অনুষ্ঠান বাড়িতে ভাড়া দেওয়া যাবে না। অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি দেখছি।'

স্ল্যাব বসিয়ে বিকল্প রাস্তা

মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ড্রেনের ১০০ মিটার অংশে স্ল্যাব বসিয়ে চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করলেন কাউন্সিলার। খুলেছে যানবাহন চলাচলের বিকল্প পথ। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন এলাকার মানুষ।

বেশিরভাগ এলাকাবাসীর বাড়ির আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দারপুর এলাকার এই হাইড্রেন। সাফাইয়ের অভাবে গজিয়ে উঠেছিল বড়বড় গাছগাছালি। অসামাজিক কাজকর্মের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল এই জায়গাটি। অবশেষে এলাকাবাসীর আবেদনে হাইড্রেন বন্ধ করার পাশাপাশি চলাচলের জন্য বিকল্প রাস্তাও খুলে গেল স্থানীয়দের জন্য।

বিজন কর নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'হাইড্রেনের এই অংশ জুড়ে ছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। স্ল্যাব হওয়ায় আমরা খুশি।' উত্তম সাহা নামে আরেক ব্যক্তি বলেন, 'চরম ভোগান্তির মধ্যে বসবাস করছিলাম আমরা। রাস্তা তৈরি হয়ে যাওয়ায় সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছি আমরা।'

কাউন্সিলার নিবেদিতা কুণ্ডুর কথায়, 'ড্রেনের দুধারের মানুষেরাও তাঁদের বাড়ির আবর্জনা ফেলছিলেন ড্রেনের মধ্যে। মানুষকে এই ভোগান্তি থেকে উদ্ধার করতে হাইড্রেনটির উপর স্ল্যাব বসিয়ে চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নিই। সপ্তাহ খানেক আগেই এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।'

ফুট ব্রিজের কলাম নির্মাণ শুরু

২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পুরোদমে কাজ। গঙ্গারামপুরে। - জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে শুরু হল গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে নির্মীয়মাণ ফুট ওভারব্রিজ। স্টেশনের ১নম্বর প্লাটফর্ম ও নির্মীয়মাণ ২নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে এই ফুট ওভারব্রিজের এক প্রান্তের কলামের কাজ হয়েছে। যদিও এই ফুট ওভারব্রিজের কাজ প্রায় একবছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। এবার এই ফুট ওভারব্রিজ দৃশ্যমান হওয়ায় খুশি গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটি সহ সাধারণ মানুষ।

এই মুহূর্তে গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনের একাধিক নির্মাণকাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ১নম্বর ও নির্মীয়মাণ ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ফুট ওভারব্রিজের কাজ। এতদিন পর্যন্ত ফুট ওভারব্রিজের পিলার বসানোর কাজ চলছিল। এবার ১নম্বর প্ল্যাটফর্মে কলাম বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দু মাসের মধ্যে ফুট ওভারব্রিজের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ হবে বলে জানান নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ইঞ্জিনিয়ার।

গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনের ফুট ওভারব্রিজের নির্মাণকাজের যুক্ত ইঞ্জিনিয়ার জগন্নাথ মণ্ডল জানান, 'ফুট ওভারব্রিজের এক প্রান্তের কলামগুলো আমরা দাঁড় করিয়েছি। আরও কিছু কাজ আমাদের বাকি রয়েছে। আশা করছি আগামী এক দুমাসের মধ্যে পুরো ফুট ওভারব্রিজের কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাবে।'

গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে নির্মাণকাজের অগ্রগতি প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের সিপিআরও সব্যসাচী দে জানান, 'আমাকে একটু খবর নিয়ে জানাতে হবে।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

মালদা মেডিকেল কলেজ	
এ পজিটিভ	৬১
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	২৭৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৩১
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	২৬০
ও নেগেটিভ	১
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)	
রায়গঞ্জ মেডিকেল	
এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
বালুরঘাট হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	৩
এবি পজিটিভ	৩৭
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৫
ও নেগেটিভ	০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

থ্যালাসিমিয়া নির্ণয়

মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিবাহের পূর্বে রাশি বা কোষ্ঠী বিচার নয়, আগে করুন রক্ত পরীক্ষা ও থ্যালাসিমিয়া নির্ণয় এই স্লোগানকে সামনে রেখে মালদা পলিটেকনিকে অনুষ্ঠিত হল সচেতনতা শিবির। মালদা পলিটেকনিকের উদ্যোগে সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ও ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস মালদা জেলা শাখার সহযোগিতায় মালদা পলিটেকনিকে ভয়াবহ থ্যালাসিমিয়া ও রক্তদাতা উদ্বুদ্ধকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১৮৯ জন ছাত্রছাত্রীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। প্রথম পর্বে উদ্বুদ্ধকরণ শিবিরে আলোচনা করেন মালদা পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ স্নেহাশিস গুহ, মালদা পলিটেকনিকের অধ্যাপক শান্তানু চক্রবর্তী, মালদা মেডিকেল কলেজের থ্যালাসিমিয়া বিভাগের কাউন্সিলার অপরাজিতা সরকার প্রমুখ।

হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে বৃক্ষরোপণ

সমীর বাসফোর (ডানদিক থেকে দ্বিতীয়জন) ও তাঁর বন্ধুরা। বুধবার।

মন ভালো করা

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে শখের জিনিস মোটামুটি আমরা সবাই কিনে থাকি। কিন্তু হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে সেই টাকা দিয়ে সমাজ বা প্রকৃতি সেবার উদাহরণ কিন্তু বিরল। সেই বিরল কাজই করে দেখাল গঙ্গারামপুরের কিছু পড়ুয়া। শুধু নিজের জন্য নয় সকলের কথা ভেবে, স্রেফ ভালো করার প্রচেষ্টায় তাঁদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে গঙ্গারামপুর থানা চত্বরে সাতটি মেহগনি গাছ লাগালেন গঙ্গারামপুর কলেজের পড়ুয়া সমীর বাসফোর ও তাঁর বন্ধুরা। দিন দিন যেভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বৃক্ষরোপণই একমাত্র সমাধান বলে মনে করছেন সমীর ও তাঁর বন্ধুরা। সেই ভাবনা থেকেই তাঁদের এই বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুর থানা চত্বরে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র, গঙ্গারামপুর টাউন বাবু বিশ্বজিৎ বর্মন, ডিআইও কৈলাস এবং কনস্টেবল বিপ্লব রায়, সঞ্জয় সাহা ও সমীর বাসফোর। এর আগেও সমীর ও তাঁর বন্ধুরা থানার সহযোগিতায় গঙ্গারামপুরে রাস্তায় ঘুরে বেরানো গোরুদের গলায় রেডিয়াম বেল্ট পরানোর কাজ করেছিলেন। বৃক্ষরোপণ প্রসঙ্গে সমীর বাসফোরের কথায়, 'দিন দিন যেভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন শুরু হয়েছে তার প্রতিকার হিসেবে আমরা গাছ লাগানোর পরিকল্পনা করেছি। আমরা আমাদের হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে এই সমাজসেবামূলক কাজগুলো করার চেষ্টা করি।'

আলোকমালার সাজ জামে মসজিদে

মালদা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার শবেবরাত। বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত শবেবরাতের বিশেষ ইবাদতের সময়সীমা। ফলে জোড় প্রস্তুতি চলছে মসজিদে মসজিদে। আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ঘরবাড়ি। নফল রোজা পালন, বিশেষ নমাজ পাঠ, কবর জিয়ারতে কবরস্থানে যাওয়া ইত্যাদি ধর্মীয় আচার এই উৎসবের অঙ্গ। শবেবরাতের ১৫ দিন বাদেই রমজানের সূচনা। মানসিকভাবে সেই প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যাচ্ছে শবেবরাতের মধ্যে দিয়ে।

উত্তর পিরোজপুর জামে মসজিদ সেজে উঠেছে আলোকমালায়। বিবিগ্রাম বড় মসজিদও বাদ পড়েনি। শবেবরাত বা সৌভাগ্য রজনীর ধর্মীয় আচার পালনে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে মালদার মুসলিম মহল্লাগুলিতে। হায়দারপুর থেকে মিরচক, মহেশমাটি, বক্ষাটুলি সর্বত্র উৎসবের ধুম।

শহর মুসলিম কমিটি 'আটকোশির' সম্পাদক মহম্মদ আসিফ হোসেন বলেন, 'আরবিতে 'শব' মানে রাত, আর বরাত মানে 'সৌভাগ্য'। অর্থাৎ সৌভাগ্যের রাত। আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য মানুষ সারারাত জেগে উপাসনায় মত্ত থাকেন। অনেকেই ছুটে যান কবরস্থান, মাজারে। আবার অনেকের বাড়িতে ফাতেহা শিরনিখানি হয়ে থাকে। আটকোশির তরফে চার্চপল্লি কবরস্থানকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। লোক সমাগমের কথা মাথায় রেখে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পুরাতন ও নতুনের মেলবন্ধনের প্রতিযোগিতা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : আলপনা শিল্পকে আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে অভিনব উদ্যোগ নিল বালুরঘাটের আতশ ও স্ব শিল্পী সংস্থা। সেই উপলক্ষ্যে খোলা আকাশের নীচে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেখানে তিনটি বিভাগে প্রায় ৫০ জন অংশ নেন। মার্চ মাসে বিজয়ীদের আর্ট ফেস্টে পুরস্কৃত করা হবে।

বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন এলাকায় বাংলার আলপনা ও শরা অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল এদিন। বিগত চার বছর ধরে উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠান করে চলেছেন। মার্চ মাসের শুরুতেই তাদের আর্ট ফেস্ট ফ্লো

২৫ রয়েছে। এদিন এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারই সূচনা করা হল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় বহু শিল্পী রয়েছেন। যাদের ইচ্ছে থাকলেও সেই প্রতিভা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন না। সেই জায়গা থেকে শিল্পীদের প্রতিভা প্রকাশের আলোতে নিয়ে আসতে এমন অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে এই শিল্পী সংস্থা।

এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলেছে। যেখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগী আলপনা ও শরা এঁকেছেন। বাঙালির চিরাচরিত আলপনার বাইরেও আধুনিক তুলির টানেও আলপনা চলেছে এদিন। প্রতিযোগিতার জন্য অনলাইনে আবেদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। যেখানে প্রায় ৩০ জন আবেদন করেন। পতিরাম থেকে আসা শিল্পী লাবণি সরকার বলেন, 'প্রায় চার বছর ধরে আলপনা আঁকছি। ছবিও আঁকি। গ্রাম বাংলার আলপনাকে তুলে ধরতে এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।'

উদ্যোক্তা নেপাল দাসের কথায়, 'মা, ঠাকুরমারা আগে আলপনাকে পুজো -পার্বণে ব্যবহার করতেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরাতন ও নতুনের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছি। আলপনাও চিত্রকলার একটি অঙ্গ। এদিন ১০ থেকে ২০ বছর, ২১ থেকে ৪০ বছর ও ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে এই তিনটি বিভাগের আলপনা প্রতিযোগিতা চলেছে। বিজয়ীদের আমরা মূল অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করব ও সকল প্রতিযোগীদের শিল্পকর্ম সেখানে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হবে। এবছর ফ্লো২৫ আর্ট ফেস্টে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পীরা আসবেন।'

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার নং-B/2023/506781, Dt- 11/04/2023; আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 29/11/2024 এ E.M কোর্ট পূর্ব বর্ধমানে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Snehan Nandi থেকে Arik Nandi করা হল যা উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।
(M-114026)

সাইবার প্রতারণায় বিপাকে বুনিয়াদপুরের বৃদ্ধা

ওটিপি ছাড়াই টাকা গায়েব

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : স্থানীয় কমার্সিয়াল শিডিউল ব্যাংক থেকে এক মহিলার টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বংশীহারী শিবপুরে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অনিশ্চয়তায় ভুগছেন এলাকাবাসী। অথচ ওই মহিলার দাবি, কোনওরকম মোবাইলে লেনদেনের মেসেজ আসেনি। এমনকি তিনি কোনও ওটিপি শেয়ার করেননি। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, কী করে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে একই দিনে দুই বার টাকা গায়েব হয়?

টাকা হারিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন ওই বৃদ্ধা মহিলা। তাঁর দাবি, ব্যাংকে জমা ছিল প্রায় ৬০ হাজার টাকা। ওই টাকা দিয়ে তিনি তাঁর চোখের অপারেশন করাবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। রেটিনার সমস্যার জন্য তাঁর কলকাতায় গিয়ে লেন্স বসানোর কথা ছিল। কিন্তু সাইবার প্রতারকদের পাল্লায় পড়ে সেই পরিকল্পনা বানচাল হওয়ার পথে। ওই মহিলার নাম বিজয়া দেবনাথ (৫৫)। তাঁর বাড়ি বংশীহারী শিবপুরে।

> বহু কষ্টে টাকা জোগাড় করে বাইরে গিয়ে চোখ অপারেশন করাব বলে ব্যাংকে রেখেছিলাম। কীভাবে এখন চোখ অপারেশন করাব সেই চিন্তায় প্রহর গুনছি। এমনটা হবে জানলে ব্যাংকে না রেখে টাকাটা কাছেই রাখতাম। হয়তো আর আমার চোখের চিকিৎসা হবে না।
>
> **বিজয়া দেবনাথ,** বৃদ্ধা

অভিযোগ, তিনি জানতেই পারলেন না কখন তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ডেবিট হয়েছে। সম্প্রতি এটিএমে কিছু টাকা তুলতে গিয়ে তিনি দেখতে পান তাঁর অ্যাকাউন্টে মাত্র ৫৭ টাকা ৫০ পয়সা পড়ে রয়েছে। আর তাতেই চক্ষু চড়কগাছ ওই মহিলার। অভিযোগ উঠেছে, দুষ্কৃতীরা এতটাই সক্রিয় যে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে বুঝতেই দিচ্ছে না তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

ওই মহিলার দাবি, শূন্য অ্যাকাউন্ট দেখতে পেয়ে ব্যাংকে যোগাযোগ করার আগেই অভিযোগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে সাইবার ব্রাঞ্চে অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা।

বংশীহারী শিবপুর এলাকার বিজয়া দেবনাথ সম্প্রতি ব্যাংকে ৫০০০ টাকা দিয়ে একটি নতুন সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তিনি বাইরে চোখ অপারেশন করার জন্য গত ১৬ জানুয়ারি আরও ৫৫ হাজার টাকা ব্যাংকে গিয়ে জমা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে যৎসামান্য টাকার প্রয়োজনে রশিদপুর এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে দেখতে পান, অ্যাকাউন্টে পড়ে রয়েছে মাত্র ৫৭ টাকা ৫০ পয়সা। বিজয়া দেবনাথের দাবি, 'ব্যাংকে গিয়ে স্টেটমেন্ট চেক করে আমি জানতে পারি, ২৪ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের আলাদা দুই ব্যাংক থেকে দুটি অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার এবং আরেকটিতে ৯৮০০ টাকা কেটে নিয়েছে।'

বিজয়া দেবনাথ আরও জানিয়েছেন, 'বহু কষ্টে টাকা জোগাড় করে বাইরে গিয়ে চোখ অপারেশন করাব বলে ব্যাংকে রেখেছিলাম। কীভাবে এখন চোখ অপারেশন করাব সেই চিন্তায় প্রহর গুনছি। এমনটা হবে জানলে ব্যাংকে না রেখে টাকাটা কাছেই রাখতাম। হয়তো আর আমার চোখের চিকিৎসা হবে না।' স্থানীয় কমার্সিয়াল শিডিউল ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এবিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। তাঁর মন্তব্য, 'যা বলার আমার হেড অফিস বলবে।'

গোধূলির প্রতিচ্ছবি

বুধবার রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার ক্যামেরায়।

৫ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : পাঁচ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ মঙ্গলবার রাতে বরকত আলি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে মালদা জিআরপি। ধৃত মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা। বুধবার তাকে জঙ্গিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মঙ্গলবার রাতে বরকতকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করে জিআরপি। তল্লাশি চালাতেই তার সঙ্গে থাকা একটি ব্যাগ থেকে জাল নোটগুলি উদ্ধার হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জিআরপি জানতে পেরেছে, জাল নোটগুলি নিয়ে দিল্লি যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বরকতের। এবিষয়ে শিলিগুড়ি রেল পুলিশ সুপার কুঁয়রভূষণ সিং বলেন, 'একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় আর কেউ যুক্ত কি না জানতে তদন্ত চলছে।'

বকেয়া দাবি

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : জল জীবন মিশন সহ অন্য প্রকল্পে গত চার মাসে কোনও পেমেন্ট না হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন ঠিকাদাররা। তাই দ্রুত সেই বকেয়া টাকার দাবিতে সরব হল অল বেঙ্গল পিএইচই কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের বালুরঘাট শাখা। বুধবার বিকেলে বালুরঘাটে পিএইচই অফিসে বিক্ষোভ দেখান ঠিকাদাররা। এরপর তাঁরা দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর কাছে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান।

আন্দোলনকারীদের দাবি, 'এই কাজের জন্য তাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়েছেন। দ্রুত সে টাকা না দিলে পরে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হবে তাঁদের।

৫ দিনের সন্তান কোলে পরীক্ষা মাদ্রাসা ছাত্রীর

মুরতুজ আলম

সামসী, ১২ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষার মাত্র দু'দিন আগে এক ফুটফুটে কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে। দু'দিনের কোলের বাচ্চা নিয়ে সটান পরীক্ষা সেন্টারে হাজির হাই মাদ্রাসার পড়ুয়া নাসিমা। সহপরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে পরিদর্শক সবাই অবাক। কিন্তু কিশোরী মা অবিচল। তার পর দুটি বিষয়ের পরীক্ষাও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। পরবর্তী পরীক্ষার আগে এখন কয়েকদিনের বিরতি রয়েছে। সদ্যোজাতকে সামলে বাড়িতেই চলছে প্রস্তুতি।

নাসিমা খাতুন। রতুয়া-১ ব্লকের বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রী। এবার আলিম পরীক্ষা দিচ্ছে। সিট পড়েছে চাঁন্দুয়া দামাইপুর হাই মাদ্রাসায়। বিয়ে হয়েছে রতুয়া-২ ব্লকের সম্বলপুরে। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নাসিমা বাটনা রামপুরে বাবার বাড়িতে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে গিয়ে দেখা গেল পাঁচদিনের কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে পড়ায় ব্যস্ত সে। সে জানাল, পরবর্তী পরীক্ষা আগামী শনিবার, ইংরাজি। কয়েক দিন ছুটি থাকায় কিছুটা সময় পাওয়া গেল। সে জানায়, মেয়ে হওয়ার পর পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে ঠিকই তবে সকালে ঘণ্টাদুয়েক ও সন্ধ্যায় ঘণ্টাদুয়েক মোট ঘণ্টা চারেক পড়াশোনা করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ভেবে রেখেছে। জানাল, 'শুধু আলিম পাশ করেই থামতে চায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিও ডিঙোতে চায়। এব্যাপারে স্বামীর উৎসাহ আমার সঙ্গে রয়েছে।'

তার এই লড়াইকে যখন সবাই কুর্নিশ জানাচ্ছে তখন এই প্রশ্নও উঠছে, শৈশবেই কেন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হল? বাবা শিশ মহম্মদ পেশায় দিনমজুর। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। তিন ভাই, তিন বোনের মধ্যে নাসিমা সবার ছোট। বাবার বক্তব্য, 'আর্থিক অভাবের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ছিল। এই পরিস্থিতিতে মেয়ের জন্য ভালো পাত্রের খোঁজ আসায় এক বছর আগে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বাটনা জেএমও সিনিয়ার মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত সুপার গোলাম রসুল জানান, নাসিমা লেখাপড়ায় খুব ভালো। এবার আলিম দিচ্ছে। ও জানিয়েছে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই ফাজিল(উচ্চমাধ্যমিক সমতুল),কামিল (স্নাতক সমতুল) ও এমএম (স্নাতকোত্তর সমতুল)অবধি পড়াশোনা করবে।

নাসিমা খাতুন। বুধবার সামসীতে।

নিখোঁজ পরিযায়ী

রায়গঞ্জ ১২ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর থেকে বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন ২৭ বছরের প্রকাশ চৌহান। পরিবার তার কোনও খোঁজ পাচ্ছে না। রায়গঞ্জ থানায় মিসিং ডায়েরি করা হলেও এতদিনেও তাঁর কোনও হদিস মেলেনি। পরিবারের অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশা তাঁরা একপ্রকার ছেড়ে দিয়েছেন।

প্রকাশ চৌহানের মা সুনী চৌহান বলেন, 'প্রকাশ নিয়মিত ফোন করত। বাড়ির খরচের টাকা পাঠাত। হঠাৎ করে তার ফোন বন্ধ হয়ে যায়। আমরা আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু কেউ কিছু জানে না, 'কান্নাভেজা চোখে বললেন প্রকাশের মা সুনীরাম চৌহান। বাবা কানাই চৌহান বলেন, 'আমার ছেলেকে ফিরে পেতে চাই। কেউ আমাদের সাহায্য করুক।'

স্থানীয় কাউন্সিলার নয়ন দাস বলেন, 'পরিবারের অবস্থা সত্যিই দুর্বিষহ। আমরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছি। বেঙ্গালুরু পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। প্রকাশের সন্ধানে এবার কি প্রশাসন তৎপর হবে? সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রায়গঞ্জের সুদর্শনপুরের অলিগলিতে।

সুপ্রিম-ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

একটি মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর বেঞ্চে। শীর্ষ আদালতে কেন্দ্র জানায়, শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ মিশন চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। শহুরে গৃহহীনদের আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা হবে। এছাড়া শহুরে গরিব মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে কেন্দ্র। এই প্রেক্ষিতেই বিচারপতি গাভাইয়ের মন্তব্য, 'বিনামূল্যে বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে মানুষ আর কাজ করতে চাইছেন না। তাঁরা বিনামূল্যে র‍্যাশন পাচ্ছেন। কোনও কাজ না করেই পেয়ে যাচ্ছেন টাকা।'

বিচারপতি আরও বলেন, 'শহরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য যে আপনারা ভাবছেন, সেটা খুবই ভালো কথা। কিন্তু তাঁদের যদি সমাজের মূলস্রোতের অঙ্গ করে তোলা যায়, তাঁদের যদি দেশের উন্নয়নের কাজে লাগানো যায়, সেটা কি আরও ভালো হবে না?' কতদিনের মধ্যে কেন্দ্রের শহুরে দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগ রূপায়িত হবে, অ্যাটর্নি জেনারেলকে তা জানাতে বলেছেন বিচারপতি।

ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। গালভরা নামের নানা প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের একাংশকে টাকা ও নানা সুযোগসুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়। ভোট-রাজনীতির এই 'খয়রাতি' নিয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। ছ'সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন কালিয়াগঞ্জে

প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : নারী নিরাপত্তা নিয়ে এবার প্রশ্ন উঠল কালিয়াগঞ্জ শহরেও। শীতের আবহে রাজ্য সড়কে প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়ে শ্লীলতাহানির শিকার হলেন এক গৃহবধূ। যদিও ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে দুই অভিযুক্তকে।

যদিও ঘটনাটি শনিবারের। ঘটনাকেন্দ্র শহরের এনএস রোডে। ঘটনার পর ওই গৃহবধূ আতঙ্কিত হয়ে নিজেকে ঘরবন্দি করে। তবে, মঙ্গলবার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাহসে কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযুক্ত দুইজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই নির্যাতিতা মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুইজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার সকালে ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ধৃতদের একজন হল অভিষেককুমার সিং। বাড়ি ডাকবাংলো রোডের ধারে। এছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয়েছে রোহিত সাহা নামের আরেক তরুণকে। ধৃতের বাড়ি পূর্ব আখানগর এলাকায়। এই দুইজনের বিরুদ্ধে আগেও এধরনের ঘটনার অভিযোগ রয়েছে।'

অভিযোগ

- প্রতিদিনের মতো শনিবার মর্নিংওয়াকে বের হন ওই গৃহবধূ
- ফাঁকা রাস্তায় বাইকে করে দু'জন তরুণ ওই বধূর পথ আটকে দাঁড়ায়
- মহিলার শ্লীলতাহানি করা ছাড়াও অশ্লীল গালাগালি করে
- আচমকা এই ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন তিনি এবং বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেন

ওই গৃহবধূর দাবি, রোজকার মতো ওইদিনও তিনি শরীর, মন ঠিক রাখতে মর্নিংওয়াকে বের হন। ফাঁকা রাস্তায় বিবাহিত মহিলাকে দেখে বাইকে চড়ে দু'জন উঠতি তরুণ মহিলার পথ আটকে দাঁড়ায়। মহিলার গায়ে হাত দেওয়া ছাড়াও অশ্লীল গালাগালি করে। আচমকায় এধরনের ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন ওই গৃহবধূ। তারপর থেকে বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন ওই মহিলা। শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সাহসে কালিয়াগঞ্জ থানায় ওই দুই তরুণের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অভিযোগকারী।

শহরের বুকে এধরনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কালিয়াগঞ্জে। তাহলে কি এবার রাতবিরেতে নির্বিঘ্নে চলাফেরায় আরও সাবধান হতে হবে মহিলাদের? পুলিশ প্রশাসনেরই বা ভূমিকা কি? উঠছে প্রশ্ন। কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'এই ঘটনা কালিয়াগঞ্জ শহরের সুনাম নষ্ট করছে। যা কখনই মানা যায় না। অভিযুক্তদের কঠিন শাস্তির দাবি করছি। দু'চারজনের জন্য শহরের বদনাম আমরা কখনই হতে দেব না।'

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই কালিয়াগঞ্জ শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কালিয়াগঞ্জ এনএস রোডের বাসিন্দা গৃহবধূ শিপ্রা সাহা আতঙ্কের সুরে বলেন, 'এধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি শহরের বুকে। এতে আমরা যথেষ্ট চিন্তিত। আগামীদিনে যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে প্রশাসনের নজর রাখা উচিত।' কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা বর্ণালি পালের কথায়, 'এই সমস্ত ছেলেদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। না হলে, সমস্যা বেড়ে যাবে।'

ফল প্রকাশ

রায়গঞ্জ, ১২ ফেব্রুয়ারি : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম কোর্সের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টার এবং অনার্সের চতুর্থ সিমেস্টারের ফলাফল বুধবার প্রকাশিত হল। প্রোগ্রাম কোর্সের দ্বিতীয় সিমেস্টারে পরীক্ষার্থী ছিল ৩২৯ জন এবং চতুর্থ সিমেস্টারে ছিল ৭২৮ জন। অন্যদিকে, অনার্সে চতুর্থ সিমেস্টারে পরীক্ষার্থী ছিল ১৫৭০ জন। প্রোগ্রাম কোর্সের দ্বিতীয় সিমেস্টারে পাশ করেছে ৯৩.৩১ শতাংশ, চতুর্থ সিমেস্টারে পাশের হার ৯৫.০৫ শতাংশ এবং অনার্সের চতুর্থ সিমেস্টারে পাশ করেছে ৯৮.৩৪ শতাংশ পড়ুয়া। ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ামক শুভময় ভৌমিক জানান, 'তিন সিমেস্টারের পরীক্ষা গত পুজোর আগে শেষ হয়।'

মদ আটক

বৈষ্ণবনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি : ১০ বোতল দেশি মদ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুরাতন ১৬ মাইল এলাকা থেকে বুধবার ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুরাতন ১৬ মাইল এলাকায় হানা দেয়। সেখানে ১০ বোতল দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম উত্তম রবিদাস। বাড়ি পুরাতন ১৬ মাইল এলাকায়।

বণিক মহল

প্রথম পাতার পর

ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন কিছু দিশা মেলেনি। ব্যবসায়ী ও ব্যবসার উন্নতির স্বার্থে আমরা অনেক আশা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। আমরা একেবারে খুশি নই। রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর মন্তব্য, 'এবারের বাজেট নিয়ে যথেষ্ট খুশি সকলে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কৃষক, শ্রমিক,সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের অনেক আশা পূরণ করেছে এবারের বাজেট। কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার ভাগ্যে খুব বেশি কিছু জোটেনি। তবে রাজ্য বাজেটে রাস্তা, পানীয় জল, মাদ্রাসা উন্নয়ন সহ একাধিক ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। চা শিল্পের নতুন দিশা দেখানো হয়েছে।' রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দেবাশিস বিশ্বাসের মতে, 'ডিএ'র ক্ষেত্রে বঞ্চনা বেড়েছে। কারণ গতবার ৩৪ শতাংশ ফারাক ছিল। এবার সেই ফারাক ৩৫ শতাংশ বেড়েছে।'

ও মাহুতবন্ধু রে...

প্রথম পাতার পর

ও কী খাবে, কোথায় কীভাবে থাকবে এই চিন্তায় ঘুম উড়ে যায় তাঁর। চম্পাকলিও নিশ্চয় সেই টান বোঝে। বিশ্বাস করেন রবি। মুখে বলতে পারে না, সেকথা আলাদা।

স্বামী ছুটি নেন না, কোথাও নিয়ে যান না, তা নিয়ে কোনও আক্ষেপ বা অভিযোগ নেই হেনতার। তিনিও তো জানেন, প্রায় তিন দশক ধরে মাহুতের দায়িত্ব সামলানো চারটিখানি কথা নয়। ১৯৯১ সালে প্রথম পিলখানায় পাতাওয়ালা হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন রবি। সেই শুরু। ১৯৯৪ সালে মেনকা হাতির সঙ্গে মাহুত হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। এরপর সেই ২০০০ সাল থেকে আজ অবধি কুনকি চম্পাকলির দেখভালের ভার তাঁর ওপর।

এমনিতে চম্পাকলিকে কোনও হেঁজিপেঁজি ভাবলে ভুল হবে। কুনকিদের মধ্যে সেও স্পেশাল। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর রয়েছে বিখ্যাত হলং সেন্ট্রাল পিলখানা। এখানকারই বাসিন্দা চম্পাকলি। সেই হাতি বহু অনাথ হস্তীশাবককে মাতৃদুগ্ধ দিয়ে বড় করে তুলেছে। তাই বনকর্তাদের কাছে তার কদরই আলাদা। রবির যেমন একদিনের জন্যও চম্পাকলিকে ছেড়ে থাকতে ভালো লাগে না, তেমনি রবিকে না দেখলে চম্পাকলিও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। সহকর্মীরা বলেন, রবি নাকি চম্পাকলির কথা বোঝেন।

মাহুত হিসেবে কর্মজীবনের ৩১ বছরে একবার অসুস্থ হয়ে একটানা ১৫ দিন ছুটি নিয়েছিলেন রবি। আর নিজের বিয়ের জন্য নিয়েছিলেন তিনদিন ছুটি। ব্যাস। এর বাইরে আজ পর্যন্ত আর টানা ছুটি নেননি। কী করবেন? রবি যে উদ্বেগে ভোগেন, 'ও ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করল তো?'

রবির জীবনে চম্পাকলিকে মেনে নিয়েছেন বাড়ির লোকজনও। মেয়ে পারমিতাও বলছেন, 'চম্পাকলি আমার দিদির মতো। আমাদের পরিবারের একজন। ও অসুস্থ হলে আমাদের মুখে খাবার ওঠে না। বাবা অস্থির হয়ে ওঠে। সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত বাবা ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে না।' গণেশপুজো, বিশ্বকর্মাপুজোর সময় চম্পাকলিকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেয় পারমিতা। রবির মেয়েকেও চিনে গিয়েছে চম্পাকলি। তাই পারমিতা গায়ে হাত দিলে সে কিছুই বলে না। চম্পাকলিকে নিজের হাতে স্নান করিয়ে, তেল মাখিয়ে দেন রবি। খাবারের দিকেও তাঁর কড়া নজর থাকে। বললেন, 'ওই তো আমার সংসার চালাচ্ছে। ও কষ্টে থাকলে তো আমাদেরও কষ্টে থাকতে হবে। সেইজন্য চম্পাকলিকে ছেড়ে আমি কোথাও যাই না।'

নাজিরপুরে কুপির আগুনে বৃদ্ধের মৃত্যু

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১২ ফেব্রুয়ারি : নাজিরপুরের রামপুরা-কিসমত এলাকায় নিজের বাড়িতেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল বছর বাষট্টির সুফল মুর্মু-র। তিনি বাড়িতে একাই থাকতেন। কারণ ছেলেরা বাইরে কাজ করতেন এবং মেয়ের বিয়ে হয়েছে পাড়া থেকে কিছুটা দূরে। স্ত্রীও অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, কুপির আগুন থেকে লেপে আগুন লাগে। যার ফলে ঘুমের মধ্যেই তিনি পুড়ে মারা যান।

সুফল মুর্মু পরিযায়ী শ্রমিক ও কৃষি শ্রমিকের কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো তিনি গতকাল রাতেও খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে তাঁর মেয়ে বাবাকে ডাকতে এসে দেখেন, তিনি লেপ সমেত আগুনে পুড়ে গিয়েছেন। খবর পেয়ে পতিরাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়। যদিও প্রাথমিকভাবে এটি দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। পুলিশ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে নেমেছে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জোনাব আলি শেখ জানান, 'মঙ্গলবার রাতে শুয়েছিলেন সুফল মুর্মু। সকালে মেয়ে ডাকতে এসে দেখে, আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর বাবার।'

স্থানীয়দের দাবি, সুফল মুর্মু প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। যার কারণে তিনি আগুন নেভাতে বা বাঁচার চেষ্টা করতে পারেননি।

মারপিটে ধৃত ৩

বৈষ্ণবনগর, ১২ ফেব্রুয়ারি : মারপিটের ঘটনায় তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। বৈষ্ণবনগর থানার লিটন মোড় এলাকা থেকে বুধবার পুলিশ তাঁদের হেপাজতে নেয়। লিটন মোড় এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় তিন তরুণ নিজেদের মধ্যে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও গণ্ডগোল করতে থাকলে স্থানীয়রা তাদের থামাতে যায়। অভিযোগ, সেইসময় স্থানীয়দের সঙ্গে মারপিট শুরু করে ওই তিন তরুণ। স্থানীয়রা বৈষ্ণবনগর থানায় খবর দেন।

মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি

প্রথম পাতার পর

বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের কয়েকশো কোটি টাকা পাওনা। রাজ্য সরকার তাও নিজস্ব তহবিল থেকে একাধিক সামাজিক প্রকল্প নিয়েছে। আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এক কিস্তি মহার্ঘভাতাও দিয়েছি। রাজ্যের সমস্ত মানুষের কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।' চন্দ্রিমাও তাঁর বাজেট ভাষণে বারবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে বোঝানোর চেষ্টা করেন তা সত্ত্বেও কীভাবে রাজ্য সরকার জনকল্যাণে একাধিক প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর লেখা কবিতা 'সকল বাধা ছিন্ন করে/ জাগবে যৌবন নতুন সুরে/ বুকের ভাঙা পাঁজর সরিয়ে/ বাংলা জাগবে বিশ্বের ভোরে' পাঠ করে চন্দ্রিমা ভাষণ শেষ করেন।

মহাবিষ্ণু যজ্ঞ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি : মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী ফুলহর নদীর পাড়ে ভাকুরিয়া মিহাহাট বেলগাছি গ্রামবাসীদের পরিচালনায় এলাকায় শুরু হয়ে গেল মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। এবছর ১৮তম বর্ষে পদার্পণ করল এই উৎসব।

কাঠগড়ায় হাসিনা, আয়নাঘরে ইউনূস

প্রথম পাতার পর

আছে। সব খুঁজে বের করা হবে।' আয়নাঘর পরিদর্শনে ইউনূসের সঙ্গী হয়েছিলেন জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক অর্ক দেবও। তিনি আয়নাঘরে রাখা একটি ইলেকট্রিক চেয়ারের ছবি নিজের ফেসবুক পোস্টে শেয়ার করে লিখেছেন, 'এই চেয়ারটি দেখে রাখা জরুরি। ফ্যাসিবাদের জননী শেখ হাসিনার আয়নাঘরের একটি কক্ষে এই চেয়ার (আজারগাঁও অঞ্চলে)। হাই ভ্যালু বন্দিদের ইলেকট্রিক শক দিতে ব্যবহার করা হত এই চেয়ার।' ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হাসিনা আমলের আয়নাঘর নিয়ে সরব হয়েছিলেন।

মানবাধিকার হাইকমিশনারের রিপোর্টে বলা হয়েছে, গতবছর ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সভাপতিত্বে একটি কোর কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। তার পরের দিন শেখ হাসিনা বিক্ষোভকারীদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'বিক্ষোভের নেতাদের, দাঙ্গাবাজদের ধরুন, হত্যা করুন এবং তাদের লাশ গুম করুন।' আওয়ামি লিগের সাংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের ওপর সশস্ত্র হামলা হয়েছিল বলেও জানানো হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের দমন-পীড়নের বিস্তারিত তদন্তের পর সেগুলি রিপোর্ট আকারে পেশ করায় মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ইউনূসের সরকার।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের হাইকমিশনার ভোলকার টুর্ক জানিয়েছেন, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দমনের নামে যে বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্বিচারে গ্রেপ্তারি, আটক এবং অত্যাচার চালানো হয়েছিল তা বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিকদের জানিয়ে এবং তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই করা হয়েছিল। টুর্কের সাফ কথা, 'বাংলাদেশের জনগণের বিরোধিতার মুখেও ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল পূর্বতন সরকার। সেই লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত এবং সুসমন্বিত কৌশল হিসেবে এমন নৃশংস পদক্ষেপ করেছিল তারা।'

ইউনূস এবং তাঁর উপদেষ্টারা গোড়া থেকেই হাসিনার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ তুলেছে। প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণেই রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুসন্ধানকারী দলকে নিয়োগ করা হয়েছিল বাংলাদেশে। রাষ্ট্রসংঘের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, খুন, অত্যাচার, কারাবন্দি করা এবং অন্যান্য অমানবিক আচরণের মতো মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ যে সংঘটিত হয়েছিল তা বিশ্বাস করার মতো যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। মানবাধিকার অনুসন্ধানকারীরা ২৩০টিরও বেশি সাক্ষাৎকার, নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষজন, প্রতিবাদী নেতা এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ওই রিপোর্টটি তৈরি করেছেন। ১০৫ পাতার ওই রিপোর্টে নৃশংসতা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য পূর্বতন সরকার এবং শাসকদল আওয়ামি লিগকে সরাসরি দায়ী করা হয়েছে। গতমাসের শেষ সপ্তাহে মানবাধিকার কমিশনের তরফে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে রিপোর্টের খসড়াটি জমা দেওয়া হয়েছিল। ওই রিপোর্টে র‍্যাব ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) বিলুপ্তির সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিজিবি এবং ডিজিএফআইয়ের কাজের পরিধিও সীমিত করার সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল শিশু

মোথাবাড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : পরিবারের সঙ্গে গঙ্গার চরে পিকনিকে যাচ্ছিল একটি শিশু। কিন্তু পিকনিকের সব আনন্দ ম্লান করে নৌকা থেকে অকস্মাৎ গঙ্গায় পড়ে যায় শিশুটি। জলে তলিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। শিশুটির নাম হামেদুর ইসলাম (৮)। স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলের প্রাথমিকের ছাত্র হামিদুর। ঘটনাটি ঘটেছে পঞ্চানন্দপুরের জাহানটোলা গ্রামে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গিয়েছে, হামেদুর পরিবারের সঙ্গে পিকনিকের জন্য গঙ্গার চরে যাচ্ছিল। নৌকায় প্রায় শতাধিক লোক ছিল। ভিড়ে ঠাসাঠাসি হওয়ায় জায়গার অভাবে সে ঠিকমতো বসতে পারেনি। হঠাৎ হামেদুর নৌকা থেকে গঙ্গায় পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান যুব তৃণমূল সভাপতি তোহিদুর রহমানের নেতৃত্বে যুব কর্মীরা। হামেদুরের খোঁজে ডুবুরি নামানোর পাশাপাশি যুব কর্মীরা নদীতে নামেন। এদিকে নৌকাটি অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গঙ্গার ঘাটে ফেরি চলাচলে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

যুব তৃণমূল সভাপতি তোহিদুর রহমান বলেন, 'ছেলেটিকে খুঁজে পেতে প্রশাসন সবরকম সাহায্য করছে। ডুবুরি নামানো হয়েছে। এখানে গঙ্গার ঘাটের ডাক হয়। ঝাড়খণ্ড প্রশাসন থেকে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে কিছু ভাবা হয় না। ফলে মাঝেমধ্যেই গঙ্গাবক্ষে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে।'

যশস্বীর জায়গায় বরুণ, অবাক প্রাক্তনরা

ফিট বুমরাহকে নিয়েও 'ঝুঁকি' নেননি গম্ভীররা!

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহর জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। ১ শতাংশ সম্ভাবনা থাকলেও বুমরাহ-অস্ত্র হাতছাড়া করা হবে না। গত কয়েকদিন ধরে এমনই পূর্বাভাস মিললেও আদপে ঠিক উলটো পথেই হাঁটলেন গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকাররা।

সূত্রের খবর, ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (এনসিএ) রিপোর্টে ফিট ঘোষণার পরও বুমরাহকে নিয়ে নাকি ঝুঁকি নিতে চাননি গম্ভীররা! মেডিকেল গ্রাউন্ডে পরে পরিবর্তনের সুযোগ থাকলেও অপেক্ষায় রাজি হননি ভারতীয় টিম ম্যানেজেন্ট, নির্বাচক কমিটি!

বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং ট্রেনার রজনীকান্ত এবং ফিজিও তুলসীর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন বুমরাহ। ফিট সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। এনসিএ প্রধান নীতিন প্যাটেল রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। যেখানে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া বুমরাহ রিহ্যাব প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে। স্ক্যান রিপোর্ট ঠিক আছে। বুমরাহর সমস্যা নেই।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক আবার দাবি করেছেন, রিপোর্টে বোলিং করার মতো ফিট কিনা বুমরাহ, তা পরিষ্কার করা হয়নি। এনসিএ বিষয়টি নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর ছেড়ে দেয়। কিন্তু অজিত আগরকাররা নিজেদের কাঁধে বন্দুক নিতে রাজি নয়। টিম ম্যানেজমেন্টও।

২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য বুমরাহকে একইভাবে ফিট ঘোষণা করে এনসিএ। কিন্তু সিরিজে ফের চোট, যার জেরে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে এনসিএ, নির্বাচকরা। ফের মুখ পোড়ানোর আশঙ্কা এড়াতে বুমরাহকে বাইরে রেখে হর্ষিত রানাকে দলে নেওয়া। সেক্ষেত্রে একেবারে আইপিএলেই মাঠে ফিরবেন বুমরাহ।

এদিকে, পরিবর্ত দল নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল নির্বাচকদের। যদিও রাতারাতি ১৮০ ডিগ্রি মত পরিবর্তন। পঞ্চম স্পিনার হিসেবে বরুণ চক্রবর্তীকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যাকআপ ওপেনার যশস্বীর ওপর কোপ। সিদ্ধান্তে অবাক আকাশ চোপড়া, সুরেশ রায়না, সঞ্জয় বাঙ্গাররা।

প্রাক্তনদের যুক্তি, ১৫ জনের দলে ৫ স্পিনার যুক্তিহীন। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক দলে থাকা কোনও স্পিনারের (পড়ুন ওয়াশিংটন সুন্দর) জায়গাতেই বরুণকে নেওয়া যেত। কারণ পাঁচজন স্পিনার রাখা হলেও সবাইকে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। অথচ, ওপেনারদ্বয়ের মধ্যে কেউ হঠাৎ করে সমস্যায় পড়লে ব্যাকআপ নেই যশস্বীর অনুপস্থিতিতে।

বুমরাহ পরিবর্তে হর্ষিতের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ফের গৌতম গম্ভীরের দিকে আঙুল উঠছে। সঞ্জয় বাঙ্গারদের মতে, মহম্মদ সিরাজের মতো অভিজ্ঞ একজনকে দরকার ছিল। মহম্মদ সামি ছন্দে না থাকলে, এই পেস ব্রিগেড কিন্তু সমস্যায় পড়বে। গত এক বছরে ওডিআই ফর্ম্যাটে সিরাজ যথেষ্ট ধারাবাহিকও। যে সিদ্ধান্তের মধ্যে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া প্রাধান্য পেয়েছে, ক্রিকেটীয় যুক্তি নয়।

চলতি সিরিজেই ওডিআই অভিষেক ঘটেছে হর্ষিতের। নতুন বলে সাদামাটা দেখিয়েছে তিন ম্যাচেই। দ্বিতীয় স্পেলে কিছুটা সামাল দিলেও মেগা ইভেন্টের চ্যালেঞ্জ আদৌ কতটা সামলাতে সক্ষম হবেন অনভিজ্ঞ হর্ষিত বলা কঠিন। একরাশ সংশয়, অনিশ্চয়তা সঙ্গী করেই মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পা রাখতে চলেছে ভারতীয় দল।

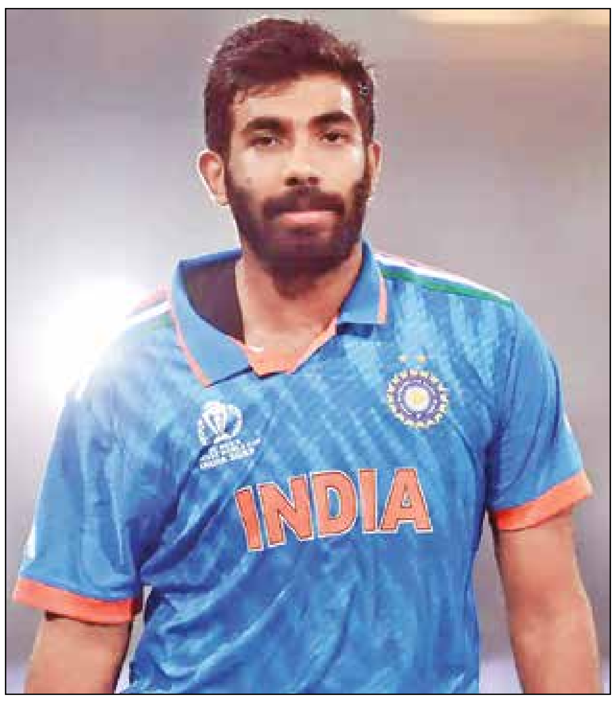

বুমরাহর অনুপস্থিতিতে কমজোরি দেখাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার পেস অ্যাটাককে।

রিয়াল মাদ্রিদকে সমতায় ফেরানোর পর ব্রাহিম দিয়াজ। আনন্দে তাঁর পিঠে উঠে পড়লেন জুড়ে বেলিংহাম।

প্রি-কোয়ার্টারের পথে রিয়াল

ম্লান হাল্যান্ডের জোড়া গোল

ম্যাঞ্চেস্টার, ১২ ফেব্রুয়ারি : শেষ লগ্নে জুডে বেলিংহামের লক্ষ্যভেদে রিয়াল মাদ্রিদের জয়। ম্লান হয়ে গেল আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের জোড়া গোল।

ম্যাচ শুরুর আগে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি সমর্থকরা বিশাল এক টিফো নামান ইতিহাদের গ্যালারিতে। ছবিতে রড্রি ব্যালন ডি'অর হাতে। পাশে লেখা, 'এবার কান্না থামাও।' টিফোটা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে কটাক্ষ করেই। ভিনি নিজে গোল পেলেন না, তবে তাঁর সতীর্থরা বোধহয় দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে সেই কটাক্ষেরই জবাব দিলেন। রিয়াল ম্যাচ জিতল ৩-২ গোলে।

সিটির বিরুদ্ধে এবার সহজেই জিতবে রিয়াল। পেপ গুয়ার্দিওলার দলের যা পরিস্থিতি তাতে এটাই অনুমেয় ছিল। তবে আরেকটু হলে সব হিসাব বদলে দিতে বসেছিল ম্যান সিটি। ম্যাচের ১৯ মিনিটেই রিয়ালের রক্ষণ ভেঙে সিটিকে এগিয়ে দেন হাল্যান্ড। প্রথমার্ধের বাকি সময়ও দাপট ছিল সিটিজেনদেরই। তবে দ্বিতীয়ার্ধে পালটা আক্রমণে ঝড় তোলে রিয়াল মাদ্রিদ। শুরুতেই ভিনিসিয়াসের শট পোস্টে প্রতিহত হয়। ৬০ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে গোল শোধ করেন কিলিয়ান এমবাপে। তবে ম্যাচ শেষ হওয়ার মিনিট দশেক আগে পেনাল্টি থেকে গোল করে ফের সিটিকে এগিয়ে দেন হাল্যান্ড। এতিহাদ স্টেডিয়াম তখন সিটি সমর্থকদের গর্জনে উত্তাল। তবে ৮৬ মিনিটে গোল করে খেলার গতিপথ আবারও বদলে দেন ব্রাহিম দিয়াজ। এরপর সংযুক্তি সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে বেলিংহামের গোল জয় এনে দিল রিয়ালকে। যদিও সিটি গোলরক্ষক এডারসন দুর্দান্ত কিছু সেভ না করলে আরও আগেই জয় নিশ্চিত করতে পারত কার্লো আন্সেলোত্তির দল।

ব্যবধানটা যেহেতু মাত্র এক গোলের, তাই দ্বিতীয় লেগে নামার আগেই দলকে সতর্ক করলেন রিয়াল কোচ। আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আমরা সুবিধাজনক জায়গায় আছি ঠিকই। তবে আমাদের একইরকম মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে।' এদিকে দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ রয়েছে ম্যান সিটির সামনেও। তবে ম্যাচটা রিয়ালের ঘরের মাঠে। সেক্ষেত্রে কাজটা যে সহজ নয় তা খুব ভালোভাবেই জানেন গুয়ার্দিওলা।

> জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। আমরা সুবিধাজনক জায়গায় আছি ঠিকই। তবে আমাদের একইরকম মানসিকতা নিয়ে নামতে হবে।
> —কার্লো আন্সেলোত্তি

একনজরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-৩ রিয়াল মাদ্রিদ

ব্রেস্ট ০-৩ প্যারিস সাঁ জাঁ

স্পোর্টিং লিসবন ০-৩ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড

জুভেন্তাস ২-১ পিএসভি আইন্দহোভেন

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

কামিন্স, হ্যাজেলউডের পর এবার নেই স্টার্কও

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে বড় ধাক্কা অজিদের

সিডনি, ১২ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগেই একের পর এক ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের পর এবার 'আউট' মিচেল স্টার্কও। চোটের জন্য আগেই সরে গিয়েছিলেন মিচেল মার্শ। হঠাৎ অবসর নেন পেস-অলরাউন্ডার মার্কাস স্টোয়িনিসও। চিন্তা বাড়িয়ে স্টার্ককেও আইসিসি মেগা ইভেন্টে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গল টেস্টে কিছুটা শারীরিক অস্বস্তির মধ্যে পড়তে দেখা গিয়েছিল মিচেল স্টার্ককে। তবে সরে দাঁড়ানোর কারণ ফিটনেস নাকি ব্যক্তিগত, তা পরিষ্কার নয়। অজি নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি জানিয়েছেন, 'মিচ বরাবরই জাতীয় দলের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। চোট নিয়েও দলের স্বার্থে খেলেছে। ওর এই পদক্ষেপকে সম্মানও জানাচ্ছি আমরা। তবে মিচকে না পাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাবনায় আমাদের জন্য বড় ধাক্কা।'

কামিন্স, মার্শের (অধিনায়ক, সহ অধিনায়ক) অনুপস্থিতিতে প্রত্যাশামাফিক মেগা আসরে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভেন স্মিথ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ী দলেরও অধিনায়ক ছিলেন স্মিথ। এবার আইসিসি টুর্নামেন্টে গুরুভার। বদলে যাওয়া দল নিয়ে ভাগ্য বদলানোর চ্যালেঞ্জ।

একঝাঁক তারকা না থাকলেও জর্জ বেইলি আত্মবিশ্বাসী। জানান, চোটআঘাতের ধাক্কায় গত এক মাসে বারবার দলে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। স্টোয়িনিসও অবসর নিয়েছেন। এবার স্টার্কের শূন্যস্থান পূরণের চ্যালেঞ্জ। তবে তিনি আশাবাদী, বাকিরা দায়িত্বটা সামলে নিতে সক্ষম হবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি ওডিআই ম্যাচ খেলবে। যেখানে বিকল্প ভাবনাগুলি দেখে নেওয়ার সুযোগ পাবে স্মিথ ব্রিগেড। অস্ট্রেলিয়া আইসিসি টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২২ ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে যথাক্রমে ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি।

অন্যদিকে, স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যানকে নিয়েও প্রবল অস্বস্তিতে অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গল টেস্টে অবৈধ অ্যাকশনের অভিযোগ উঠেছে। দুই ম্যাচের সিরিজে কুহনেম্যান ১৬টি উইকেট নেন। কিন্তু সেই সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে বোলিং অ্যাকশন। যতদিন না অভিযোগ মুক্ত হচ্ছেন, ততদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাত ঘোরাতে পারবেন না। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা থাকছে না।

এদিকে, অবসরের সময় নিয়ে স্টোয়িনিসকে তোপ অ্যারন ফিঞ্চের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক দলে নাম থাকার পরও অবসর নেন স্টোয়িনিস। ফিঞ্চের মতে, গত ২-৩ বছরে টি২০ ফর্ম্যাটকে গুরুত্ব দিয়েছে স্টোয়িনিস। আইপিএল সহ গোটা বিশ্বে ঘরোয়া লিগে খেলে থাকে। তবে ওডিআই ফর্ম্যাট থেকে অবসরের ভাবনা আগেই নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে পরিষ্কার করা উচিত ছিল। তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা রূপায়ণে সুবিধা হত।

প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক।

মহাকুম্ভে স্নানের মাঝে অনিল কুম্বলে। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করলেন এই ছবি।

আঙুলে সফল অস্ত্রোপচার সঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টি২০ ম্যাচে আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, আঙুলে অস্ত্রোপচার করতে হল সঞ্জু স্যামসনের। আজ তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। জানা গিয়েছে, আপাতত কয়েকদিন ক্রিকেট মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। তবে আইপিএলের আগেই তিনি পুরো সুস্থ হয়ে উঠবেন। রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক হিসেবে সঞ্জু আইপিএলের শুরু থেকেই খেলবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আঙুলের এই চোটের কারণে কেরালার হয়ে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালও খেলা হয়নি তাঁর। তবে আগামী এক মাসের মধ্যে সুস্থ হয়ে আইপিএলে সঞ্জু প্রত্যাবর্তন ঘটাতে চলেছেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দূত ধাওয়ান

দুবাই, ১২ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষা আর সাতদিনের। তারপরই ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে প্রতিযোগিতার দূত হিসেবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ধাওয়ান ছাড়াও আইসিসি-র দূত হওয়ার সম্মান পেয়েছেন পাকিস্তানের সরফরাজ খান, নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি ও অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়াটসন। প্রতিযোগিতার সময় তাঁরা ক্রিকেট ও বিভিন্ন দেশের পারফরমেন্স নিয়েও আইসিসি-র ওয়েবসাইটে কলাম লিখবেন বলে জানা গিয়েছে।

ICC CHAMPIONS TROPHY

> আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে। ক্রিকেটার হিসেবে দুর্দান্ত সব ম্যাচ খেলেছি একসময়। এবারও দারুণ একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।
> **শিখর ধাওয়ান**

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দূত হওয়ার দায়িত্ব পাওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনার ধাওয়ান বলেছেন, 'আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো প্রতিযোগিতার দূত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। দুর্দান্ত একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে ধাওয়ান অত্যন্ত সফল একজন ব্যাটার। তাঁর মোট রান ৭০১। এমন প্রতিযোগিতার আসরে দূত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আবেগে ভেসে ধাওয়ান আজ বলেছেন, 'আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে। ক্রিকেটার হিসেবে দুর্দান্ত সব ম্যাচ খেলেছি একসময়। এবারও দারুণ একটা প্রতিযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি আমি।'

INDIAN PREMIER LEAGUE

আইপিএল ট্রফি টুর

তারিখ	স্থান
১৪ ফেব্রুয়ারি	গুয়াহাটি (সিটি সেন্টার মল)
১৬ ফেব্রুয়ারি	ভুবনেশ্বর (নেক্সাস এসপ্ল্যানেড মল)
২১ ফেব্রুয়ারি	জামশেদপুর (পি অ্যান্ড এম হাই টেক মল)
২৩ ফেব্রুয়ারি	রাঁচি (জেডি হাই স্ট্রিট মল)
২৮ ফেব্রুয়ারি	গ্যাংটক (ওয়েস্ট পয়েন্ট মল)
২ মার্চ	শিলিগুড়ি (সিটি সেন্টার মল)
৭ মার্চ	পাটনা (সিটি সেন্টার মল)
৯ মার্চ	দুর্গাপুর (জংশন মল)
১২ মার্চ	কলকাতা (সিটি সেন্টার মল)
১৬ মার্চ	কলকাতা (সাউথ সিটি মল)

২ মার্চ শিলিগুড়িতে আইপিএল ট্রফি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী ২১ মার্চ শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল। প্রথম ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সেই। তার আগে শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিয়ে ক্রিকেট মহলে এবার আগ্রহ আরও বেশি। এখন থেকেই আইপিএল টিকিটের খোঁজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ক্রমশ বাড়তে থাকা উন্মাদনাকে আরও উসকে দিয়ে আজ কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে সরকারিভাবে আইপিএল ট্রফি টুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পূর্ব ভারতের মোট নয়টি শহরে ঘুরবে শেষবার শ্রেয়স আইয়ারদের জেতা আইপিএল ট্রফি। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি দিয়ে শুরু হবে কেকেআরের আইপিএল ট্রফির সফর। শেষ হবে ১৬ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সিটি মলে। তার মধ্যে রাঁচি, গ্যাংটক, জামশেদপুরের মতো শহরের পাশে শিলিগুড়িতেও হাজির হচ্ছে নাইটদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্মৃতি। কেকেআরের তরফে আজ জানানো হয়েছে, আগামী ২ মার্চ শিলিগুড়ির সিটি সেন্টার মলে আইপিএল ট্রফির প্রদর্শনী হবে। কলকাতা সহ পূর্ব ভারতের নানা শহরের ক্রিকেটপ্রেমীদের আরও কাছে পাওয়ার লক্ষ্যেই নাইটদের এই ট্রফি প্রদর্শনীর সফর। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটপ্রেমীরা তাঁদের শহরের নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে আইপিএল ট্রফির সঙ্গে সেলফিও তুলতে পারবেন। কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আজ এব্যাপারে জানিয়েছেন, 'সমর্থকদের সঙ্গে একাত্মতা বাড়ানোর পাশে পূর্ব ভারতে আমাদের ক্রিকেটপ্রেমীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যই এই ট্রফির সফর।' উল্লেখ্য, শেষ মরশুমে কেকেআর আইপিএল খেতাব জেতার পর অতীতের মতো কলকাতায় কোনও উৎসব হয়নি। তাই এবার খেতাব ধরে রাখার অভিযানে আন্দ্রে রাসেলরা নামার আগেই তাঁদের ট্রফি পূর্ব ভারতের নয়টি শহরে সমর্থকদের দরবারে হাজির হচ্ছে।

শতরানের পর শ্রীলঙ্কার চরিথ আসালাঙ্কা। বুধবার কলম্বোয়।

আসালাঙ্কার শতরানে অজি-বধ শ্রীলঙ্কার

কলম্বো, ১২ ফেব্রুয়ারি : তিনদিন আগেই শ্রীলঙ্কাকে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে ধাক্কা খেল অজিরা। বুধবার প্রথম একদিনের ম্যাচে ৪৯ রানে অজিদের হারাল শ্রীলঙ্কা। সৌজন্যে চাপের মুখে অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কার শতরান। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে একসময় শ্রীলঙ্কার স্কোর ছিল ১৩৮/৮। সেখান থেকে দলের হাল ধরেন আসালাঙ্কা। প্রথমে ষষ্ঠ উইকেটে দুনিথ ওয়েল্লালাগে (৩০) ও আসালাঙ্কা (১২৭) ৬৭ রান করেন। পরে নবম উইকেটে এষান মালিঙ্গাকে (১) সঙ্গে নিয়ে আসালাঙ্কা স্কোরবোর্ডে ৭৯ রান জোড়েন। যার সুবাদে ২১৪ রানে অল আউট হয় শ্রীলঙ্কা। রান তাড়ায় নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে অজিরা। ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলহীন অস্ট্রেলিয়ার টপ অর্ডারে শুরুতেই ধসে নামে। ৩১ রানে তারা ৪ উইকেট হারায়। রান পাননি অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ (১২), মার্নাস লাবুশেনও (১৫)। মহেশ থিকসানা ৪০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন আসিথা ফার্নান্ডো (২৩/২) এবং ওয়েল্লালাগে (৩৩/২)। যার ফলে অজিরা গুটিয়ে যায় ১৬৫ রানে।

চোট সারিয়ে কোর্টে ফিরছেন জকোভিচ

বেলগ্রেড, ১২ ফেব্রুয়ারি : চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে ভেরেভকে ওয়াকওভার দিয়েছিলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। তবে চলতি মাসেই টেনিস কোর্টে ফিরতে চলেছেন তিনি। আসন্ন কাতার ওপেনকেই পাখির চোখ করছেন ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নোভাক বলেছেন, 'আমি প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছি। মেডিকেল টিমের পক্ষ থেকেও কোর্টে ফেরার বিষয়ে আমাকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। দোঁহাতে সাতদিনের মধ্যে কাতার ওপেন শুরু হচ্ছে। সেইলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছি।'

কাতার ওপেন জিততে পারলে কেরিয়ারের ১০০তম এটিপি খেতাব জিতবেন তিনি। এর আগে এই কৃতিত্ব রয়েছে রজার ফেডেরার ও জেমি কোনর্সের। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'গত অক্টোবর মাস থেকে ১০০তম এটিপি খেতাব জয়ের লক্ষ্য দৌড়াচ্ছি। দেখা যাক, কত দ্রুত এই খেতাব আমার ঝুলিতে আসে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ আমি দ্রুত চোট সারিয়ে উঠেছি। আমার বিগত ১৫ বছরের কেরিয়ারে এত চোট কখনও পায়নি। তবে এটা বয়সের কারণে হতে পারে। তবে এখন আমার শরীর যথেষ্ট সুস্থ রয়েছে।'

স্ত্রীর সঙ্গে খোশমেজাজে নোভাক জকোভিচ।

শুভেচ্ছা
Tania & Prakash, (সংহতি মোড়) : নবদাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায় "মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট" - (Veg / N/Veg) রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

কোয়ার্টারে লক্ষ্যরা

কুইংদাও (চিন), ১২ ফেব্রুয়ারি : ব্যাডমিন্টন এশিয়া মিক্সড টিম চ্যাম্পিয়নশিপে জয় দিয়ে শুরু করলেন ভারতীয় শাটলাররা। প্রথম ম্যাচেই তারা ৫-০ ব্যবধানে ম্যাকাউকে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করলেন। জাতীয় গেমসে সোনাজয়ী মিক্সড ডাবলস জুটি সতীশ কুমার করুণাকরণ-আদ্য ভারিয়াথ শুরুতেই ২১-১০, ২১-৯ পয়েন্টে জেতেন চং লেয়ং-ওয়েং চি নগ জুটির বিরুদ্ধে। পরের ম্যাচে পুরুষদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য সেন ২১-১৬, ২১-১২ পয়েন্টে জিতে ভারতের পক্ষে স্কোর ২-০ করেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে মালবিকা বানসোদ দাঁড়াতেই দেননি হাও ওয়াই চানকে। মালবিকার পক্ষে স্কোর ২১-১৫, ২১-৯। এমআর অর্জুন-চিরাগ শেট্টি পুরুষদের ডাবলসে ২১-১৫, ২১-১৯ পয়েন্টে হারান চিন পন পুই-কক ওয়েন ভং-কে। শেষ ম্যাচে বিশ্বের ৫ নম্বর মহিলা ডাবলস জুটি তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ ২১-১০, ২১-৫ পয়েন্টে জিতেছেন এনজি ওয়েং চি-পুই চি ওয়ার বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার পরের ম্যাচে লক্ষ্যদের প্রতিপক্ষ কোরিয়া।

পিতৃবিয়োগ মণিকার

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি : টেবিল টেনিস তারকা মণিকা বাত্রার বাবা গিরীশ বাত্রা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫। রেখে গেলেন কন্যা মণিকা ও স্ত্রী সুষমা বাত্রাকে। মঙ্গলবারই দাহকাজ সম্পন্ন করা হয়। মণিকার সাফল্যে পিতা গিরীশের বড় ভূমিকা ছিল। বর্তমানে র‍্যাংকিংয়ে ৩৮ নম্বরে থাকা মণিকা ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং দলগত বিভাগে সোনা জেতেন। একই সঙ্গে মহিলাদের ডাবলসে রুপো ও মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জেতেন ২৯ বছরের এই প্যাডলার। ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ জেতেন মণিকা।

১১ গোল বাগানের খুদেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : অঙ্কের জন্য সংখ্যাটা একডজন হল না। বুধবার অনূর্ধ্ব-১৩ সাব-জুনিয়ার লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এদিন বাঁশবেড়িয়া কিশোর সংঘের মাঠে সাদা-কালোকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করল সবুজ-মেরুনের খুদেরা। স্কোরশিটে নাম তুলেছে মোট ৯ ফুটবলার। তার মধ্যে জোড়া গোল নীরব রায় ও রাজ মুদির। এছাড়া একটি করে গোল সিধু সোরেন, অনুব্রত বাউল দাস, কার্তিক হেমব্রম, সৈয়দ বসির আনোয়ার, জিওন হাঁসদা, সাগ্নিক কুণ্ডু ও অর্চিস্মান পালের।

জয়ী জেওয়াইএমএ

জলপাইগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার জেওয়াইএমএ ৬ উইকেটে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগারকে হারিয়েছে। টসে জিতে নেতাজি ৩৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। ধনঞ্জয় দেবনাথ ৩৫ রান করেন। জবাবে জেওয়াইএমএ ৩০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়।

রানে ফিরলেন বিরাট, জেতালেন শুভমান

স্বস্তি বাড়ালেন অর্শদীপ-কুলদীপরা

ভারত-৩৫৬ ইংল্যান্ড-২১৪

আহমেদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি : 'ডোনেট অরগ্যানস, সেভ লাইভস'।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মহৎ উদ্যোগ। মৃত্যুর পর অঙ্গদান নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে বিসিসিআইয়ের যে উদ্যোগে শামিল দুই দলও। সিরিজের শেষ ম্যাচ শুরুর আগে যে বার্তা দিলেন দুই অধিনায়ক রোহিত শর্মা, জস বাটলার।

সবুজ আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামল ইংল্যান্ড, ভারত। বিরাট কোহলি, শুভমান গিলরা ভিডিও বার্তায় মৃত্যুর পর অঙ্গদানে অন্যকে জীবনযুদ্ধে ছক্কা, সেঞ্চুরি হাঁকানোর সুযোগ করে দেওয়ার আবেদনও রাখলেন।

বাইশ গজের দ্বৈরথে অবশ্য আক্ষরিক অর্থেই 'ছক্কা' হাঁকালেন শুভমান। আইপিএলের সুবাদে নিজের দ্বিতীয় হোম নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম। প্রিয় মাঠে শুভমানের ব্যাট থেকে বেরোল আরও একটা ক্লাসিক শতরানের ইনিংস। যার সুবাদে গড়লেন প্রথম ভারতীয় হিসেবে একই মাঠে তিন ফর্ম্যাটে সেঞ্চুরির নজির।

পঞ্চাশতম ওডিআইয়ের মঞ্চ সাজালেন ১১২ রানের দুরন্ত ইনিংসে। স্বস্তি বিরাট কোহলির (৫২) মিদাস-টাচে ফেরার ইঙ্গিতেও। আবারও চওড়া শ্রেয়স আইয়ারের (৭৮) ব্যাট। শুভমানদের তৈরি মঞ্চে দাপট দেখালেন অর্শদীপ সিং (৩৩/২), হর্ষিত রানা, হার্দিক পান্ডিয়ারাও (৩৮/২)। নিটফল, ভারতের ৩৫৬-এর রান পাহাড়ের চাপে ৩৫তম ওভারেই ২১৪ রানে অসহায় আত্মসমর্পণ ইংল্যান্ডের। হোয়াইটওয়াশ, এদিনের ১৪২ রানের বিশাল জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পারদ চড়িয়ে নিল রোহিত ব্রিগেড।

বেন ডাকেট-ফিল সল্টরা শুরুটা অবশ্য আক্রমণাত্মক মেজাজে করেছিলেন। কিন্তু সিরিজে প্রথমবার খেলতে নামা অর্শদীপের বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ের শিকার দুইজনই। নাকল বলে ডাকেটের (৩২) ঝড় থামানোর পর সল্ট শিকার (২৩)। টম ব্যান্টন (৩৮), জো রুটের (২৪) প্রচেষ্টা থামে কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের স্পিনে।

প্রথম স্পেলের ব্যর্থতা কাটিয়ে এদিনও মাঝের ওভারে জ্বলে ওঠা হর্ষিত (৩১/২) বাটলার (৬), হ্যারি ব্রুককে (১৯) সাজঘরের রাস্তা দেখিয়ে বড় জয় নিশ্চিত করে দেন। যেখান থেকে অঘটন ঘটানোর সুযোগ পায়নি ইংল্যান্ড।

ভারতীয় দলে এদিন তিনটি পরিবর্তন। মহম্মদ সামি, রবীন্দ্র জাদেজাকে বিশ্রাম। হালকা চোট বরুণ চক্রবর্তীর। অথচ, জায়গা হয়নি ঋষভ পন্থের! দলে অর্শদীপ, কুলদীপ, ওয়াশিংটন সুন্দর।

ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে রোহিত (১) আউট। গত ম্যাচে দাপুটে শতরান। আজ ১৩ রান দরকার ছিল ১১ হাজারের মাইলস্টোনের জন্য। যদিও মার্ক উডের পারফেক্ট ডেলিভারি রোহিতের সেই সম্ভাবনায় জল ঢালে।

ক্রিজে নেমে প্রথম দিকে কিছুটা নড়বড়ে বিরাট। একাধিকবার অফস্টাম্পের বাইরের বলে কানা ছুঁতে ছুঁতে বেঁচে যান। তবে যত সময় এগিয়েছে, বিরাটকে চেনা ছন্দে পাওয়া যাচ্ছিল। ট্রেডমার্ক শটগুলির দেখা মিলছিল। উইকেট সহজ হলেও যে শট পারদ চড়াচ্ছিল গ্যালারির।

শুভমান উলটো দিকে 'রোলস রয়েসের' গতিতে ইনিংসের গাড়ি ছোটালেন। বিরাটের আউটে জুটি যখন ভাঙে ৬/১ থেকে ভারতের স্কোর ১২২/২। আদিল রশিদের (১১ বার বিরাটকে আউট করলেন) বাড়তি টার্নে ঠকে দিয়ে ব্যাটের কানা লাগিয়ে বসেন। শতরান না এলেও দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে এদিনের হাফ সেঞ্চুরি রসদ জোগাবে বিরাটকে (৫৫ বলে ৫২)।

চলতি সিরিজে আরও একটা দারুণ ইনিংস উপহার দিলেন শ্রেয়স। বিরাট সুস্থ থাকলে প্রথম ম্যাচে খেলার সুযোগই পেতেন না। যার সদ্ব্যবহারে দৌড়োচ্ছেন মুম্বই ব্যাটার। শ্রেয়সকে নিয়ে ১০৪ রানের জুটিতে ইংল্যান্ডের ম্যাচে ফেরার রাস্তা আটকে দেন শুভমান (১১২)। শেষপর্যন্ত আদিল রশিদকে (৬৪/৪) আড়া চালাতে গিয়ে বলের লাইন মিস করে বোল্ড ম্যাচের নায়ক।

যখন মনে হচ্ছিল শুভমানের পর শ্রেয়স আইয়ারও (৭৮) শতরান পেতে চলেছেন, তখনই আউট। ঘাতক সেই রশিদ। ভারতীয় থিংকট্যাংককে স্বস্তি দিয়ে লম্বা সময় ক্রিজে কাটালেন লোকেশ রাহুলও। গত দুই ম্যাচে রান পাননি। ঋষভকে বসিয়ে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানো নিয়ে সমালোচনাও চলছে। কিছুটা চাপ কমালেন চল্লিশ রানের ইনিংসে।

হার্দিক পান্ডিয়া (১৭), অক্ষর প্যাটেলরা (১৩) কিছুটা লম্বা ইনিংস খেললে স্কোর ৩৫৬-র চেয়ে আরও ২০-২৫ রান বেশি হত। যদিও ভারতীয় স্পিন-পেসের ককটেলে হাঁসফাঁস ইংল্যান্ড কোনওক্রমে দুশো পার করেই রণে ভঙ্গ দেয়। বড় জয়, ৩-০ সিরিজ দখল। সবকিছু ছাপিয়ে দুবাইগামী বিমানে ওঠার আগে স্বস্তির ঢেকুর, আত্মবিশ্বাসের পারদ কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া।

৩ ম্যাচের দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজে প্রতি ম্যাচে ৫০ প্লাস স্কোর (ভারতের)

ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	সাল
কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত	শ্রীলঙ্কা	১৯৮২
দিলীপ বেঙ্গসরকার	শ্রীলঙ্কা	১৯৮৫
মহম্মদ আজহারউদ্দিন	শ্রীলঙ্কা	১৯৯৩
মহেন্দ্র সিং ধোনি	অস্ট্রেলিয়া	২০১৯
শ্রেয়স আইয়ার	নিউজিল্যান্ড	২০২০
ঈশান কিষান	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২০২৩
শুভমান গিল	ইংল্যান্ড	২০২৫

৫০ ইনিংসের পর সর্বাধিক রান (ওডিআই)

রান	ব্যাটার
২৫৮৭	শুভমান গিল
২৪৮৬	হাসিম আমলা
২৩৮৬	ইমাম-উল-হক
২২৬২	ফখর জামান
২২৪৭	শাই হোপ

ওডিআই কেরিয়ারের সপ্তম শতরানের পর শুভমান গিল। বুধবার আহমেদাবাদে।

ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার পর ট্রফি নিয়ে উল্লাস টিম ইন্ডিয়ার। বুধবার।

আরও উন্নতির ডাক রোহিতের

অন্যতম সেরা ইনিংস : গিল

আহমেদাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি : প্রথম ম্যাচে ১৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছিলেন। সিরিজের শেষ টক্করে আজ কোনও আক্ষেপ রাখতে রাজি ছিলেন না শুভমান গিল। ক্রিকেটীয় শটের ফুলঝুরিতে ১১২ রানের দৃষ্টিনন্দন ইনিংসে ম্যাচে ব্যবধান গড়ে দিলেন।

সাফল্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে শুভমান যে ইনিংসকে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা আখ্যা দিলেন। সেরার পুরস্কার হাতে বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। আমার অন্যতম সেরা ইনিংস। শুরুতে পিচ সহজ ছিল না। পেসাররা সাহায্য পাচ্ছিল। পাওয়ার প্লেতে তাই উইকেট ধরে রেখে স্ট্রাইক রোটেটে জোর দিয়েছিলাম। মোমেন্টাম পাওয়ার পর হাত খুলি। বাড়তি চিন্তা, পরিকল্পনা নয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে প্রয়োগের সুফল পেয়েছি।'

৩-০ সিরিজ জয়। বাজবলকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যা রসদ জোগাবে। গর্বিত অধিনায়ক রোহিতের মুখেও সেই কথা। একইসঙ্গে আরও উন্নতির কথাও মনে করিয়ে দিলেন। সতীর্থদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার বার্তা, চ্যাম্পিয়ন টিম হতে গেলে প্রতিটি ম্যাচে উন্নতির ভাবনা নিয়ে নামতে হবে।

ব্যাটে-বলের প্রায় নিখুঁত ক্রিকেট। ৩৫৬-র রান-এভারেস্ট গড়ে ম্যাচ প্রায় পকেটে পুরে নেয় ব্যাটাররা। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পেস-স্পিনের যুগলবন্দিতে বাজিমাত। রোহিতের কথায়, ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বেশ শক্তিশালী। দলে একঝাঁক আগ্রাসী ব্যাটার। তুল্যমূল্য টক্করের আশা করেছিলেন। তবে বোলাররা কাজটা সহজ করে দেয়। কৃতিত্বটা বোলারদেরও দিতে হবে।

হোয়াইটওয়াশ হলেও ক্ষতি নেই। লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ড্রেস রিহার্সাল। আহমেদাবাদে পা রাখা ইংল্যান্ড শিবিরে যে ভাবনা ঘুরপাক খেলেও আজকের বিশ্রি হারের ধাক্কা সামলানো সহজ নয়। ভারত সব বিভাগেই যে টেক্কা দিয়েছে, মেনে নিচ্ছেন জস বাটলারও। ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, ভাবনায় ভুল ছিল না। গণ্ডগোল পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের অভাব। আশাবাদী যত দ্রুত সম্ভব সমস্যাগুলি মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ইংল্যান্ড।

একই মাঠে তিন ফরম্যাটে শতরান

- ফাফ ডুপ্লেসি — ওয়ান্ডারার্স, জোহানেসবার্গ
- ডেভিড ওয়ার্নার — অ্যাডিলেড ওভাল
- বাবর আজম — ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, করাচি
- কুইন্টন ডি কক — সুপারস্পোর্ট পার্ক, সেঞ্চুরিয়ান
- শুভমান গিল — নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, আহমেদাবাদ

মোহনবাগানে একাধিক ফুটবলার নেই কেরালা ম্যাচে

সমস্যায় জেরবার ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে আগামী রবিবার জয়ই এখন পারে লাল-হলুদ শিবিরের চিত্র বদল করতে। নানা ডামাডোলের মধ্যে হঠাৎই ক্লাবের তরফে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে রহস্য আরও বেড়ে গেছে।

এই মুহূর্তে রীতিমতো অসুখী পরিবার বলে মনে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে। আগের বেশকিছু হারে রেফারির দোষ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হলেও চেন্নাইয়ান এফসি-র বিপক্ষে বিশ্রি খেলে হারের পর আর নিজেদের ছাড়া কাউকে দোষ দেওয়ার মতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ম্যাচের পর প্রকাশ্যেই ফুটবলারদের খারাপ পারফরমেন্স নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। পরবর্তীতে ঘনিষ্ঠ মহলে নানা বিষয়ে তাঁর ক্ষোভ ঝরে পড়েছে। এসবের জেরে তিনি মরশুম শেষ হলেই দল ছাড়তে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে। দলের অন্যতম সেরা তারকা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও নিজের সতীর্থ ও সমর্থকদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখেছেন যা সুখকর নয়। এই গ্রিক স্ট্রাইকারও যদি আগামী মরশুমে দলে না থাকেন, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ইস্টবেঙ্গলের এই বিব্রত অবস্থার সুযোগ নিতে মাঠে নেমে পড়েছে আইএসএলের বাকি দলগুলি। আগেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তাঁকে প্রস্তাব দেওয়ার কথা হাওয়ায় ভাসিয়ে দেয়। এবার পিভি বিষ্ণুকে নিতে আসরে নেমেছে মুম্বই সিটি এফসি। তারা বড় অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে এই তরুণ কেরালাইট উইং হাফকে। এরকম গোলমেলে পরিস্থিতিতে এদিন হঠাৎই ক্লাবের তরফ থেকে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করাকে ক্লাব সমর্থন করে না বলে একটি বিবৃতি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সেখানে কারও নাম না করা হলেও মনে করা হচ্ছে, বিনিয়োগকারী সংস্থার চিফ টেকনিকাল অফিসার অময় ঘোষালকে সমর্থকদের ক্ষোভের আগুন থেকে বাঁচাতেই এই টুইট।

এই অবস্থায় ইস্টবেঙ্গলকে একমাত্র সাহায্য করতে পারে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ভালো ফল। মার্চের ৫ ও ১১ তারিখ যথাক্রমে ঘর ও বাইরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের দল এফসি আর্কাদাগের বিপক্ষে খেলবেন নন্দকুমার শেখর-আনোয়ার আলিরা। এই দুটি ম্যাচই পারে যাবতীয় ঝুট-ঝামেলা মেরামত করে দিতে। ইস্টবেঙ্গলকে যদি চ্যাম্পিয়নও হয় তাহলে সেমিফাইনাল-ফাইনালে গেলেও পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এর সঙ্গে সুপার কাপ জিতলে আবারও এএফসিতে খেলার সুযোগ থাকবে। তখন বহু ফুটবলারই আবার থেকে যাওয়ার কথা ভাববেন বলেই আপাতত এএফসি এবং সুপার কাপেই নজর ইস্টবেঙ্গলের। অস্কারও বলেছেন, 'আইএসএলে আমাদের আর কোনও সুযোগ নেই। তাই এখানে যতটা ভালো জায়গায় সম্ভবত শেষ করে আপাতত এএফসির টুর্নামেন্ট ও সুপার কাপে নজর দিতে হবে। যদিও সুপার কাপ কবে, কোথায় হবে, সেটা জানি না।' তবে আপাতত মহমেডান ম্যাচে জয় তুলে নেওয়াই অস্কার বাহিনীর প্রধাণ লক্ষ্য।

এদিকে, কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে সম্ভবত খেলতে পারবেন না আশিস রাই, সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপা। তিনজন এদিনও অনুশীলন করেননি। ডাক্তার সবুজ সংকেত দিয়েছেন বলা হলেও তিন ফুটবলারই অনুশীলন করতে পারছেন না চোটের জন্য। সঙ্গে চারটি হলুদ কার্ড হয়ে যাওয়ায় খেলতে পারবেন না গ্রেগ স্টুয়ার্টও। তবে কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন আপুইয়া ও টম অ্যালড্রেড।

নাওরেম মহেশ সিংয়ের সঙ্গে অনুশীলনে রিচার্ড সেলিস। বুধবার।

ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচ স্থগিত

ইস্টবেঙ্গল প্রস্তুত, ডায়মন্ডকে নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচ স্থগিত। কলকাতা লিগের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গলও। ডায়মন্ড হারবার এফসি যদিও এখনও দল নামাতে নারাজ।

সূচি ঘোষণার পর থেকেই ডায়মন্ড হারবার ১৩ তারিখ ম্যাচ না খেলার দিকে ঝুঁকে। দল না নামানোর কারণ হিসাবে বলা হয়, ১৪ তারিখ ডেভেলপমেন্ট লিগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ম্যাচ। চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডেভেলপমেন্ট লিগে শুক্রবারের ম্যাচটি পিছোনোর উদ্যোগ নেয় আইএফএ। বুধবার জানানো হয় ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচটি আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে।

ডায়মন্ড হারবার এফসি তবুও দল নামাতে নারাজ। ক্লাবের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিকেল পাঁচটা চল্লিশে আইএফএ ম্যাচ স্থগিত রাখার কথা জানায়। এদিকে, আমরা ডেভেলপমেন্ট লিগ ও আই লিগ টু-এর কথা মাথায় রেখে অনুশীলন করেছি।' ফলে দল কলকাতা লিগের ম্যাচে নামার জন্য মানসিকভাবেও তৈরি নয় বলেও জানান তিনি। উলটোদিকে আইএফএ-ও সিদ্ধান্তে অনড়। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যাচের দিন আর পরিবর্তন হবে না বলে জানিয়েছেন সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্ত। তিনি বলেছেন, 'দুই দলই যাতে মাঠে নামে সেজন্য আমরা চেষ্টায় কমতি রাখছি না। এরপরও কেউ না খেললে কিছু করার নেই।'

এদিকে, ইস্টবেঙ্গল এদিন কলকাতা লিগের কথা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি সেরেছে। রিজার্ভ দলের সঙ্গেই অনুশীলন করেছেন পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকে সহ আইএসএল স্কোয়াডে থাকা একাধিক ফুটবলার। পূর্ণশক্তির দল নিয়ে মাঠে নামবে তারা। প্রতিপক্ষ ডায়মন্ড হারবার এফসি যতই দল না নামানোর কথা বলুক তা নিয়ে ভাবতে নারাজ লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। লিগ টেবিলের যা পরিস্থিতি তাতে বৃহস্পতিবার ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল। তবে পরিস্থিতি যা তাতে তারা ওয়াকওভার পেলেও অবাক হওয়ার থাকবে না।

ড্র গুকেশের

উইসেনহস (জার্মানি), ১২ ফেব্রুয়ারি : ৫৯ চালে নিষ্ফলা ম্যাচ। ফ্রিস্টাইল চেস গ্র্যান্ড টুরে আমেরিকার গ্র্যান্ড মাস্টার হিকারু নাকামুরার সঙ্গে ড্র করলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। ফলে টুর্নামেন্টের খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় দাবাড়ু। গুকেশের লড়াই এখন পাঁচ থেকে আটের মধ্যে থাকার। এই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার নামেন নাকামুরার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে কালো ঘুঁটি নিয়ে ড্র করার পর কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ। যদিও টুর্নামেন্টে এই নিয়ে অষ্টম ম্যাচ ড্র করলেন ১৮ বছরের দাবাড়ু।

জিতল ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব

কোচবিহার, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব ২ উইকেটে তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রথমে তুফানগঞ্জ ৩৯.৫ ওভারে ১৪৫ রানে অলআউট হয়। সুমন সরকার ৪০ রান করেন। রূপক দেব ১৯ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে শংকর ক্লাব ৩৮.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অরিন্দমকুমার সেন ৪২ রান করেন। পার্থ বর্মন ১৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সন্ধান চাই

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার ছেলে **হরবিন্দ সরকার**, বয়স ২৭, ১৬/১১/২০২৪ তারিখ থেকে নিরুদ্দেশ। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি তাহার সন্ধান পান তবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। M-75860-41126, 98514-91591

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা মুক্তা দাস - কে 04.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 52L 35250 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে অনেককে কোটিপতি হতে দেখেছি এবং এখন আমি একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি এখন বর্তমানে আনন্দের সাথে আকাশে ভাসমান অবস্থায় আছি মনে হচ্ছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় আমজাদ হোসেন। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

৪ উইকেট আমজাদের

বালুরঘাট, ১২ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে বুধবার কেআইটিএম বুনিয়াদপুর ২১৫ রানে দিলীপ দাস মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বুনিয়াদপুর টসে জিতে ৪২ ওভারে ৯ উইকেটে ৩৬৭ রান তোলে। রহিমুল আসলাম ৮২ ও আমজাদ হোসেন ৬৭ রান করেন। মনতোষ চৌধুরী ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে দিলীপ দাস ৩৪.৪ ওভারে ১৫২ রানে অলআউট হয়। শুভম হেমব্রম ও তন্ময় ২৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা আমজাদ ৩২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

অন্য ম্যাচে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৮ উইকেটে বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে জয় পায়। টাউন ক্লাবের মাঠে বিকাশ ৩৮.১ ওভারে ১০৮ রানে অল আউট হয়। সবুজ সিং ৩০ রান করেন। ম্যাচের সেরা সুমন বন্দোপাধ্যায় ১৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে পতিরাম ২১.১ ওভারে ২ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। সাহিল সরকার ৪০ ও অরিন্দম ঘোষ ২২ রান করেন। সবুজ ১০ রানে নেন ২ উইকেট।

জয়ী গাদোপাতা

শীতলকুচি, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিএসএফের ১৫৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে গাদোপোতা স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক স্কুলের মাঠে প্রীতি ফুটবলে গাদোপাতা ৪-০ গোলে হারিয়েছে উত্তর রাজবাড়ি যুব সংঘকে। রাহুল আলম জোড়া গোল করেন। বাকি গোল বাপ্পি আলম ও রাহুল আলমের।

২ মার্চ শিলিগুড়িতে আইপিএল ট্রফি
-খবর এগারোর পাতায়